উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৭,০৭৩.৪৪ (+৪৫৪.১১)

নিফটি : ২৩,৩৪৪.৭৫ (+১৪১.৫৫)

প্ররোচনায় পা দেবেন না

'কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না।' সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রশাসনিক বৈঠকে এসে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৩

১০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার

রবিবার মালদা টাউন স্টেশনে প্রায় ১০ কোটি টাকার মাদক সহ মুর্শিদাবাদের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে জিআরপি। জেরায় আন্তঃরাজ্য মাদকচক্রের হদিস মিলেছে। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৩°	১১°	২৪°	১২°	২৩°	১০°	২৭°	১৩°

নেটে বল করলেন না সামি

» ১৩

৭ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 21 January 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 243

বিরলের মধ্যে বিরলতম মানতে নারাজ বিচারক

আমৃত্যু কারাদণ্ড সঞ্জয়ের

এজলাসে কথোপকথন

বিচারক : আগের দিনই বলেছিলাম, ধর্ষণের জন্য আপনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। ধর্ষণের সময় আঘাতে মৃত্যু হলে যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। খুনের দায়ে আপনার শাস্তি হতে পারে। এগুলো সব আপনাকে জানানো হয়েছে। আপনার বক্তব্য থাকলে বলুন।

সঞ্জয় : আমি খুন বা অন্য কাজ কিছুই করিনি। আমি কোনওটাই করিনি। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমি আগের দিনও বলেছি। যেটা আমি শুনেছি, এত (প্রমাণ) কিছু নষ্ট হয়েছে। আমি জানতাম না। আগের দিনই বলেছিলাম, আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সেটা নষ্ট হয়নি। আমি নির্দোষ। আপনাকে আগেও বলেছি যে কীভাবে আমাকে মারধর করা হয়েছে, যার যা ইচ্ছে করেছে। অত্যাচার করা হয়েছে, সাইন (সই) করানো হয়েছে।

বিচারক : আপনার বিরুদ্ধে যা তথ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীর উপর বিশ্বাস করে আমি বিচার করতে বসেছি। তিন ঘণ্টা জেরার পর যা সাক্ষ্য মিলেছে তা আপনার বিরুদ্ধে চার্জের জন্য যথোপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আপনি নির্দোষ আগেও বলেছেন। আপনার কথা আগেও বলেছেন। আপনার শাস্তির বিষয়ে কিছু বলার থাকলে বলুন। আর আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

সঞ্জয় : মা আছেন।

বিচারক : বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? বাড়ির কেউ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

সঞ্জয় : না করেনি। কেউ যায়নি। আমি আগে পুলিশ ব্যারাকে থাকতাম। পরে তো পুলিশি হেপাজত হয়ে গেল।

বিচারক : আপনি নির্দোষ ছাড়া কিছু বলতে চান?

সঞ্জয় : যে কাজটা করিনি তাতে দোষী বলা হচ্ছে।

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : 'আমি দুঃখিত, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে মনে করছি না', আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে শাস্তি ঘোষণার সময় মন্তব্য করলেন শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। সঞ্জয় রায়কে তিনি এই ঘটনায় আগেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এদিন আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণ করে খুনের দিকে নিয়ে যাওয়া), ১০৩ (১) (খুন) নম্বর ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। অনাদায়ে ৫ মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে একজন কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং খুনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে চায়নি নির্যাতিতার পরিবার। কিন্তু বিচারক বলেন, 'আমি মনে করি না, এই মৃত্যুতে টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আপনারা এটা মনে করবেন না, টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকেও বললে, আমিও মনে করতাম। আমাদের যেহেতু আইনের বাঁধনের মধ্যে থাকতে হবে, তাই এটা করা। আপনারা এই টাকা যে কোনওভাবে খরচ করতে পারেন।'

সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা। কড়া নিরাপত্তা শিয়ালদা আদালত চত্বরে। দুপুর ১২টা ৩৬ মিনিটে এজলাসে আসেন বিচারক অনির্বাণ দাস। জানতে চান, 'বাবা-মা এসেছেন?' তারপর নির্যাতিতার বাবা-মায়ের উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে নিজের আসনে বসেন বিচারক। ১২টা ৪১ মিনিট নাগাদ এজলাসে আনা হয় সঞ্জয়কে। শিয়ালদা ২১০ নম্বর কোর্টরুমে এই প্রথম কোনও অপরাধীকে ব্যারিকেডের ভিতর দিয়ে এজলাসের ভিতরে ঢোকানো হল। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সঞ্জয়। পরনে ছাই ও কমলা রঙের পোশাক। বিচারক তার উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে আগের দিন বলেছিলাম, এই মামলায় আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে, তা প্রমাণিত হয়েছে। এই শাস্তির বিষয়ে আপনি কী বলবেন?' উত্তরে কাঁদো কাঁদো গলায় সঞ্জয় বলে, 'আমি এই কাজ করিনি। বিনা কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি যদি এই কাজ করতাম, আমার গলায় যে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যেত। আমাকে প্রথমদিন থেকে ফাঁসানো হয়েছে। অত্যাচার করা হয়েছে। এখানে-ওখানে সই করাচ্ছে। লেখানো হচ্ছে।' কিছুক্ষণ সঞ্জয়ের কথা শোনার পর বিচারক তার বাড়ির খবর নেন।

এরপর সিবিআই তার বক্তব্য রাখে। এই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' দাবি করে সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের বক্তব্য, 'একজন অন ডিউটি চিকিৎসক মানুষকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবার তাদের সদস্যকে হারায়নি, এরপর দশের পাতায়

রায়ে অখুশি মুখ্যমন্ত্রী

মালদা, ২০ জানুয়ারি : যাবজীবন সাজা, এই রায়ে খুশি নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মালদা এসে তিনি বলেন, 'এতক্ষণ র‍্যালিতে ছিলাম বলে গোটা বিষয়টি শুনিনি। আপনাদের কাছেই শুনলাম, আরজি কর কাণ্ডে ধৃতকে নাকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা প্রথম দিন থেকেই ফাঁসির দাবি করে আসছি। আজও আমরা সেই দাবিতে অটুট। কিন্তু আদালতের রায় নিয়ে কিছু বলার নেই।'

তাঁর সংযোজন, আমি শুধু আমার এবং আমার দলের কথা বলতে পারি। আমরা তিনটি কেসে ৫৪ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানি না, এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ফাঁসির সাজা কেন হল না। আমাদের হাতে কেসটা থাকলে আমরা অনেক দিন আগেই ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিতে পারতাম।'

আরজি কর ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামি সঞ্জয় রায়কে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার।

সিবিআই ব্যর্থ, মত নির্যাতিতার পরিবারের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা 'বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়' বলে মন্তব্য সোমবার শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা ও জেলা বিচারক অনির্বাণ দাস। কিন্তু বিচারকের এই নির্দেশে আদৌ খুশি নন নির্যাতিতার বাবা-মা। বিচারকের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে গিয়েছেন। নির্যাতিতার মা দাবি করেছেন, 'এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই। সেই কারণেই বিচারক সঞ্জয় রায়কে সর্বোচ্চ সাজা দেননি।' শনিবারই সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৬৪, ৬৬ ও ১০৩ (১) ধারায় অপরাধ প্রমাণ করেছিলেন। সোমবার বিচারক জানিয়ে দেন, তিনটি ধারাতেই সঞ্জয়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হল। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিচারক যখন ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা বলেন তখন নির্যাতিতার বাবা দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমরা টাকার জন্য আসিনি। আমরা ন্যায়বিচারের জন্য এসেছি।' তখন বিচারক বলেন, 'কোনও ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট নয়। কিন্তু একজন কর্তব্যরত চিকিৎসককে খুনের জন্য রাজ্য সরকারের দায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও তাঁকে ধর্ষণের শিকার হতে হওয়ায় রাজ্য সরকারের দায় ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।' এদিন আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার মা বলেন, 'আমার মেয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্ষিত হল, ওকে খুন করা হল। সিবিআই এটাকে বিরলের থেকে বিরলতম এরপর দশের পাতায়

এই রায় আমাকে বিন্দুমাত্র অবাক করেনি

জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
(আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট)

আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রায় আমাকে অবাক করেনি। কারণ, এরকমই হওয়ার ছিল। একজন বিচারককে সবদিক দেখে রায় দিতে হয়। বিচারকের কাজ শুধুমাত্র একজনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো নয়। একজন বিচারক কিন্তু তথ্যপ্রমাণের বাইরে গিয়ে কিছুই করতে পারেন না।

এর আগে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড থেকে শুরু করে কামদুনি সর্বত্র যে অভিযোগ উঠেছিল, তা হল তথ্যপ্রমাণ লোপাটের। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের কথা বলা হয়েছিল কামদুনি কাণ্ডের সময়ও। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডেও শুরু থেকে বলা হচ্ছিল, কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি। পরে মনে আছে, আইপিএস দময়ন্তী সেন বলেছিলেন, কিছু একটা হয়েছে। তারপর অপরাধীদের ধরার চেষ্টা হতে থাকে। কামদুনিতেও প্রথম থেকে অভিযোগ উঠেছিল, পুলিশ অবহেলা করছে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট যথাযথ আসেনি এবং অবশেষে আমরা কামদুনি কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়ি যাই ও নির্যাতিতার বাড়িতে শপথ করে এসেছিলাম, অনেক দূর পর্যন্ত যাব। কিন্তু সেখানেও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে এত গাফিলতি ছিল যে, নিম্ন আদালত যদিও ৬ জনকে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল, কিন্তু ৪ জন মহামান্য হাইকোর্ট থেকে লঘু সাজা পায় এবং জেল থেকে বেরিয়েও গিয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলা চলছে। তখনও তদন্তকারী দলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল, এই মামলাতেও উঠেছে।

কামদুনির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বাইরে বেরোননি, তখন হয়তো তাঁরা মনে করেছিলেন, আগুন অনেক দূরে রয়েছে। ৩১ বছরের একজন ডাক্তার মহিলাকে তাঁর কর্মক্ষেত্রে এরপর দশের পাতায়

বাবলার স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার। মালদায়। - অরিন্দম বাগ

দলাদলিতে তিতিবিরক্ত মমতা

বাবলার কাজের দায়িত্ব চৈতালিকে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : সোমবার মালদায় এসে নিহত সহযোদ্ধার স্ত্রী-র সঙ্গে টানা ৪৫ মিনিট আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গিয়েছে, 'বাবলার অসম্পূর্ণ কাজ চৈতালি করবে।' তাঁর ঘোষণা, 'ওই খুনের তদন্তে স্ট্রং অ্যাকশন, স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে।' মালদার রাজনীতি যে তিনি বোঝেন না, সে কথাও মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুমান করেছিলেন সকলেই। তবে মালদায় পা রেখেই বাবলা সরকারের বাড়ি যাবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান এমনটা অনুমান করতে পারেনি পুলিশও। ব্যবস্থাপনাতেও তা বোঝা গিয়েছে। যুব আবাসের মাঠে নেমে আরজি কর নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পরই, নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নির্দেশ পালন করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

বেলা পৌনে চারটে নাগাদ মহানন্দাপল্লিতে দুলাল সরকারের ফ্ল্যাটে পৌঁছান তিনি। ততক্ষণে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছেন উৎসাহী লোকজন। চৈতালির সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই নীচে নেমে আসেন। আবাসন থেকে বেরোনোর আগেও নীচে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিহত তৃণমূল কাউন্সিলারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই ডেকে পাঠান পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবকেও। বাইরে আসতে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা দোষীদের শাস্তির দাবি তুলতে থাকেন। সেকথা শুনে ফের মাইক্রোফোন হাতে তুলে নেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

এরপর দশের পাতায়

লাইনে পড়ে দু'টুকরো বৃদ্ধার দেহ

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ জানুয়ারি : সামসী, ২০ জানুয়ারি : স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেনেও তাই। এই আবস্থায় গাড়িতে উঠতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে রেল লাইনে পড়ে যান এক বৃদ্ধা। কিছুক্ষণ পর ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বৃদ্ধার দুটুকরো দেহ উদ্ধার হয়। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাটিহার-মালদা কোর্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটির সাক্ষী থাকল মালাহার স্টেশন।

ট্রেনে ওঠার সময় দুর্ঘটনা

মৃত মহিলার নাম মোমিনা বেওয়া(৬৩)। বাড়ি মালাহারেই। রেল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

উত্তর মালদার একটা বড় অংশের সঙ্গে মালদা সদরের সরাসরি বাস যোগাযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সাধারণ লোকজনের ভরসা ছিল মাত্র চারটি লোকাল ট্রেন। দুটি বিহারের কাটিহার ও দুটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে মালদার মধ্যে চলাচল করত। কিন্তু নিউ জলপাইগুড়ির ট্রেন দুটো কিছুদিন হল হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে দুটো চলছে তাদেরও কোচের সংখ্যা যোগাযোগ বলতে সবেধন স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। তাই ভিড়ে ট্রেনে উঠতে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রুটে ট্রেনে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সকলের দাবি, প্রয়োজনের তুলনায় ট্রেন কম থাকার খেসারত দিতে এদিন বৃদ্ধার জীবন গেল। রেল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার জন্য যাত্রী সচেতনতার অভাবকে দায়ী করেছে।

নিত্যযাত্রী অধ্যাপক মহম্মদ ইসমাইল বলেন, 'গত ১৭ জানুয়ারি বিভিন্ন মহল থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কোচের সমস্যার সমাধান ও বাতিল ট্রেনগুলো চালানোর ব্যাপারে কোনও প্রকার হেলদোল নেই। কুয়াশার জন্য নাকি ট্রেন বাতিল! হাস্যকর যুক্তি।'

এনএফ রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার অবশ্য বাতিল ট্রেন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'দুর্ঘটনা দুঃখজনক। আমরা যাত্রী সচেতনতায় জোর দেব। আর ১২ বগির ট্রেন যাতে চলে সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হবে।

সর্ষে খেতে মুখোশ পরে। সোমবার কুশমণ্ডিতে। - সৌরভ রায়

মমতার আরও খবর
তিনের পাতায়

সভায় পড়ুয়াদের হাজিরার নির্দেশে ক্ষোভ মালদায়

কালিয়াচকে বিকল্প হেলিপ্যাড

বাস তুলে নেওয়ায় ভোগান্তির শঙ্কা

স্টেশনে যেতে হয়রানি

পরপর বন্দি পালানোয় রিপোর্ট তলব

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ২০ জানুয়ারি : একের পর এক বন্দি পালানোয় উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন চরম অস্বস্তিতে। তাদের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলল রাজ্য কারা দপ্তর। সম্প্রতি কারা দপ্তরের তরফে জেলা প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে সবিস্তার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। লাগাতার বন্দি উধাও হওয়ার ঘটনায় জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ আদালতে ভার্চুয়াল হাজিরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত জুনে জেল হেপাজত থেকে পালায় ভীম সাহা। একবার নয়, দু'বার। তবে ওই আসামি পালিয়েছিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। গত অগাস্টে পালায় প্রেমচাঁদ বর্মন। ঠিক পরের মাসে সেপ্টেম্বরে পালায় শাহজামাল মিয়াঁ। এ বছর জানুয়ারিতে পালিয়েছিল বিশ্বজিৎ দাস।

পরের পর বন্দি পালানোর ঘটনায় জেলা প্রশাসনের অস্বস্তি কিছুতেই কাটছিল না। এর মধ্যে পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করে বন্দি পালানোর ঘটনা জেলা পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। তবে চুপ করে বসে নেই রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষও।

ইতিমধ্যে জেলা সংশোধনাগার থেকে একটি প্রাথমিক কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টও হাতে পেয়েছে রাজ্য সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, সেই রিপোর্টে রয়েছে 'এনকাউন্টারে'

আগামীতে আদালতে ভার্চুয়াল হাজিরা

মৃত সাজ্জাকের সঙ্গে জেলে কে কে দেখা করতে এসেছিল, জেলের ভিতরে তার গতিবিধি কেমন ছিল, গুলি করার পরিকল্পনা সে জেলের বাকি বন্দিদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল কি না। নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত সাজ্জাকের দিদি মর্জিনা খাতুন তার সঙ্গে জেলে দেখা করতে এসেছিল কি না।

সূত্রের খবর, সাজ্জাক ও তার সহবন্দি আবদুল হোসেন ওরফে আবাল জেলা সংশোধনাগারে বসেই পালানোর ছক কষে। ইসলামপুর আদালত চত্বরে সাজ্জাকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়েছিল ওই আবদুল হোসেন ওরফে আবাল। তাই একদিকে যেমন পুলিশ আবদুল হোসেনের খোঁজ শুরু করেছে, তেমনই সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখছে।

ইতিমধ্যে অ্যাডিশনাল আইজি (কারা) সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি (কারা) শুভেন্দুকৃষ্ণ ঘোষ রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখেছেন। সূত্রের খবর, তাঁরা একটি কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টও রাজ্য সংশোধনাগার কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

পাশাপাশি সংশোধনাগারে বন্দিদের মানসিক চাপ কাটাতে কাউন্সেলিং চলছে। তারপরও কয়েক দফায় তিন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার অস্বস্তি বেড়েছে জেল কর্তৃপক্ষের। যার সর্বশেষ সংযোজন সাজ্জাক পর্ব। এই শীতেও জেলার পদস্থ কর্তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কী করে সমাধান মিলবে তা নিয়ে উদ্বেগ।

কথায় কথায়

বিজয়ন এখন সিপিএমের ভগবান

আশিস ঘোষ

ব্যক্তি নয়, সমষ্টি, শ্রেণি। সেই কবে থেকে পইপই করে এ কথা বলে আসছেন সিপিএমের বিদগ্ধ নেতারা। এ পার্টিতে ব্যক্তিপুজোর কোনও জায়গা নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ। কেবল তাঁরই জন্মদিন পালন করা হয়। বাকি সব যৌথ নেতৃত্ব।

একবার, সে অনেক বছর আগে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ে প্রচারের যুগে সুভাষ চক্রবর্তী 'নব বাংলার নব রূপকার' লিখে জ্যোতি বসুর ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপিয়েছিলেন। পার্টিতে তা নিয়ে মৃদু শোরগোল হলেও জ্যোতিবাবু বলেই তা নিয়ে জলঘোলা খুব একটা হয়নি। সেসময় এসব ভাবাই যেত না। পরে অবশ্য জ্যোতিবাবু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি দেওয়া পোস্টার বেশ চোখে পড়ে। অবশ্যই তাঁদের মৃত্যুর পরে।

এই বাজারে তাদের সেদিন আর নেই। তবে বাংলা, ত্রিপুরা খুইয়ে এখন হাতের পাঁচ কেরলেই টিকে আছে কাস্তে হাতুড়ি। সেই কেরলে গত শুক্রবার ছিল সেখানকার রাজ্য সরকারি সচিবালয় কর্মচারী সমিতির অনুষ্ঠান। এরপর দশের পাতায়

বট, অশ্বত্থ লাগিয়ে বেড়ান শিক্ষক

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : প্রকৃতি পরিচর্যাকে অন্যতম প্রধান কর্তব্য মনে করেন তিনি। সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকে এপর্যন্ত কামাখ্যাগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় তিনশোর বেশি গাছ লাগিয়েছেন পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক হরিশংকর দেবনাথ। গাছ লাগানোর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত গাছের পরিচর্যাও করেন। শীতের এই শুখা মরশুমে ঘুরে ঘুরে গাছগাছালিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন হরিশংকর।

কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাখ্যাগুড়ি গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিশংকর। বাড়ি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মধ্য পারোকাটায়। হরিশংকর জানালেন, মূলত ফাঁকা জায়গায় গ্রীষ্মের তাপ থেকে সাধারণ মানুষ যাতে রক্ষা পায়, সেজন্য ছায়া প্রদায়ী গাছ লাগান। এছাড়াও পাখিদের কথা ভেবে ফলের গাছও লাগান। তাঁর সংযোজন, 'আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত

গাছ পরিচর্যায় হরিশংকর দেবনাথ।

গাছ কাটা হচ্ছে, অথচ গাছ লাগানো হচ্ছে না। বিশ্ব উষ্ণায়নের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে হলে আমাদের প্রতিনিয়ত গাছ লাগাতে হবে।'

সারা বছর কখনও নিজের উদ্যোগে, কখনও কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে নিঃশব্দে বিভিন্ন এলাকায় গাছ লাগান তিনি। শুধু তাই নয়, এলাকার মানুষকে গাছ লাগানোর উপকারিতা নিয়ে সচেতনও করছেন। গাছ না লাগালে পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না, আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে গাছ লাগানোর জন্য কাতর আবেদন তাঁর। একসময় তিনি কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার রাস্তার ধার দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়েছিলেন।

শুধু গাছ রোপণ করেই থেমে যান না হরিশংকর। গোরু-ছাগল যাতে গাছের ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য নেট দিয়ে ঘিরে দেন গাছগুলি। তিনি বলেন, 'দিনচারেক একটু নজরে রাখা আর একটু যত্ন করা। তা হলেই গাছগুলির রূপ বদলে যায়। তরতরিয়ে বাড়তে শুরু করে।' কোন কোন গাছ বেশি লাগান? তাঁর উত্তর, 'কৃষ্ণচূড়া, বট, অশ্বত্থই বেশি লাগাই। এছাড়াও বিভিন্ন ফলের গাছ, যেমন আম, পেয়ারা, লিচু গাছ লাগাই।' কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা তথা আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়লাল দাসের মন্তব্য, 'এই ধরনের মানুষ আমাদের গর্ব এবং অনুপ্রেরণা।'

হরিশংকরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল।

স্মার্ট বাজারে ধামাকা সেল

নিউজ ব্যুরো, ২০ জানুয়ারি : ২২ জানুয়ারি থেকে স্মার্ট বাজারে শুরু হতে চলেছে ধামাকা সেল। কেনাকাটার ওপর থাকছে নিশ্চিত ছাড়। ৫ কেজি চাল ও ৩ লিটার তেল পাওয়া যাবে মাত্র ৭৯৯ টাকায়। যে কোনও বিস্কুট কিনলে পাবেন বাই টু গেট ওয়ান ফ্রি অফার। ডিটারজেন্ট কেনাকাটার ওপর থাকছে ৩৩ শতাংশ ছাড়। স্মার্ট বাজারের ৯০০টিরও বেশি স্টোরে এই অফার পাওয়া যাবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সফল তিরন্দাজ হওয়ার স্বপ্ন দেব-অজয়ের

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২০ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে এসে কঠোর পরিশ্রমে নজর কেড়েছিল স্কুল ক্রীড়ায়। বর্তমানে জাতীয় স্তরে জেলাকে গর্বিত করেছেন অজয় রায়, দেব বড়াইকরা। তাঁরা ডামডিমের বাসিন্দা। দুজনের সংসার আর্থিকভাবে অসচ্ছল। নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে আজ তাঁরা সফল তিরন্দাজ। দুজনই জাতীয় স্তরে অনূর্ধ্ব ১৯ তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন।

খরচসাপেক্ষ এই ক্রীড়ায় জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যে নিজেদের পরিচিত করেছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারে দুঃখগুলি হৃদয়ে চাপা দিয়ে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তিরন্দাজির সঙ্গ ছাড়েননি। এখন কাজের পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন খেলা।

অজয় পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। এখন মাল থানায় কর্মরত। দেব ডামডিমে ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে কাজ করেন। অজয় বলেন, 'ডামডিমের গজেন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশের পর পারিবারিক অসচ্ছলতায় পড়া ছাড়তে বাধ্য হই। তিরন্দাজিতে আটবার রাজ্য স্তরে অংশ নিয়ে সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ সবই পেয়েছি। সাইয়ের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় রুপো পেয়েছি। শৈশব থেকে বাবার সমর্থন পেয়েছি। বড় হয়ে পাশে পেয়েছি ক্রীড়া প্রশিক্ষক সুশান্ত দে-কে।' অজয় জানান, তাঁদের দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। ২০১৭-তে সাইয়ে সুযোগ পান। ২০২০ সাল পর্যন্ত সেখানেই প্রশিক্ষণ নেন। তারপর বড়দিঘি আচারি ফাউন্ডেশনে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে খেলা চালাতে টাকার দরকার হয়ে পড়ে। তখনই খেলার সূত্রেই মাল থানার সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজের সুযোগ মেলে। কাজের সঙ্গে খেলা চলছে।

আর দেবের কথায়, 'শৈশব থেকে অভাবকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। অর্থাভাবে পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। এখন সংসার চালাতে ডামডিমে একটি দোকানে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করি। খেলাও চালিয়ে যাচ্ছি। সুশান্তদা আমাকে খুবই সাহায্য করছেন। পাশে পেয়েছি স্কুলের পিটি স্যর আশিসকুমার টুডুকে। আমি রাজ্য স্তরে সোনা, জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ জিতেছি।'

Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Government of India)
P.O. : Narayanpur, Malda - 732141, West Bengal

Dated : 20.01.2025

Online applications are invited to fill up the various faculty and staff vacancies of the institute in the prescribed format available on the institute website www.gkciet.ac.in from 20.1.2025.
Any addendum / corrigendum / updates shall be posted only on the Institute website.

Director, GKCIET

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে **জানুয়ারি' ও ফেব্রুয়ারি'** ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	২৮-০১-২০২৫
২	ফেব্রুয়ারি' ২০২৫	০৭-০২-২৫, ১৪-০২-২৫, ২১-০২-২৫ ও ২৮-০২-২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	২৮-০১-২০২৫
২	ফেব্রুয়ারি' ২০২৫	০৭-০২-২৫, ১৪-০২-২৫, ২১-০২-২৫ ও ২৮-০২-২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	২৮-০১-২০২৫
২	ফেব্রুয়ারি' ২০২৫	০৭-০২-২৫, ১৪-০২-২৫, ২১-০২-২৫ ও ২৮-০২-২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কার্যালয় কমান্ডান্ট ১৪তম ব্যাটালিয়ান বিএসএফ, তল্লিগুড়ি, জেলা কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭৩৬১৫৬

সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ মানুষের জ্ঞাতব্যের জন্য এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কমান্ডান্ট ১৪তম ব্যাটালিয়ান বিএসএফ দ্বারা এমটি/সরকারি (বিবিধ কনডেমড/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ম্যাগাজিন স্টোর, আর্মারি ওয়ার্কশপ, অঙ্কুর প্লে স্কুল, কেচ স্টোর, অফিসারদের মেস, এস ও মেস স্টোর, ইউনিট স্টোর, ইউনিট হসপিটাল, সিটি অ্যান্ড স্টোর, ওয়েলফেয়ার স্টোর, ট্রেনিং স্টোর ইত্যাদির অনুপযোগী স্টোরের সর্বজনীন নিলাম করা হবে যা এই ইউনিট স্থানে আধারে যথাবত থাকবে।

নিলামের তারিখ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫'এর সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ১৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

নিলামের স্থান ঃ ব্যাটালিয়ান বিএসএফ, তল্লিগুড়ি, জেলা - কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ)

নিলাম হওয়া বস্তুর নিরীক্ষণ ঃ সকাল ১০.০০ টা থেকে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত করা হবে এবং নিলাম সকাল ১১টার মধ্যে শুরু হয়ে যাবে।

বস্তুসমূহ যেখানে আছে যে রকম আছে ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে এবং বিনিময় অথবা অর্থ ফেরত 'এর কোনও অনুরোধের জন্য বিচার করা হবে না।

আদায় নিলাম স্থলে সিবিএস/এনইএফটি/আরটিজিএস সিস্টেমে করতে হবে এবং সামগ্রী সঙ্গে সঙ্গে ওইদিন ১৭ ঘটিকার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

বিক্রি হওয়া সামগ্রীর রাখার দায়িত্ব ১৪ ব্যাটালিয়ান বিএসএফ/বিভাগ হাতে থাকবে না।

নিলাম নোটিশ ১৪তম ব্যাটালিয়ান বিএসএফ কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও সামগ্রীর বিক্রি থেকে ফেরত নিতে পারবে।

আদেশানুসার
কমান্ডান্ট, ১৪তম ব্যাটালিয়ান
বিএসএফ

CBC 19110/11/0099/2425

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **WB/BLOCK/EO/18/MATIALI/2024-25**. Last date of online bid submission : 31-01-2025 upto 16:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग/MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयकर आयुक्त का कार्यालय : सिलीगुड़ी /OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, SILIGURI
आयकर भवन : माटीगाड़ा : सिलीगुड़ी/734010 - / AAYAKAR BHAWAN : MATIGARA : SILIGURI – 734010

F. No. PCIT/Slg / Tender Notice for E-waste/2024-25/3165 Date: 20.01.2025

पुराने निपटान हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ई-कचरा
NOTICE INVITING TENDER FOR DISPOSAL OF E-WASTE

प्रधान आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी और भवन प्रभारी, आयकर भवन, माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी आयकर भवन,विंग-बी, परिवहन नगर, माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी से संबंधित निम्नलिखित वस्तुओं के निपटान के लिए अनुभवी फर्मों से कोटेशन/बोलियां आमंत्रित करते हैं।

The Principal Commissioner of Income Tax, Siliguri & Building-in-Charge, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri invites Quotations/Bids from experienced firms for disposal of following articles belonging to Aayakar Bhawan, Wing-B, Paribahan Nagar, Matigara, Siliguri.

Sl.No.	Description of Articles	Quantity
01	Unserviceable E-waste	Detailed in BID document

बोलियां 28 जनवरी, 2025 को दोपहर 12.30 बजे खोली जाएंगी। अनुबंध के नियम और शर्तों के साथ निविदा प्रपत्र www.incometaxindia.gov.in. से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए कोटेशन फॉर्म/बोली की प्राप्ति की अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2025 को शम 05.00 बजे तक है।

Bids will be opened on the day 28th January, 2025 at 12.30 PM. The Tender Forms along with Terms & Conditions of the contract can be downloaded from www.incometaxindia.gov.in. The last date for receipt of completed quotation form / bid is 27th January, 2025 till 05.00 PM.

(लोबसँग तेनजिंग/Lobsang Tenzing)
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) सिलीगुड़ी/ DCIT, Hqrs Slg.
कृते प्रधान आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी/ For Pr. CIT, Slg.

ট্র্যাকশন অল্টারনেটরের মেজর ওভারহোলিং

ই-টেন্ডার নং.: আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৫৮। কাজের নাম: সিগ্যাডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন.এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ ১৪০০ এইচপি সিজিএল এবং বিএইচইএল মেক ট্র্যাকশন অল্টারনেটরের মেজর ওভারহোলিং, পরিমাণ-১৭টি। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ১,৯৫,৮৯,৫৪৬.১০ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/৩১/২৪-২৫, তারিখ: ১৩-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/৩১/২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - ডিআরএম বিল্ডিং এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/ আলিপুরদুয়ার জংশনে বিভিন্ন অফিসে এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬২,০৮,২১১.৬৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,২৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নকশা, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এসসিএল/০৮/২০২৫; তারিখ: ১৩-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ইএলসি-টিএসএস-বিএলপিএ-২-২৪-২৫-জি-এ; কাজের নাম: গৌরীপুর-অভয়াপুরী রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত এইজিসিএল উৎমারি জিএসএস থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিলাসিপাড়া টিএসএস ডাবল সার্কিট টাওয়ারে ১৩২ কেভি ইএইচটি সিঙ্গেল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইনের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন করা। টেন্ডার মূল্য: ৮,৯১,৬৫,০২৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৫,৯৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ০৪-০২-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০৪-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডেপুটি সিইই/সিওএন/শিলচর

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বিদ্যুত রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি১০-২০২৪/কে/১১৫১ তারিখ: ১৪-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি১০-২০২৪। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে: যাত্রা প্রারম্ভ করা থেকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এবং ফিরে আসার পথে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিজি সেটসমূহের পরিচালন এবং যাত্রা পথে পাহারা দেওয়ার সাথে পাওয়ার কারসমূহে ইহার অলটারনেটর এবং ডিজেল ইঞ্জিন সমূহের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে গ্রীভস মেক ৫০০ কেভিএ ডিজি জেনেরেটর সেটসমূহের বিস্তৃত এএমসি। টেন্ডার রাশি: ৩,৯২,৭৫,০৭১.১৯/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৪৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএওসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্ল্যান্টের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২০-বুট-কেআইআর-২৪ তারিখ: ১৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: বুটের আধারে (বিল্ড অউন অপারেট ট্রান্সফার ভিত্তিতে) ১০ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনের কোচসমূহে প্রক্ষালিত লীনেনের লোডিং এবং কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে নংরা লীনেন সংগ্রহ। কাটিহারে স্থিত যন্ত্রচালিত লন্ড্রীর পরিচালন এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো ও সরঞ্জাম, প্ল্যান্টের যোগান, স্থাপন, কমিশনিং কাজের জন্যে টার্ণ কী ঠিকা। টেন্ডার রাশি: ১৪,৫৫,৭২,৪১৩.৫০/- টাকা। বায়না রাশি: ৮৪,৭৭,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-পার্কিং-৩২, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ২৩-০১-২০২৫** তারিখের ১০.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৩-০১-২০২৫** তারিখের ১২.০০ ঘন্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন :** ১০৯৫।

এসাইন্ড নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-দুই চাকা)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনের স্থানে।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকা)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়।
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট (বিএক্সটি) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৪৭০-এপি-এমপিএস-১। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) : ২৮-০১-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টায়; **একক দর :** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন :** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-এটিএম-এমপিএস-৩২-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আলতাগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-বিআরকিউ-এমপিএস-৩৬-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বাগরাকোট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-জিকেজে-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	জিকেজে স্টেশনে পিএফ-২ -তে বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-কেএলজিআর-এমপিএস-২৯-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	কোলাইগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমপিএস-৩৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	মালবাজার স্টেশনে এমপিএসডি স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-বিএক্সএইচটি-এমপিএস-৪৩-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বক্সিরহাট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-বিওয়াইএক্সএ-এমপিএস-২৬-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বেতগারা স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-এমআরডিজি-এমপিএস-৪০-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	মারাডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৯	এমপিএস-এপিডিজে-এজিএমএন-এমপিএস-৪১-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আগমনি স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১০	এমপিএস-এপিডিজে-ডিডব্লিউটি-এমপিএস-৪৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	দেওয়ান হাট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১১	এমপিএস-এপিডিজে-ডিডিএম-এমপিএস-৩৫-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ডামডিম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১২	এমপিএস-এপিডিজে-এসএক্সএক্স-এমপিএস-৩০-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	শালবাড়ি স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।

নিলামের বন্ধের তারিখ/সময় : ২৮-০১-২০২৫ তারিখে **১৩:২০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের (স্পেশাল মাইনর ইউনিট) জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি। লট নিলাম শুরু (সকল লট) : ২৭-০১-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টা; **একক দর :** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন :** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং/শ্রেণী	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৯-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার স্টেশনে পিএফ-৬-৭ -এ জুস বার/তাজা ফল।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩ -এ চা স্টল-২।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯১-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩ -নম্বরে চায়ের স্টল।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -এ চায়ের স্টল।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৪-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -নম্বরে জুস বার/তাজা ফল।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৬-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৮৮-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৭-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৬-৭ -এ জুস বার/তাজা ফল।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৪-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২ -তে চায়ের স্টল-২।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার স্টেশনে পিএফ-১ -এ জুস বার/তাজা ফল - ২।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ২৭-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DHUPGURI MUNICIPALITY

Sl.No.	Tender ID
1	2025_MAD_803841_1

BID SUBMISSION END DATE - 28.01.2025 At 17.00

Sd/-
Chairperson,
BOA, Dhupguri Municipality

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ ডিসেম্বর/০২ তারিখ: ০৬-১১-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/বিএইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিগনাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৯, ২০ ও ২১, তারিখ: ১৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-১৯-২০২৪-২৫, কাজের নাম : এন. এফ. রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সফটওয়্যার ভিউআর. এস০০৩-এর জন্য মেসার্স জি. জি. ট্রনিক্স, বেঙ্গালুরুর এসএসডিএসি/ এইচএএসএসডিএসি সিস্টেম (ভিই আর. এস০০২)-এর আপগ্রেডেশন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭,৭১,৭২০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১৫,৪০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-২০-২০২৪-২৫, কাজের নাম : রানিনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর (পি)-১২,৮০০ টিকেএম এবং রানিনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার- (এসএল)-টিএসআর(পি)-১২,১৩২ টিকেএম। (এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩৫,০৩,৭১৭.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৭০,১০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ৩। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-২১-২০২৪-২৫, কাজের নাম: নিউ কোচবিহারে - নালা-নর্দমা সহ গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন, সিসিটিভির ব্যবস্থা, গুডস অফিসের সংস্কার ও আলোকসজ্জার উন্নয়ন। (এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৮৪,৫৪,৭৭২.৪৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১,৬৯,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১১-০২-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০৩ অফ ২০২৫ তারিখ: ১৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়িতে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৩ টি এবং ১ টি। টেন্ডার রাশি: ৪,৭৭,০৩,৯১৪.৮৬/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৮৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: হটিওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড-নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৪ টি এবং ১ টি। টেন্ডার রাশি: ৭,৫৬,০০,৮৯১.৪৯/- টাকা। বায়না রাশি: ৫,২৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/কাটিহার এবং ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিংয়ের কমপ্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম এবং সিঙ্গল শট ক্রুসিবল মেথড ব্যবহারের জন্যে ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল এবং ৬০ কেজি/৬০ই১ আর ২৬০ গ্রেডের জন্যে এটি ওয়েল্ডিং পোর্শানের নির্মাণ এবং যোগান। টেন্ডার রাশি: ৫৯,৭১,১৭১.৪৬/- টাকা। বায়না রাশি: ১,১৯,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

কোচবিহার, রেলগুমটি পোলট্রি ফার্ম-এর উলটোদিকে বাড়ি সহ 5 কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ - 9678028596 / 9101877011. (C/113172)

হারানো-প্রাপ্তি

আমার অরিজিনাল দলিল যাহার নং - 01985/2009 হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন - কৈলাশ চন্দ্র বর্মন, দেওয়ান কোট, কোচবিহার। 8509826216 / 8436148848.

কর্মখালি

Required Construction Site Manager for Supervision & Office Work at Siliguri, experience minimum 5 years. Salary - 14000/- per month. (M) 9641917658 / 8759187453. (C/114366)

●

ডুয়ার্স এয়ারলাইন্সের জন্য ২ জন ফিমেল এয়ার হোস্টেস ও ১ জন গ্রাউন্ড স্টাফ চাই। স্যালারি ৮০০০+ Send your CV dooarsfuncity@gmail.com. (C/114367)

●

শিলিগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মে দোকানে দোকানে ডেলিভারি করার জন্য ডেলিভারি বয় ও ব্যাক অফিস মহিলা কর্মচারী এবং ড্রাইভার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি স্থানীয় হতে হবে। মাইনে আলোচনা সাপেক্ষ। M. 8945874911, 9641075640. (C/114521)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Sajjit Kr. Das, গত 15-1-25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার বাবার আসল নাম Sajjit Kumar Das নামে পরিচিত হলো। উল্লেখ্য Sajjit Kumar Das এবং Sajjit Kr. Das একজনেরই নাম। Soumen Das. (S/N)

●

আমি Suresh Oraon, S/o. Lohara Oraon, Vill - Kunjanagar, P.O. Mairadanga, Dist - Alipurduar. ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় গত 9.01.2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Suresh Oraon এবং Bhukalu Urao একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/B)

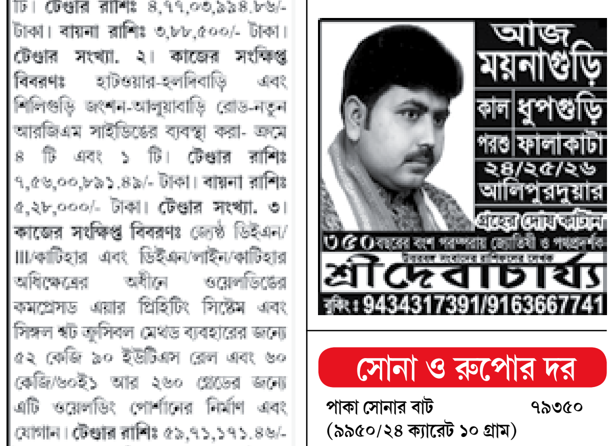

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সীমান্ত নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

‘প্ররোচনায় পা দেবেন না’

মিঠুন হালদার ও অর্ণব চক্রবর্তী

মুর্শিদাবাদ, ২০ জানুয়ারি :‘কেউ প্ররোচনায় পা দিবেন না।’ সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রশাসনিক বৈঠকে এসে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন-এর মাঠে প্রশাসনিক সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুর্শিদাবাদ জেলায় বাংলাদেশের বড় সীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত এলাকা বিএসএফ দেখুক। আমাদের উপর অত্যাচার হলে আমরা দেখে নেব। কিন্তু কারও প্ররোচনায় পা দিয়ে দয়া করে ওদিকে যাবেন না।’

একই সঙ্গে দাঙ্গার শঙ্কাও করেছেন মমতা। তাঁর দাবি, ‘অনেকেই পরিকল্পনা করছে এভাবে দুই দেশের মধ্যে গণ্ডগোল-দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে সরে আসার। আমি চাই, সীমান্ত এলাকার শান্তিরক্ষার বিষয়টি বিএসএফ দেখুক। তেমন প্রয়োজন হলে আমাদের পুলিশবাহিনী সীমান্ত এলাকায় দূর থেকে মাইকিং করে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করবে, আপনারা কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।’

সীমান্ত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শর পাশাপাশি গঙ্গা ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মমতার কথায়, ‘এখানে দেড় হাজার হেক্টর জমি ধসে গঙ্গা-ভাগীরথীর জলে। বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি, পাত্তা দিচ্ছেন না। নির্বাচনের সময় হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি করতে আসে। যখন বন্যা হয় তাকিয়েও দেখে না।’

লালবাগে প্রশাসনিক বৈঠকে। - সংবাদচিত্র

অন্যদিকে, রাজ্যের সরকারি স্কুলের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এবার কাজের সুবিধার জন্য মোবাইল ফোন পেতে চলেছেন রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মরত কয়েক হাজার আইসিডিএস এবং আশাকর্মীরা। এদিনের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, ‘আশাকর্মীদের ফোন দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই দরপত্র ডাকা হয়ে গিয়েছে।’ আইসিডিএস কর্মীদেরকেও মোবাইল ফোন দেওয়ার জন্য মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

> অনেকেই পরিকল্পনা করছে, দু’দেশের মধ্যে গণ্ডগোল-দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে সরে আসার। আমি চাই, সীমান্ত এলাকার শান্তিরক্ষার বিষয়টি বিএসএফ দেখুক। তেমন প্রয়োজন হলে আমাদের পুলিশবাহিনী সীমান্ত এলাকায় দূর থেকে মাইকিং করে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,** মুখ্যমন্ত্রী

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের জন্য একটি ভালো হাসপাতাল করতে চান মমতা। আগামী ২ বছরের মধ্যে সেই হাসপাতাল হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন। মমতার সাফ কথা, ‘তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে ৪৭ লক্ষ বাংলার বাড়ি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের এই প্রকল্পে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নতুন করে ১৬ লক্ষ মানুষ বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পাবেন।’

এদিন বড়েঞা আর খরগ্রাম, ভগবানগোলা দুই ব্লক, লালগোলা বেলডাঙা-২, বহরমপুর ব্লকে পানীয় জলের জন্য ৬২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা শিলান্যাস করেন তিনি। এছাড়াও কবরস্থান, শ্মশান, আইসিডিএস সেন্টার, রাস্তা আলোকিতকরণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন হল। এদিন মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ সিল্ক- কাসা- শঙ্খ ইত্যাদ তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

শীতের ভোরে বাজারের পথে। সোমবার রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

মমতার সভায় পড়ুয়াদের হাজিরার নির্দেশে ক্ষোভ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ জানুয়ারি : সোমবার দুপুরে মালদায় এসে পৌঁছেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদা ডিএসএ স্টেডিয়ামে তিনি প্রশাসনিক সভা করবেন। তাঁর সেই সভা ঘিরে ইতিমধ্যে মালদা শহরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভাস্থলে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তার ইতিমধ্যে দখল নিয়েছে পুলিশ। শুধু মালদা নয়, ভিনজেলা থেকেও পুলিশ এসেছে। শহরের বেশ কয়েকটি স্কুল ছুটি দিয়ে ভিনজেলার পুলিশের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, জেলা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক সভায় পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে পড়ুয়াদের হাজির হতে হবে। তবে এমতাবস্থায় প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ না খুললেও ক্ষুব্ধ স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এক প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, ‘মালদায় এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ সূর্যের দেখা মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে পড়ুয়াদের মাঠে নিয়ে যাওয়া মানে কার্যত শাস্তি দেওয়া।’

ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ বিদ্যালয় শিক্ষার রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বলকুমার তালুকদারের কটাক্ষ, ‘এইভাবে পঠনপাঠন বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সভা ভরানোর কি উপযোগিতা রয়েছে? বছরের শুরুতেই এমনিতেই বিদ্যালয়ের অনেক অনুষ্ঠান থাকে, যদিও তার উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সভায় গিয়ে তাদের কি উপকার হবে তা আমার জানা নেই। ছাত্রছাত্রীদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ, তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।’

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে সোমবার কার্যত ছুটির আমেজ ছিল পুরসভা সহ সরকারি অফিসগুলি। ইংরেজবাজার পুরসভায় দপ্তরগুলো ছিল শুনসান। কর্মীদের দেখা মেলেনি। শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তাতেই যানবাহন চলাচলে ছিল নিষেধাজ্ঞা। যা নিয়ে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় পথচলতি মানুষকে।

বাস তুলে নেওয়ায় ভোগান্তির আশঙ্কা

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা সফরের কারণে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে প্রায় ১০০টি বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে মঙ্গলবার বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল কম হবে। মঙ্গলবার নিত্যযাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে পারেন।

সোমবার বিকেলেই মালদা পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকাল করবেন প্রশাসনিক সভা। সেই সভায় জেলা থেকে নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পৌঁছে দিতে ৯৫টি বাস নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বালুরঘাট বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস চৌধুরী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কারণে প্রায় ৯৫টি বাস নেওয়া হয়েছে। কাল বিভিন্ন রুটে কিছুটা হলেও কম বাস চলাচল করবে।’

স্টেশন যেতে হয়রানি

মালদা, ২০ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার মালদা পৌঁছান। ঠিক করেন দলের নিহত নেতা বাবলা সরকারের বাড়ি যাবেন। পুলিশের কাছে সেই খবর পৌঁছে যাওয়ায় শুরু হয় যান নিয়ন্ত্রণ। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে স্টেশন রোড বন্ধ করে দিতে হয়। বাবলা সরকারের বাড়ির কাছাকাছি মহানন্দপল্লির সরকারি, বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অসহায় অবস্থায় দেখা যায়। রথবাড়ি থেকে গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। নিমাসারাই থেকে কোনও গাড়ি এদিকে আসতে পারেনি। এর ফলে সাধারণ মানুষ থেকে রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

মহানন্দপল্লির বেসরকারি স্কুলের নবমের পড়ুয়া রিয়া রায় বলে, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার আগে স্কুল ছুটি দিলে আমরা সময় মতো বাড়ি ফিরতে পারতাম।’ রতুয়া থেকে ম্যাক্সি করে ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন রফিকুল ইসলাম। বলেন, ভিআইপিদের জন্য রাস্তা বন্ধ করায় আমরা সমস্যায় জেরবার।’

পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রিতে অসম্মতির জেরে অপহরণ

দুষ্কৃতীদের ডেরা থেকে পালিয়ে বাঁচলেন বৃদ্ধ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : পৈতৃক সম্পত্তি বেচতে চান না বৃদ্ধ। তাই তাঁর জমি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে তাঁকে অপহরণ করল দুষ্কৃতীরা। দলিলে সই করাতে রাতভর নির্মম শারীরিক অত্যাচার এমনকি বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই মর্মান্তিক ও ঘৃণ্য ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি অঞ্চলের চৌধুরী পাড়ায়। আক্রান্ত ওই বৃদ্ধের নাম কালীপদ মাঝি (৬৫)। সোমবার বেলা ১টায় দুষ্কৃতীদের ডেরা থেকে কোনওক্রমে ওই বৃদ্ধ পালিয়ে আসলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় কোতুয়ালির টিপাজানি এলাকার দুই দুষ্কৃতীর নামে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধ। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

৫ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কালীপদবাবু। বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সংসার। তিনি জমি জায়গা বেচাকেনার কাজের সঙ্গে যুক্ত। কালীপদবাবুর মেয়ে, বুলি মাঝি সরকার এদিন জানান, ‘বাবাকে টিপাজানির অমিত হালদার ফোন করে বলেন একটা জমি দেখতে যাবেন। অটোতে করে কাটরাবন্নায় আসতে বলেন। বাবা ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন। তারপর আর বাড়ি ফিরেননি। ফোন অফ ছিল। সারারাত বাড়ি ফিরে না আসলে মা আমাদের ফোন করে গোটা ঘটনাটি জানান। আমরা সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেছি। অমিত হালদারকে ফোন করেও পাইনি। নিরুপায় হয়ে বেলা ১২টায় ইংরেজবাজার থানায় মিসিং ডায়ারি করি। দুপুর ১টা নাগাদ বাবা বাড়ি ফিরে আসলে আমরা দেখতে পাই সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। বাবার কাছ থেকে জানতে পারি তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা অমিত হালদার ও কুণাল দাসের নামে অপহরণের অভিযোগ জানিয়েছি ইংরেজবাজার থানায়।’

কালীপদ মাঝির বক্তব্য, অমিত ও আরও পাঁচজন লোক বন্দুক নিয়ে সারা রাত স্থান পরিবর্তন করে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে নামায় আমাকে। সেখানে আমাকে মারতে শুরু করে। তারা জানায় দলিলে সই না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। এইভাবে গোটা রাত উৎপীড়ন করে আজ দুপুরে তাঁরা চলে যায়। আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য একজনকে রেখে যায়। ওই লোকটি ঘুমিয়ে পড়লে আমি পালিয়ে মূল সড়কে উঠি। অটোতে চেপে প্রথমে মিলকি পৌঁছাই। সেখানে স্থানীয় মানুষদের গোটা ঘটনা খুলে বললে তাঁরা বাসে চাপিয়ে মালদায় পাঠিয়ে দেন। এইভাবে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি আমি।’

প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে সাইকেলে চেপে আশপাশের গ্রামগুলিতে ঘোরেন উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। গ্রামের চায়ের দোকানগুলিতে স্থানীয় গ্রামের মানুষের সঙ্গে বসে চা খান, সুখ-দুঃখের নানা কথা বলেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ঘণ্টাখানেক খোশমেজাজে সময় কাটানোর পর নিজের দপ্তরে ফিরে যান তিনি। রায়গঞ্জের বাহিনে। - দীপঙ্কর মিত্র

পশ্চিমী হাওয়ার দাপটে ফিরছে শীত

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পূর্বাভাস মতো মেঘ অনেকাংশে সরে যেতেই আবারও শীতের তীব্রতা বাড়তে শুরু করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে। সোমবার এক ধাক্কায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এর সঙ্গে রয়েছে পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা প্রতি ঘণ্টায়

৯-১০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। ফলে প্রবল শীতের কারণে জেলার সর্বত্র সাধারণ মানুষ কাহিল হয়ে পড়েছেন। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটার পর সূর্যের দেখা মিললেও তাপ সেভাবে ছিল না। এর সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তোলে।

মাঝে কয়েকদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটার কারণে ঠান্ডা কিছুটা থমকে গিয়েছিল। কিন্তু এদিন থেকে পশ্চিমী হাওয়া ও কুয়াশার কারণে হারিয়ে যাওয়া শীত আবারও প্রবলভাবে ফিরে এসেছে।

মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার জ্যোতির্ময় কারফর্মা বলেন, ‘মূলত পশ্চিমী হাওয়ার কারণে এবং মেঘ সরে যাওয়ার জন্য ফের তীব্রভাবে শীত অনুভূত হচ্ছে।’

এদিন সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধরের বক্তব্য, ‘শীতের তীব্রতা ও কুয়াশার ঘনঘটা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে। পাশাপাশি পুরো জানুয়ারি মাসজুড়ে ভালো শীত অনুভূত হবে।’

কালিয়াচকে বিকল্প হেলিপ্যাড

কালিয়াচক, ২০ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা সফরকে ঘিরে কালিয়াচকের কারবালা ময়দানে বিকল্প হেলিপ্যাড তৈরি করল প্রশাসন। মঙ্গলবার মালদায় একটি সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা পুলিশ এই সফর ঘিরে চরম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে। এদিকে বিকল্প হেলিপ্যাডটি তৈরি করা হয়েছে কালিয়াচকের কালিকাপুর কারবালা ময়দানে।

যদিও পুলিশ প্রশাসনের দাবি, বিকল্প হিসেবেই এই হেলিপ্যাডটি তৈরি করা হয়েছে। তবে কালিয়াচক কারবালা ময়দানে বিপুল সংখ্যায় পুলিশ আধিকারিকরা দুপুর থেকেই রীতিমতো উপস্থিত হয়েছেন।

পাশাপাশি রাখা হয়েছে মেডিকেল টিম ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার কালিয়াচকে ল্যান্ড করলেও যাতে কোনও সমস্যা যেন না হয়, সেই জন্য প্রশাসনের তরফে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

দমকল বিভাগের কর্মী বিপ্লব বসাক জানান, ‘সকাল থেকেই কালিয়াচক কারবালা ময়দানে এসে উপস্থিত হয়েছি। দমকলের একটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয়েছে। রয়েছে মেডিকেল টিম ও পুলিশ আধিকারিকরা। তবে যতদূর জানতে পেরেছি, বিকল্প হিসেবেই কালিয়াচকে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে।’

বধূর খোঁজে পুলিশের দ্বারস্থ

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : এক ৩৬ বছর বয়সি গৃহবধূর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট ব্লকের ঘুঘুডাঙা গ্রামে। রবিবার দুপুর থেকে ওই গৃহবধূর কোনও খোঁজ মিলছে না বলে দাবি পরিবারের।

সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে তাঁকে খুঁজে না পেয়ে সোমবার দুপুরে বাধ্য হয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্বামী। অভিযোগের ভিত্তিতে নিখোঁজ গৃহবধূর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন কোনও তথ্য পায়নি সিবিআই

মালদা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর নিয়ে কৌশলী রায় দিয়েছেন বিচারক। কার্যত এমনভাবেই রায়কে বিঁধলেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী তড়িৎ ওঝা। সোমবার তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘ফাঁসির আদেশ দিলে সেই মামলা হাইকোর্টে গিয়ে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ায় সেই মামলা চলবে দীর্ঘ ১০ থেকে ২০ বছর। ফলে যাবজ্জীবন দেওয়ায় আর কোনও বিতর্কের মুখে পড়তে হবে না।’

একই সঙ্গে তিনি সিবিআইয়ের সমালোচনা করে বলেন, ‘আদালতের কাছে সিবিআই এমন কোনও তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি যেখানে মামলাটি বিরলতম বলতে পারেননি বিচারক। যদিও আমরা ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি। আগামী ২২ জানুয়ারি শুনানি রয়েছে।’

একই সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ঘটনার পর রাজ্য পুলিশ কার্যত পাঁচদিন তদন্তের সময় পেয়েছিল। তারপর দায়িত্ব নেয় সিবিআই। তদন্তে নেমে পুলিশ যা তথ্য জোগাড় করেছিল তার উপরেই ভিত্তি করে চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। নতুন যেমন কোনও তথ্য বের করতে পারেনি, তেমনই নির্দিষ্ট সময়েও চার্জশিট দিতে পারেনি।

দুর্ঘটনায় আহত চালক

করণদিঘি, ২০ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল এক চালক। ওই চালকের নাম রাজিবুল হক। বাড়ি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। কোচবিহার থেকে শসা বোঝাই করে নদিয়ার কৃষ্ণনগর অভিমুখে চারচাকাটি যাচ্ছিল। সোমবারে ভোরে ঘুমের ঘোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাহনটি। গুরুতর আহত হন চালক। স্থানীয়রা উদ্ধার করে খবর দেয় ট্রাফিক পুলিশ থানায়। পুলিশ তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে।

কাফ সিরাপ আটক

কালিয়াগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : ফের নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার সহ এক স্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ঘটনা সামনে এল কালিয়াগঞ্জের সীমান্তবর্তী অঞ্চল রাধিকাপুরে। সোমবার বকদুয়ার এলাকা থেকে ৭৫ বোতল কাফ সিরাপ সহ স্থানীয় বাসিন্দা দশরথ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, ‘গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাফ সিরাপের বোতল ভর্তি ব্যাগ সহ দশরথ বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশে পাচারের লক্ষ্য ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। ধৃতকে সোমবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।’

সবলামেলার প্রস্তুতি

করণদিঘি, ২০ জানুয়ারি : করণদিঘি হাইস্কুল মাঠে উত্তর দিনাজপুর জেলা সবলামেলা ও নাট্য উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব তুঙ্গে। দ্রুতগতিতে চলছে স্টল নির্মাণ।

বিধায়ক গৌতম পালকে শীর্ষে রেখে গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন উপসমিতি। মেলা শুরু হবে ২৬ জানুয়ারি, চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার শেষদিন যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। বিধায়ক বলেন, ‘মেলায় ৪০টি স্টল থাকবে। সব স্টলই স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের। মেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা।’

মৌমাছির হুলে অসুস্থ শিক্ষক

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : স্কুল থেকে ফেরার পথে সোমবার বিকেলে মৌমাছির হুলে অসুস্থ হলেন এক শিক্ষক। আহত শিক্ষকের নাম সুদীপ কাপালি। তিনি রুদ্রখণ্ড শ্যামপুরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

এদিন বাড়ি ফেরার সময় নরম কলোনি এলাকায় একঝাঁক মৌমাছি তাঁকে ছেকে ধরে। মৌমাছির হুলের বিষে অসম্ভব জ্বালা অনুভব করতে থাকেন তিনি। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। যদিও চব্বিশ ঘণ্টা না পেরোলে কিছু বলা যাবে না বলে মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নির্মাণ শুরু হয়নি সেতুর, প্রতিবাদে অবরোধ

বিপ্লব হালদার

তপন, ২০ জানুয়ারি : টেন্ডার হওয়ার পরেও ভেঙে পড়া সেতুর কাজ শুরু হয়নি। দ্রুত কাজ শুরুর দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তপনের রামপাড়া চ্যাঁচড়া মোড় এলাকায়। প্রায় চার ঘণ্টা অবরোধ চলার পর তপন থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

২০২১ সালের টানা বৃষ্টিতে পাটুন গ্রামের খাঁড়ির ওপর থাকা দীর্ঘদিনের সেতুটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে বাজিতপুর, সিংরাইল, বিশ্বনাথপুর, সাধিপুর ও পাটুল গ্রামের মানুষকে যাতায়াতে চরম সমস্যায় মুখে পড়তে হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুল, কলেজে যাতায়াত করে। আবার প্রসূতি মায়েরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত করে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা পাকা সেতুর দাবি করে আসছিলেন। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে ঘটা করে পাটুল খাঁড়ির ওপর সেতু

ভাঙাচোরা সেতু (১), দ্রুত কাজ শুরুর দাবিতে পথ অবরোধ (২)। - সংবাদচিত্র

নির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। তারপর কেটে গেছে প্রায় একমাস। অভিযোগ তবুও কাজ শুরু হয়নি। শুক্রবার বেহাল বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাত্রীবোঝাই একটি টোটো পারাপার করতে গেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জখম হন দুজন।

এদিন সকাল হতে পাটুল, বাজিতপুর, সাদিপুর সহ আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা তপন থানার চ্যাঁচড়া মোড় এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুঁটে আসে তপন থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। নালাগোলা, ডিটলহাট রুটের রাজ্য সড়কে প্রায় ৪ ঘণ্টা অবরোধ চলায় চরম দুর্ভোগে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রীরা। শেষে তপন থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

বাসিন্দা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের অভিযোগ, ‘২০২১ সালের বৃষ্টিতে পাটুল খাঁড়ির সেতু ভেঙে পড়ে। তারপর কেটে গেছে প্রায় চার বছর। পাকা সেতুর দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা আবেদন জানিয়েছি। শুনেছি টেন্ডার হয়েছে। গত মাসে কাজের সূচনা করা হয়। তবুও সেতু তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে না। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় পাঁচটি গ্রামের মানুষজনকে চলাচল করতে হচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত পাকা সেতুর কাজ শুরু হোক।’

বাজিতপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজিবুর রহমান বলেন, ‘পাটুল খাঁড়ির সেতু ভেঙে যায় চার বছর আগে। পড়ুয়া ও শিক্ষকরা ভাঙাচোরা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। এতে মাঝেমধ্যে পড়ুয়ারা দুর্ঘটনার মুখে পড়ে আহত হচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত যেন পাকা সেতুর কাজ হয়।’

জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার জানান, ‘গ্রামবাসীরা ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করেছে। লোকসভা ভোটের আগে টেন্ডার হয়। যে এজেন্সি কাজ পেয়েছে সে গড়িমসি করায় গ্রামের মানুষজনকে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদ আলোচনা করা হবে এবং জেলা শাসকের নজরে আনা হবে।’

গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষালের কথায়, ‘কাজটি জেলা পরিষদের। ঠিকাদার যাতে কাজটি তাড়াতাড়ি শুরু করে তার জন্য চিঠি করা হয়েছে।’

মালদায় ফের ট্রেনে পাচারের প্রমাণে আশঙ্কা বাড়ছে

উদ্ধার ১০ কোটির ব্রাউন সুগার

অরিন্দম বাগ ও সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

বাজেয়াপ্ত মাদক ও ধৃত দুষ্কৃতীর সঙ্গে জিআরপি। - অরিন্দম বাগ

> **মাদক পাচারের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে একটা চক্র কাজ করছে। বিভিন্ন ঘটনায় এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। তবে রেল পুলিশ তৎপর বলে সাফল্য আসছে। সমস্ত দিকে নজর রাখা হচ্ছে।**
>
> **মণীশকুমার গুপ্তা, ডিআরএম, মালদা**

মালদা, ২০ জানুয়ারি : মানবপাচারের পর এবার কি নেশার সামগ্রী পাচারেও ট্রেনকেই ব্যবহার করা হচ্ছে ? ফের মালদা টাউন স্টেশনে কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধারে এমনই প্রশ্ন জোরাল হচ্ছে। রবিবার প্রায় ১০ কোটি টাকার মাদক সহ মুর্শিদাবাদের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে জিআরপি। প্রাথমিক জেরায় আন্তঃরাজ্য মাদকচক্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে।

রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে মালদা টাউন জিআরপি থানার কাছে খবর আসে, কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেসে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মালদা টাউন স্টেশনে ওঁত পেতে থাকেন জিআরপি কর্মীরা। ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাতেই অসংরক্ষিত কামরায় হানা দেন জিআরপি থানার অফিসাররা। তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তির হেপাজতে থাকা একটি ব্যাগে উদ্ধার হয় প্রায় ২ কেজি ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ কোটি টাকা। গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। ধৃত ব্যক্তির নাম ইসমাইল শেখ। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতির চাঁদনিচক গ্রামে।

মালদার ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তার বক্তব্য, 'মাদক পাচারের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে একটা চক্র কাজ করছে। বিভিন্ন ঘটনায় এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। তবে রেল পুলিশ তৎপর বলে সাফল্য আসছে। সমস্তদিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

মালদা বিভাগে আরপিএফ-এর সুরক্ষা আধিকারিক একে কুল্লুর দাবি, 'আরপিএফ প্রত্যেকদিন বিভিন্ন ট্রেনে নজরদারি চালাচ্ছে। স্নিফার ডগের ব্যবহার হচ্ছে। রেলকে দুষ্কৃতী মুক্ত করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।'

মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি থানার আইসি প্রশান্ত রায় জানান, 'রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের তথ্য অনুযায়ী আমরা মালদা টাউন স্টেশনে তৈরি ছিলাম। কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাতেই তল্লাশি শুরু করি। এক ব্যক্তির হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২ কেজি ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার।'

তাঁর সংযোজন, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে সংগ্রহ করেছিল। ওই ব্যক্তির ফরাক্কায় নামার কথা ছিল। ধৃতকে জেরা করে এই মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও পান্ডাদের খোঁজ চালানো হবে। ধৃতকে আজ পুলিশি হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে মাদক উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। একদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত। অন্যদিকে, প্রতিবেশী দুই রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খণ্ড। মালদা দুষ্কৃতীদের মানব এবং মাদক পাচারের ক্ষেত্রে সেফ করিডর হয়ে উঠছে ট্রেন, যা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। মালদা এবং মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা মাদক আর বেআইনি অস্ত্র কারবারের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ এবং তথ্য বারবার সামনে এসেছে। তবে সম্প্রতি ট্রেনের মাধ্যমে মাদক পাচারের ক্ষেত্রে ধরা পড়ছে মুর্শিদাবাদের পাচারকারীরা। গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র মারফত মিলছে সাফল্য। অবশ্য তাতেও কমছে না উদ্বেগ, বরং নানা ঘটনার খবর আসায় তা বেড়েই চলেছে।

পাথর দেখতে মহানন্দায় পরিদর্শন

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : ৬ বছর আগে জাতীয় সড়ক সংযোগকারী সেতু নির্মাণ কাজের জন্য মালদায় মহানন্দার বুকে ফেলা হয়েছিল একাধিক পাথর। সেতু চালু হওয়া তিন বছর হয়ে গেলেও কোনও এক অজানা কারণে এখন রয়ে গিয়েছে সেই পাথর। এই নিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার তরফে পুরসভার কাছে শহরের পরিবেশ থেকে নদীপ্রেমীরা একাধিক অভিযোগ করলেও মিলেনি সুরাহা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরের জেরে ও পরিবেশকর্মীদের আবেদনে অবশেষে মহানন্দা পরিদর্শনে আসলেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালদা প্রোজেক্ট ডিরেক্টর।

সেতু চালু হওয়া কয়েক বছর হয়ে গেলেও মহানন্দার বুকে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে পাথরগুলি। যার জেরে যত্রতত্র জমছে আবর্জনা। অভিযোগ, মহানন্দা হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

গতিপথ। পাশাপাশি সেই পাথরের আড়ালে দিবালোকে নিত্যদিন চলছে নেশাজাত দ্রব্যের সেবন।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সরাচ্ছে না বলেই দায় এড়ান স্থানীয় প্রশাসন। অবশেষে জাতীয় সড়ক অথরিটির মালদা প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অজয় গ্যারেকড়-এর কাছে শহরের সমাজকর্মীদের লিখিত অভিযোগ ও খবরের জেরে সোমবার জাতীয় সড়ক অথরিটির আধিকারিকরা মহানন্দা পরিদর্শন করেন।

পরিবেশকর্মী রূপক দেবশর্মার বক্তব্য, 'আমরা এনএইচএআই মালদা প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। রামনগর কাছারির মহানন্দার উপর নবনির্মিত সেতুর নীচে নদীবক্ষে জমে থাকা কংক্রিটের ব্লকগুলো তুলে ফেলতে যাতে নদীর প্রবাহপথের কোনও অসুবিধা না থাকে। এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদেও প্রকাশিত হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ আমাদের সঙ্গে আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই ব্লকগুলো তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেন। আমরা আশা করব পরিবেশের স্বার্থে খুব তাড়াতাড়ি আজকের পর্যবেক্ষণের ফল আমরা দেখতে পাব।'

পরিদর্শনের পর এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক অথরিটির ফরাক্কা ভায়া মালদা-রায়গঞ্জ রেঞ্জের প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুভাষ সিং-এর বক্তব্য, 'মালদা রেঞ্জের তরফ থেকে আজ সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত মহানন্দায় পাথরের সমস্যা খতিয়ে দেখলাম। খুব শীঘ্রই পাথরগুলো সরানো হবে। পুরসভা চেয়ারম্যান, জেলা শাসক ও স্থানীয় প্রশাসন নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করছি। মহানন্দা সেতু সংলগ্ন পিলারের নীচের পাথরগুলো স্থানান্তর করা হবে।'

বিল না মেটানোয় বন্ধ ইন্টারনেট

অচলাবস্থা দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মধ্যে বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, নিয়োগসহ একাধিক সমস্যা ছিল। কিন্তু তারপরেও পরের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা আপাতত মেটার পথে। আলিপুরদুয়ারে উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী যোগদান করেই নতুন করে টি ম্যানেজমেন্ট কোর্সও চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন। গতকাল দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন উপাচার্য তেজমালা গুরুং যোগদান করেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়োগপত্র পাওয়ার দেড় মাস পরেও এখনও কাজে যোগ দেননি নতুন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। এমনকি বিল না মেটানোয় এবার বন্ধ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট, টেলিফোনের পরিষেবা। তবে সূত্রের খবর, গৌড়বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কারণে মঙ্গলবার জেলায় আসতে পারেন উপাচার্য। তবে তিনি কতদিন থাকবেন তা স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিলেন অশোক লাহিড়ি।

অশোক লাহিড়ি বলেন, '২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীতে একাধিক কাজকর্ম

হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বালুরঘাটের মাহিনগর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ হয়েছে। পূর্ত দপ্তর থেকে ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার একটি যোজনাও অনুমোদন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গেলে একটি ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া দরকার। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুই হয়নি। এখনও উপাচার্য কাজে যোগ দিচ্ছেন না। ফলের নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ৭ বছর আগে যে আগ্রহের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক একই আগ্রহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষেবাগুলি চালু করা হোক। এনিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীকেও সেই প্রতিলিপি পাঠিয়েছি। আমি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।'

আগেই বন্ধ হয়েছে অতিথি অধ্যাপক থেকে শুরু করে কর্মী, ফিন্যান্স অফিসার সহ অন্যদের বেতন। সামনেই পরীক্ষা, তার আগে আগামী ২৩ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্ম ফিলআপ শুরু হতে চলেছে। আর্থিক অভাবে সঠিক সময়ে রিনিউয়াল না করায় এবার বন্ধ হল ইন্টারনেট ও টেলিফোন পরিষেবা। ওয়েবসাইট বন্ধ থাকায় এবারে চিন্তায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। সবমিলিয়ে অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সবদিক থেকেই জটিল হতে শুরু করেছে। এমন সংকটজনক পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নাবালিকা উদ্ধার

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : হরিয়ানা থেকে অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অপহরণের অভিযোগে এক নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন নাবালককে জুভেনাইল কোর্টে তোলার পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে।

গত অগাস্ট মাসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় গঙ্গারামপুর থানা এলাকার এক ১৬ বছর বয়সি নাবালিকা। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেয়ে গঙ্গারামপুর থানায় অপহরণের অভিযোগ করে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ হরিয়ানায় নাবালিকার সন্ধান পায়। সেইমতো গত কয়েকদিন আগে হরিয়ানায় পাড়ি দেয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এদিন নাবালিকা উদ্ধার করে গঙ্গারামপুরে নিয়ে আসা হয়। সেইসঙ্গে এক নাবালককে গ্রেপ্তার করে।

মালদা বইমেলার শেষ দিনে কৌতূহলী পাঠক। সোমবার ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

বেহাল রোটারি জংশন

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : পতিরাম তিনকোণা মোড় রোটারি জংশনের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে স্মারক রোলার। ভেঙে গিয়েছে স্মারকটিকে ঘিরে থাকা বৃত্তাকার স্টিলের রেলিং। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলেই এই অবস্থা।

নাট্যকর্মী অমিত সরকার বলেন, 'একে রেলিং ভাঙা। আবার ভাঙা রেলিংও চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের উচিত নতুন করে রেলিং তৈরি করা। সেই সঙ্গে দরকার নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণ।' বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

মমতার শুভেচ্ছা

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর পুর উৎসবের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা পুরসভায় এসে পৌঁছাতেই উচ্ছ্বাসে ভাসলেন পুরকর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে।

গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'পুরসভা স্থাপনের ৩১ বছর পর প্রথম পুর উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহাসমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে চলেছে। এমন বৃহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এ আমাদের বড় প্রাপ্তি। আমরা ভীষণ আপ্লুত।'

গভীর রাত অবধি চলল সংসদের নিয়োগপত্র বিলি

রূপক সরকার

> **কিছু সমস্যার জন্য আগের তারিখে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ আমরা নিয়োগপত্র দিলাম। আজকে ৭৪৭টি স্কুলে শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিয়েছি।**
>
> **সন্তোষ হাঁসদা, সভাপতি, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ**

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকপদে নিয়োগপত্র বিলির দিনই অজানা কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে জটিলতা কাটিয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র বিলি করল জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। শনিবার জেলার বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষকের নিয়োগপত্র বিলি করেছে ডিপিএসসি। বাকিদের মধ্যেও খুব দ্রুত এই নিয়োগপত্র বিলি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১১৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে অনেকদিন আগেই পড়ুয়ার অভাবে পাঁচটি বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। বর্তমানে ১১৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশকিছু স্কুলে প্রধান শিক্ষক রয়েছে। তবে এখনও ৮৪০ টি স্কুলে কোনও প্রধান শিক্ষক নেই। সেই স্কুলগুলো টিআইসি দিয়েই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। ২০১৩ সালের পর আর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। ভেরিফিকেশনের পর সম্প্রতি ১৭টি সার্কেলে প্রধান শিক্ষক পদে যারা পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা টাঙানো হয়েছিল। যারপর থেকেই সঠিকভাবে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল করা হয়নি বলেই অভিযোগ উঠছিল।

গত ১০ জানুয়ারি নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা ছিল। এদিকে নিয়োগ নিয়ে তার আগেই ডিএমের কাছেও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অনিয়মের অভিযোগ উঠতেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েও নিয়োগ আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই নিয়োগ বন্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান এই নিয়োগ বন্ধ হওয়া নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অবশেষে এদিন এই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিকে শুক্রবার গভীর রাত অবদি এই নিয়োগপত্র সার্কেল অফিসগুলিতে পৌঁছায়। আজ প্রত্যেক এসআই অফিস খোলা রাখার নির্দেশ জারি করে ডিপিএসসি। তবে শনিবার ও রবিবার থাকায় শিক্ষকদের অনেকেই জয়েন করতে পারেনি।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষ বলেন, 'এই নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম সামনে আসেনি। স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবি আমরা প্রথম থেকেই করে আসছিলাম। অবশেষে নিয়োগ শুরু হল। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শিক্ষার স্বার্থে এই নিয়োগ খুব জরুরি ছিল। কোথাও অনিয়ম নজরে আসলে আমরা আন্দোলনে নামব।'

তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি শুকলাল হাঁসদার কথায়, 'দীর্ঘ ১২ বছর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হল। এটা আনন্দের বিষয়। আমিও নিজে ২৫ বছর স্কুলের শিক্ষকতা করার পর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র হাতে পেলাম। সব নিয়ম মেনেই এই নিয়োগ হয়েছে।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'কিছু সমস্যার জন্য আগের তারিখে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ আমরা নিয়োগপত্র দিলাম। আজকে ৭৪৭টি স্কুলে শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিয়েছি। পরবর্তীতে ফের ভেরিফিকেশন করে আবার নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। নিয়োগ নিয়ে কোনওরকম অনিয়ম হয়নি। সমস্ত নিয়ম মেনেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।'

আরোহীকে মারধরে গ্রেপ্তার

কালিয়াগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : একমাস আগে চলন্ত বাইকের ধাক্কা লাগায় বাইকআরোহী করণদিঘির বাসিন্দা প্রসন্ন মণ্ডলকে প্রচণ্ড মারধরের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এক বিয়েবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান প্রসন্ন। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে ঘটনাস্থল মালগাঁও পঞ্চায়েতের রাঁধুনিপাড়া থেকে কানাই রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতকে সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।'

সাইকেল প্রদান

বুনিয়াদপুর, ২০ জানুয়ারি : সোমবার বুনিয়াদপুর পুরসভার নারায়ণপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুর পুরএলাকার ৪ টি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশাসনের তরফে সবুজ সাথী সাইকেল বিলি করা হয়।

'পুনর্ভবার ওপর দ্বিতীয় সেতু করতাম'

ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। সেখান থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক। এককথায় রকেট গতিতে উত্থান গৌতম দাসের।

বিপ্লব হালদার

পেতাম যদি সিংহাসন

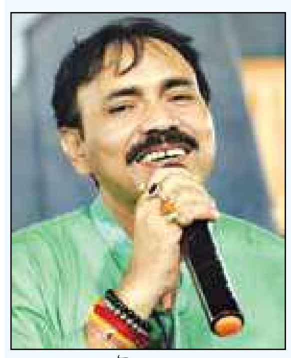

গৌতম দাস

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : ২০১৬-য়ের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন গৌতম দাস। তৃণমূলের সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে পরাজিত করে বিধায়ক হন। প্রায় ৩২ বছর পর গঙ্গারামপুর আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। জেলার কর্মীরা অক্সিজেন পেয়েছিলেন। কিন্তু বিধায়ক হওয়ার পর বেশিদিন দলে থাকতে পারেননি গৌতম দাস। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর নেক নজরে পড়েন তিনি। এলাকার মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে চেয়ে ২০১৮ সালের এপ্রিলে হাত ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দেন গৌতম দাস। বিপ্লব মিত্রের থেকে দলের পতাকা তুলে নেন। ২০২০-তে দলের জেলা সভাপতি হন। পেয়েছিলেন একাধিক পদ। তাঁকে গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়। তাঁকেই গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হয়। ২০২১-য়ের বিধানসভা ভোটে গঙ্গারামপুর আসনে প্রার্থী হন গৌতম দাস। কিন্তু তাঁকে দলবদলু বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে পরাজিত হতে হয়। কিছুদিন আগে কলেজ পরিচালন সমিতি ও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের পদ গিয়েছে। এখন তিনি রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক।

> **একনজরে**
> - গঙ্গারামপুর বিধানসভায় ২০২১ সালে ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৪ হাজার
> - গঙ্গারামপুর ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত
> - তপন ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত
> - ২৪৩টি গ্রাম
> - মোট এলাকা ৩৮ কিলোমিটার

প্রশ্ন : ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে জয়ী হলে আগে কোন কাজটি করতেন?

গৌতম দাস : গঙ্গারামপুর শহরকে যানজটমুক্ত করতে বড়বাজারে পুনর্ভবার ওপর দ্বিতীয় সেতু করতাম। সেটা হলে খুব সহজেই বেলবাড়ির ওপর দিয়ে নন্দনপুর পঞ্চায়েত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করা যেত। ওই দুই এলাকার বাসিন্দাদের ভীষণ সুবিধা হত। এছাড়াও একটা মহিলা মহাবিদ্যালয় করার উদ্যোগ নিতাম।

প্রশ্ন : ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে ২০১৬ –য়ের ভোটের বদলা নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়? না কি জনগণ দলবদলের শাস্তি দিল?

গৌতম দাস : ২০১৬-য়ের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছি ঠিক কথা। তবুও আমার মনে হয়েছিল গঙ্গারামপুর অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে। গঙ্গারামপুরকে সাজানো ভীষণ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত মানবিক। তাই আমার মনে হয়েছিল সরকারে থেকে উন্নয়ন করা দরকার। তাই, ২০১৮ –য়ের এপ্রিলে তৃণমূলে যোগ দেই। কিছু পরিকল্পনা করলে জেলার মধ্যে গঙ্গারামপুরকে একটা রূপরেখা দেওয়া যেত। ২০২১ –য়ের ভোটে জনগণ যদি আমাকে দলবদলের শাস্তি দিয়ে থাকে তাহলে সত্যেনবাবুও দলবদল করে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আসলে হয়তো আমি মানুষকে বোঝাতে পারিনি। বোঝাতে পারলে জেতাটা সহজ হত।

প্রশ্ন : বিরোধীরা অনেক সময় কটাক্ষ করেন আপনি বিধায়ক থাকাকালীন তেমন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেননি?

গৌতম দাস : আমি বিধায়ক থাকাকালীন কাজ করতে পারিনি –এই কথাটা যারা বলেন তাঁরা হয়তো না বুঝে বলেন। নদীবাঁধ থেকে শুরু করে বড় বড় রাস্তা,সেচ প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। বিধায়ক থাকাকালীন যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু কাজ এখন চলছে। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা মানুষের জন্য কাজ করেছি। আবার সুযোগ পেলে মানুষের জন্য কাজ করব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল লরি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের ধারে বাড়িতে ঢুকে পড়ল লরি। সোমবার ভোর ৪টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলাম গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর ৪টা নাগাদ ভালুকাগামী রাজ্য সড়ক হয়ে ইট বোঝায় একটি লরি কনুয়ার দিকে আসছিল। ইলাম গ্রামে ঢোকার পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে ঢুকে যায় ওই লরিটি। এই দুর্ঘটনায় আহত হন বাড়ির মালিক হাসেন আলি ও তাঁর স্ত্রী সঞ্জিরা বিবি। পাশাপাশি আহত হয়েছেন ট্রাকচালক এবং খালাসি। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রায় বিভিন্ন যানবাহন দ্রুতগতিতে ওভারলোড হয়ে চলাচল করে। এদিন ভোররাতে গাড়িটি রাস্তার পাশে একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। অল্পের জন্য শোয়ার ঘরটি বেঁচে গিয়েছে। দিনেরবেলায় এই ঘটনা হলে বড় দুর্ঘটনা হতে পারত। তাঁদের অভিযোগ, 'দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল নিয়ে আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি তবুও কেউ কর্ণপাত করেনি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সার্ভেয়ারস সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলফ এমপ্লয়ড ল্যান্ড সার্ভেয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্তকুমার জানা, সহ সম্পাদক রহুল আলি মিদ্যা, কার্যকরী সভাপতি মৃণালকান্তি বেরা প্রমুখ।

'ওদের' পাশে

তপন, ২০ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ভগবান মহাবীর বিকলঙ্গ সমিতির (জয়পুর) সহযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে ট্রাইসাইকেল, হুইলচেয়ার, শ্রবণযন্ত্র সহ একাধিক সহায়ক যন্ত্র তুলে দেওয়া হল। সোমবার সহায়ক যন্ত্র বিলির আয়োজন করা হয় তপন কিষান মান্ডিতে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ, তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ লিপিকা রায় প্রমুখ।

বাস নামমাত্র, হরিশ্চন্দ্রপুরবাসীর দুর্ভোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : কয়েক বছর ধরে সরকারি বাস পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকাবাসী। দুই বছর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিহার সীমান্তবর্তী কুশিদা অঞ্চল থেকে কলকাতাগামী দুটি সরকারি বাস চালু করেন তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু সেগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাঝেমধ্যে একটি বাস চলাচল করলেও নিয়মিত দেখা মেলে না। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে আরও দুটি সরকারি বাস পরিষেবা চালু ছিল। শাসকদলের পরিবহণ মন্ত্রী

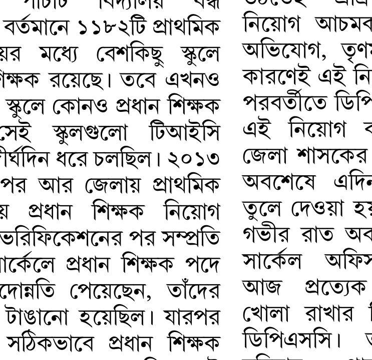

স্ট্যান্ডে নামমাত্র বাস। অন্য গাড়ির সংখ্যা বেশি।

থাকার সময় শুভেন্দু অধিকারীর তৎপরতায় এবং এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেনের প্রচেষ্টায় হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কলকাতা এবং সিউড়ি পর্যন্ত দুটি সরকারি বাস পরিষেবা চালু ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধীরে ধীরে সেই দুটি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনকি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে একটি উত্তরবঙ্গ গ্রামীণ সরকারি বাস পরিষেবা চালু ছিল সেসময়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির পর থেকে সেই বাস পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে একের পর এক সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে তুলে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিষেবার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলাকার ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, রোগীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল ওয়াহাব জানান, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাতে হরিশ্চন্দ্রপুর ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। ট্রেনের মাধ্যমে সবসময় সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় না। টিকিটেরও একটা অভাব থাকে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের গ্রামে সব সরকারি বাস ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও জনপ্রতিনিধি এব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের আশ্বাস, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে যাতে আবার সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা যায় সেই ব্যাপারে আমি আবার সচেষ্ট হব। উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, বাসগুলি কেন বন্ধ রয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। যে সমস্ত রুটে বাস বন্ধ হয়ে আছে সেই রুটে আবার বাস চালানোর চেষ্টা করা হবে।

জনসংযোগে পাকা রাস্তার আবেদন

হরিরামপুর, ২০ জানুয়ারি : পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে যুব তৃণমূল। সেই জনসংযোগ কর্মসূচিতে উঠে এল পাকা রাস্তার দাবি। সোমবার হরিরামপুর ব্লকের চিতাকুড়ি গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার সহ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি জাকির হোসেন। অম্বরীশ সরকার জানান, জনসংযোগ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অভাব অভিযোগ শোনা। চিতাকুড়ি গ্রামের মানুষ পাকা রাস্তার দাবি তুলেছেন। আগামীতে ওই রাস্তা পাকা করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা হবে। গ্রামবাসীদের দাবি, 'নেতারা সব জানেন কিন্তু কোনওদিন আশ্বাসটুকুও দেয়নি।'

চাঁচলে প্রচার

সামসী, ২০ জানুয়ারি : এসইউসিআই-এর তরফে কলকাতায় ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা মহামিছিলকে সামনে রেখে রবিবার এক প্রচার অভিযান হল চাঁচলে। এদিন অভিযানে বিশিষ্টদের মধ্য থেকে অংশগ্রহণ করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের ইনচার্জ কালীচরণ রায়, ঝন্টু কুমার রবিদাস ও জেলা কমিটির সদস্য উজ্জ্বলেন্দু সরকার প্রমুখ।

শিক্ষকদের সতর্কবার্তা রায়গঞ্জে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : 'আসি যাই, মাইনে পাই'। উত্তর দিনাজপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের একাংশের এহেন আচরণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকেই দুপুর ২টোর পর বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যান। ক্লাসে ঠিকভাবে পড়ান না। আর সে অভিযোগের সমাধানে কাজের দিনে দুপুর তিনটার পর বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাবেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নতুন চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান।

১৫ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে এসেছেন রায়গঞ্জের বিন্দোলের বাসিন্দা তরুণ মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার সমস্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সঙ্গে নিজের চেম্বারে প্রাথমিকের মানোন্নয়নের বিষয়ে বৈঠক সারেন তিনি।

নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য, 'রায়গঞ্জ ব্লকের মাড়াইকুড়া, গৌরী, বাহিন সহ জেলার বিভিন্ন জায়গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুপুর দুটোর পর বেরিয়ে যান বলে খবর রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল খাইয়ে বাড়ি পাঠানো হয় বলে শুনেছি। সেসব দিন এখন অতীত। প্রত্যেকদিন দুপুর তিনটা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করব। যদি কোনও বিদ্যালয় বন্ধ পাই, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

জেলার প্রত্যেক প্রাথমিক পড়ুয়ার শিক্ষার মান উন্নয়নই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন। তবে শুধু পড়াশোনাই নয়, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান জানান, 'জেলায় সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।' অন্যদিকে, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির

> রায়গঞ্জ ব্লকের মাড়াইকুড়া, গৌরী, বাহিন সহ জেলার বিভিন্ন জায়গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুপুর দুটোর পর বেরিয়ে যান বলে খবর রয়েছে। প্রত্যেকদিন দুপুর তিনটা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করব। যদি কোনও বিদ্যালয় বন্ধ পাই, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।
>
> **মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি**
> চেয়ারম্যান, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

জেলা সম্পাদক নির্মল বোসের কটাক্ষ, 'যে শিক্ষকরা তৃণমূল করেন তাঁদের অনেকেই বিদ্যালয়ে না গিয়ে ডিআই অফিসে গিয়ে বসে থাকেন। তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো? বিমাতৃসুলভ আচরণ যেন না করা হয়।'

প্রণব চক্রবর্তী নামে এক অভিভাবক জানান, 'গ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয় দুপুর দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। এই অভ্যাস বন্ধ হওয়া দরকার। আশা করি, নতুন চেয়ারম্যান যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।' আসগর আলি নামের এক অভিভাবক জানান, 'গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে মেধা থাকা সত্ত্বেও ঠিকভাবে সেই মেধার বিকাশ ঘটে না। শিক্ষকদের একাংশের উদাসীনতা অবশ্যই এর অন্যতম প্রধান একটি কারণ। চেয়ারম্যানের এই উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য।' রায়গঞ্জ ব্লকের পারধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শুভাশিস দাস জানান, 'ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মানোন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তাতে আমরা সত্যিই খুশি হব।' শিক্ষক নিমাই সিংহ রায়ের কথায়, 'আমাদের শহরের স্কুল কমবেশি চারটে পর্যন্ত হয়। তাই নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান যখন খুশি পরিদর্শনে আসুক, আমাদের কোনও সমস্যা নেই।'

কুচকাওয়াজে আগ্রহ নেই শহরের স্কুলগুলির

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি শুরু হল সোমবার। এদিন দুপুরে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজের ট্রায়াল পর্ব শুরু হয়। ফাইনাল ট্রায়াল হবে ২৪ জানুয়ারি। বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দলকে কুচকাওয়াজে অংশ নিতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে শহরের কোনও বিদ্যালয়কে এবছর কুচকাওয়াজে দেখা গেল না। বিগত বছরগুলিতে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়, সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্রের মতো বিদ্যালয়গুলি এখানে অংশ নিত। ওই বিদ্যালয়গুলি কুচকাওয়াজ, সেরা ক্যাডেটের পুরস্কারও লাভ করত। কিন্তু এবছর তাদের কাউকে দেখা না যাওয়ায় অবাক হয়েছেন অনেকেই।

যদিও উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই বলেই আর কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়া হয় না বলে সাফাই বিদ্যালয়ের। রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা জানান, 'ছাত্রছাত্রীদের এনসিসির প্রতি আগ্রহ নেই। এনসিসির জন্য ন্যূনতম যে খরচ দরকার, তাও পাঠানো হয় না দীর্ঘদিন ধরে। তাই বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ে এনসিসি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে এনসিসি চালু করা সম্ভব নয়।'

কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল

মোথাবাড়ি, ২০ জানুয়ারি : আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের দেশবিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ কর্মসূচি পালন করল কালিয়াচক ২ ব্লক জাতীয় কংগ্রেস।

সোমবার এগারোটা নাগাদ কালিয়াচক ২ ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে শতাধিক কর্মী -সমর্থকরা প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে র‍্যালি করে। এই প্রতিবাদ মিছিল মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড় এসে নজরুলের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

মশালদহে শুরু সভাপতি কাপ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মশালদহ গ্রামীণ হাসপাতাল মাঠে শুরু হল সভাপতি কাপ ২০২৫। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানের পরিচালনায় আটদলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল। এদিন ২০০ জন ছাত্রদের হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সমাজ সচেতনতার লক্ষ্যে ২০টি হেলমেট, ১০টি ফুটবল, ২০টি ক্রিকেট ব্যাট বিলি করা হয়।

ব্রিজ সংস্কার শুরু

কুশমণ্ডি, ২০ জানুয়ারি : কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও ও উদয়পুর পঞ্চায়েতের হাঁসনগর মহিপাল ডিকুল সহ একাধিক গ্রামের যাতায়াতের মূল রাস্তায় খটখটিয়া ব্রিজ সংস্কারের কাজ শুরু হল। সেই ব্রিজের লোহার রড বাঁধা থেকে শুরু করে ঢালাইয়ের কাজ দেখলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার। তিনি বলেন, 'ওই ব্রিজ সংস্কারের অর্থ জেলা প্রশাসন থেকে দেওয়া হচ্ছে। ব্যয় হবে ১৪ লক্ষ টাকা। ওই ব্রিজ সংস্কার হলে মহিপাল হাইস্কুল, দুটো পঞ্চায়েত সহ ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।'

পরাক্রম দিবসের আগে মনীষীদের মূর্তি স্থাপন। সোমবার বালুরঘাট স্বাস্থ্য ভবনে। - অভিজিৎ সরকার

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পঞ্চায়েত সমিতি হারাতে পারে তৃণমূল

কালিয়াচক, ২০ জানুয়ারি : কালিয়াচকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সম্পর্ক এখন সাপে-নেউলে। দুই নেতার মুখ দেখাদেখি একপ্রকার বন্ধ। জেলা নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে যে কোনওসময় পঞ্চায়েত সমিতি তাদের হাতছাড়া হতে পারে।

গোষ্ঠী বিবাদে জড়িয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আলিউল শেখ ও ব্লক সভাপতি সারিউল শেখ। সহ সভাপতির পাশে রয়েছেন ১৭ জন। অনেকটাই দুর্বল তাঁর প্রতিপক্ষ সারিউল। তার পাশে রয়েছে সাত সদস্য। পরিকল্পনা চলছে, কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সারিউল শেখকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করার। বাতাসে ভাসছে, ব্লক তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে গোপন আঁতাত করে দলের সাত সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে।

কালিয়াচক ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪২টি। গত নির্বাচনে তৃণমূল একাই পায় ২৫টি আসন। অপরদিকে কংগ্রেস জয়ী হয় ১৬টি আসনে। একটি আসন পায় মিম দল। তাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করতে তৃণমূলকে বেগ পেতে হয়নি। সভাপতি নির্বাচিত হন তসলিমা খাতুন। তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গঠন নিয়ে ঘরে তুমুল অশান্তি।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি আলিউল শেখ বলেন, 'আমাদের কানে এসেছে, ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের নেতৃত্বে সাত সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবির করেছে। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির ২৪ জন সদস্য রয়েছি। আমরাই সভাপতি গঠন করতে পারি। অন্য দলের সমর্থন দরকার নেই। তারপরেও যারা এরকম করছে দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

যদিও ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের বক্তব্য, 'জেলা নেতৃত্বের নির্দেশেই সভাপতি গঠন হবে। তবে কংগ্রেস বা অন্য দল আমাদের সমর্থন দিলে কিছু করার নেই। কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার অভিযোগ তিনি উড়িয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সাদেমান খান বাপ্পার দাবি, 'আমাদের ১৫ জন রয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমরা বাইরে থেকে তাদের সমর্থন করব।' সভাপতি গঠনকে ঘিরে কংগ্রেসের সমর্থন প্রসঙ্গে সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ তাজনারা খাতুনের অভিযোগ, আমরা ২৪ জন সদস্য রয়েছি। কংগ্রেসের সমর্থনের প্রয়োজন নেই। ওই দলের সমর্থন নিয়ে যারা সভাপতি গঠন করতে চাইছে আমরা তাদের সমর্থন করি না।'

অসবর্ণ বিয়ে করেও ভাতা থেকে বঞ্চিত দম্পতি

করণদিঘি, ২০ জানুয়ারি : অসবর্ণ বিয়ে করেও বিশেষ আর্থিক ভাতা পেলেন না গোয়ালপোখর ২ নম্বর ব্লকের দম্পতি। ব্লকের চাকুল্যা থানার বিদ্যানন্দপুরের বুল্টি বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয় তিন মাইল গ্রামের বিশ্বজিৎ সরকারের। উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিয়ে হলে বিশেষ ভাতার সুবিধার কথা শুনে দম্পতি আবেদন করেছিলেন। প্রায় আট বছর কেটে গিয়েছে। এখনও দম্পতি পায়নি বিশেষ আর্থিক সহায়তা।

বুল্টির বাবা মুকুলচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, ২০১৭-এর ২৭ এপ্রিল বিশ্বজিৎ সরকারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়। কেন্দ্রে তৎকালীন ইউপিএ সরকার শেষলগ্নে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিবাহে উৎসাহ দিতে একটি কর্মসূচি নিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়ের বিয়ের পর বিশেষ আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জানায়। প্রশাসনের এমন কোনও দপ্তর নেই, যেখানে মেয়ে-জামাই যায়নি। লাভের লাভ কিছুই হয়নি।'

নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের জেলা সম্পাদক সুখেন মজুমদার বলেন, 'এখনও অনেক জায়গাতেই তপশিলি জাতি উপজাতির লোকেদের অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত করা হয়। সংবিধানে সবার সমান অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বলা হলেও এখনও অনেক জায়গাতেই এই প্রথা রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের 'সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন' মন্ত্রকের অধীনে 'অম্বেডকর স্কিম ফর সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন থ্রু ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজ' নামের এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাতি বৈষম্য দূর করতে ইন্টার কাস্ট বিয়েতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

গোয়ালপোখর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সুজয় ধরকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দম্পতি কেন আর্থিক সাহায্য পেল না খোঁজ নেবেন।

শিল্প টানতে বিধায়কের উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : রায়গঞ্জের বোগ্রামে পুরোনো স্পিনিং মিলের জমিতে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে গড়ে উঠবে শিল্প পার্ক। সেই উদ্দেশ্যে জোরকদমে শুরু হয়েছে পরিকাঠামো তৈরির কাজ। এদিকে শিল্প পার্কে জমির জন্য চাওয়া দাম নিয়ে উদ্যোগপতিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ। তাই এবার জমির দাম কমাতে মাঠে নামলেন স্বয়ং বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

সোমবার মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে শিল্প পার্কের পরিকাঠামো পরিদর্শন করলেন তিনি। ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রস্তাবিত শিল্প পার্কে জমি বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল এক বছর আগে। কিন্তু জমির দাম কাঠা প্রতি ৫ লক্ষ টাকা হওয়ায় কোনও উদ্যোগপতি জমি কিনছেন না। এদিন বিধায়ক বলেন, 'কাঠা প্রতি জমির দাম আড়াই লাখ করার জন্য প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাব অনুমোদন হলে আশা করি শিল্পপতিরা এগিয়ে আসবেন।'

বণিকসভার সদস্যদের বক্তব্য, জমির অত্যধিক দামের জন্য কোনও উদ্যোগপতি জমি নিতে রাজি হচ্ছে না। দাম কমালেই ছোট ছোট উদ্যোগপতিরা এগিয়ে আসবেন।

পাশাপাশি এদিন বিধায়ক রায়গঞ্জ শিলিগুড়ি মোড়ে প্রস্তাবিত বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের পূর্ত দপ্তরের জমি পরিদর্শন করেন এবং ম্যাপ দেখেন। তিনি জানান,বাসস্ট্যান্ডের জন্য ৪ একর জমির প্রয়োজন, কিন্তু পূর্ত দপ্তর ৩.১ একর দিতে চাইছে।জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে।'

উদ্ধার হওয়া নাবালিকার হোমে ঠাঁই

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : নিখোঁজ এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। রায়গঞ্জে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে রায়গঞ্জের একটি মহিলা হোমে ঠাঁই হয়েছে ওই নাবালিকার।

দশমের এক ছাত্রীর সঙ্গে এক তরুণের দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বছরখানেক আগে ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় অভিযোগ করেছিল নাবালিকার পরিবার। সেই মামলা আজও চলছে। এরই মধ্যে গত ১২ জানুয়ারি রবিবার রাতে ফের ওই নাবালিকাটিকে অপহরণ করতে তার বাড়ি পৌঁছায় ওই তরুণ। তবে নাবালিকার পরিবারের কাছে ধরা পড়ে যান ওই তরুণ। তাকে গণধোলাই দিয়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে অর্থাৎ সোমবার বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান নাবালিকার বাবা। তখনই বাবাকে বোঝাতে ও প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা। অবশেষে তাকে রায়গঞ্জ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

পথ নিরাপত্তার কর্মসূচি

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : নেহরু যুব কেন্দ্রের জেলা শাখা ও নালন্দা বিদ্যাপীঠের এনএসএস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে সোমবার অনুষ্ঠিত হল রোড সেফটি প্রোগ্রাম। এদিন বালুরঘাট থানা মোড়ে এই পথ নিরাপত্তা অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে গত ১৭ই জানুয়ারি থেকে। যা চলবে আগামী ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত। এতে মূলত বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা এই কয়েকদিন ট্রাফিক পুলিশদের সহযোগিতা করবে। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে যেমন, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, কিংবা হাইস্পিডে কেউ বাইক বা গাড়ি চালালে সেই বিষয়ে তাদের অবগত করবে।

চক্ষু শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে লায়ন্স ক্লাব ও কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল কালিয়াগঞ্জে।

জলসেচের জন্য স্বল্পমূল্যে যন্ত্র বিলি গাজোলে

গাজোল, ২০ জানুয়ারি : ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমাতে, সামান্য জলসেচের মাধ্যমে কৃষকেরা যাতে চাষ করতে পারেন তার জন্য নানাভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করছে কৃষি দপ্তর। কখনও কখনও খুব কম দামে বা প্রায় বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সরকারের তরফে দেওয়া হচ্ছে। 'বাংলা কৃষি সেচ যোজনা'র মাধ্যমে তেমনিভাবে এদিন ৩০ জন কৃষককে দেওয়া হল 'স্প্রিংকলার ইরিগেশন' (ফোয়ারা সেচ)-এর যন্ত্রপাতি। সরকারের কাছ থেকে এই যন্ত্রপাতি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কৃষকেরা। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার দপ্তর থেকে এদিন এই যন্ত্রগুলি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসেদুল রাকিব বলেন, 'এই যন্ত্রগুলির দাম ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা। তবে সরকারের তরফে প্রায় বিনামূল্যে কৃষকদের এই যন্ত্র দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের শুধুমাত্র দিতে হচ্ছে যন্ত্রের যা দাম তার ১২ শতাংশ জিএসটি চার্জ। মূলত যে সমস্ত কৃষকদের এক একর জমি রয়েছে তাঁরা এই যন্ত্র পাওয়ার যোগ্য। আবেদনের ভিত্তিতে কৃষকদের এই যন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন রবিশস্য, যেমন নানা ধরনের ডাল, সর্ষে কিংবা সমস্ত ধরনের শাকসবজি চাষ করার ক্ষেত্রে এই যন্ত্র খুব উপকারে লাগবে। আবেদনের ভিত্তিতে আগামীতে আরও কৃষকদের এই যন্ত্র দেওয়া হবে।'

প্রায় বিনা পয়সায় এই ধরনের যন্ত্র পেয়ে দারুণ খুশি কৃষকেরা। করকচের কৃষক উপেন্দ্রনাথ সরকার, মাঝরা এলাকার কৃষক হিরালাল রায় কিংবা রানিগঞ্জের তরুণ সরকারের মতো কৃষকদের বক্তব্য, 'এত টাকা খরচ করে এই ধরনের যন্ত্রপাতি কেনার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। সরকার প্রায় বিনা পয়সাতে আমাদের এই যন্ত্র দিচ্ছে। ফসল চাষ করতে গিয়ে আমাদের খুব উপকার হবে। একদিকে যেমন জল কম লাগবে, তেমনি অনেক টাকা সাশ্রয় হবে আমাদের।'

নির্দিষ্ট স্কুলেই যোগদানের নির্দেশ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্ট পতিরাম গার্লস এফপি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা আলপনা দাস সাহার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করল। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, তাকে অবিলম্বে ঝাপুরশি এফপি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় তিনি সেই সুযোগটিও হারাবেন।

আলপনা দাস সাহা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে সিনিয়ারিটি এবং কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া না মেনে প্রধান শিক্ষক প্রোমোশন দেওয়ার চেষ্টা চলছিল এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তার দাবি ছিল, পতিরাম গার্লস এফপি স্কুলেই তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। গত মাসে দায়ের করা এই মামলার প্রথম শুনানি আজ অনুষ্ঠিত হয়। তবে আদালত অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে তাকে নির্ধারিত স্কুলে যোগদানের নির্দেশ দেয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। শিক্ষার স্বার্থে আমরা সবাই কাজ করছি। উনার স্কুলে যাকে দেওয়া হয়েছে তিনি বয়স এবং জয়েনিং উভয়দিক থেকেই অনেক সিনিয়ার। আলপনা সাহা দিদিমণিকে অরবিন্দপল্লির পাশের গ্রাম ঝাপুরশিতে দেওয়া হয়েছে। উনি মামলাটা করলেন কেন সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছিলাম না।'

এদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী, গত শনিবার থেকে বিভিন্ন স্কুলে প্রমোশন পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান শুরু করেছেন। অভিযোগ ও প্রোমোশন বিতর্কের মধ্যেও জেলা কর্তৃপক্ষের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

কলেজের যাত্রী প্রতীক্ষালয় বেহাল

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের সামনের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের অভাব দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ এখন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন শতশত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এবং অভিভাবকরা এখানে আসেন। এছাড়া চাকরি এবং বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার সিটও এখানে পড়ে, যা আরও বেশি মানুষকে এই স্থানে আনাগোনা করতে বাধ্য করে। তবে যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় রোদ, ঝড় বা বৃষ্টির সময় প্রত্যেকেই দুর্ভোগে পড়েন।

কলেজের শিক্ষিকা সম্পূর্ণা চক্রবর্তী জানান, 'দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের প্রতিদিন অসুবিধায় পড়তে হয়। একটি প্রতীক্ষালয় থাকলে সবার জন্য সুবিধাজনক হত।'

একই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদেরও। রাজ্জাক মণ্ডলের বক্তব্য, 'প্রতিদিন প্রচুর মানুষকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটি প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি।'

এলাকার বাসিন্দা সনু চৌহানের কথায়, 'ঝড়-বৃষ্টির সময় গাড়ির অপেক্ষায় থাকা মানুষদের আশপাশের বাড়ি বা দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নিতে হয়। এতে সাধারণ মানুষ এবং দোকানদাররাও সমস্যায় পড়েন।'

বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা জানান, 'আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি এবং প্রয়োজনে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করব।'

পতিরামে পথবাতির দাবি

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : পতিরাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় পথবাতির পরিষেবা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু পতিরাম দক্ষিণপাড়া ও মাস্টারপাড়ায় আরও কয়েকটি পথবাতির বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। কারণ, প্রয়োজনের তুলনায় এই পথবাতির সংখ্যা কম। এর ফলে রাতে মানুষজনের যাতায়াত, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য।

বাসিন্দাদের কথায়, পতিরাম দক্ষিণপাড়ার অভ্যন্তরে যেমন আরও কয়েকটি পথবাতির প্রয়োজন, তেমনি মাস্টারপাড়ার মূল রাস্তায় ও পূর্ব অংশে আরও কয়েকটি পথবাতির ভীষণ প্রয়োজন। তা না হলে রাস্তার পুরো অংশ আলোকিত হয় না। রাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়।

পতিরাম পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় নালিশ

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : স্বামী মুম্বইয়ে গিয়েছেন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে। সেই সুযোগে বসতভিটের দানপত্র নিজের নামে করে দেওয়ার দাবিতে বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়িকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শাশুড়ির চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন বৌমা। শাশুড়ির গলা টিপে ধরলে বাঁচাতে আসেন শ্বশুরমশাই। তখন তাঁকেও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন অভিযুক্ত পুত্রবধূ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের উত্তর মাঝি গ্রামে। বৌমার হাতে মার খেয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে টানা চারদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন শাশুড়ি শৈল বর্মন। সোমবার দুপুরে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন বৃদ্ধ অনিল বর্মন ও তাঁর স্ত্রী শৈল বর্মন। নিজেদের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শৈল বর্মনের অভিযোগ, 'সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় কারণে অকারণে আমাদের সঙ্গে অশান্তি করে বৌমা। ছোট নাতনিকে কোলে নিতে গেলে বা কিছু খাবার দিতে গেলে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। ছেলে প্রতিবাদ করলে ছেলেকেও মারধর করে বৌমা। বর্তমানে ছেলে কাজের জন্য বাইরে রয়েছে। আমাদের দুজনকেও মারধর করেছে। বৌমার শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'

শ্রমিককে মারধর

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : একটি নির্মীয়মাণ আবাসনের নির্মাণ শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করে জখম অবস্থায় ফাঁকা ঘরে ছিটকিনি দিয়ে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। পরে সেখান থেকে অন্য শ্রমিকদের সাহায্যে ছাড়া পান ওই শ্রমিক। বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে সোমবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন হরিশ্চন্দ্র বর্মন নামে ওই নির্মাণ শ্রমিক।

তাঁর অভিযোগ, 'ওই নির্মীয়মাণ আবাসনের একটি ঘরের চাবি চাইছিল কিছু ব্যক্তি। আমি তা দিতে অস্বীকার করায় আমাকে বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এরপর একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকে চলে যায়। ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় শাস্তির দাবি জানিয়েছি।'

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা হবে বলে এদিন জানিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

গতবারের তুলনায় অনেক কম গঙ্গারামপুরের দিঘিতে

৯৭০ পরিযায়ী পাখির হদিস বুনিয়াদপুরে

নিউজ ব্যুরো

২০ জানুয়ারি : শুরু হল জলজ পরিযায়ী পাখি গণনার কাজ। বন দপ্তর বুনিয়াদপুরে কুশমণ্ডি রেঞ্জের উদ্যোগে রবিবার সকাল থেকে জলজ পাখি গণনায় মাঠে নামে বন দপ্তরের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর বার্ডার্স ক্লাবের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসার জয়প্রকাশ রায়, বার্ডার্স ক্লাবের প্রতিনিধি চন্দন পান্ডে, রাজশ্রী চৌধুরী, দেবজিৎ সরকার, দীপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ। এদিন কুশমণ্ডি রেঞ্জের অধীন কালদিঘি, ধলদিঘি, মহিপালদিঘি, করণবিল ও মালিয়ানদিঘিতে এই গণনার কাজ চলে। ২৪ থেকে ২৫ প্রজাতির ৯৭০টি পরিযায়ী পাখি গণনা করা এদিন সম্ভব হয়েছে। এদিন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখিদের শনাক্ত করা গেছে। যারমধ্যে গ্রিন উইনটি, সেরুজিনাস ডাক, গাড ওয়াল, গ্রে হিরণ, পার্পল হিরণ, কটন পিজমিগুস ও গ্রে ল্যাগগুসের মতো প্রজাতির পরিযায়ী পাখি রয়েছে। এদিন পাখি গণনার পাশাপাশি জলজ পাখি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়াও পাখি শিকার করলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে কী ধরনের সাজা হতে পারে সেই সম্পর্কেও অবগত করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই পাখি গণনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমালস, রায়গঞ্জ পিপল ফর অ্যানিমালস, হিমালয়ান মাউন্টেইনারস অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং নর্থবেঙ্গল ফোটোগ্রাফি ক্লাব। এই পাখি গণনা চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

গঙ্গারামপুরের করণবিলের ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

কুশমণ্ডি রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার জয়প্রকাশ রায় জানান, 'এই পাখি গণনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর বার্ডার্স ক্লাব। এই পাখি গণনা চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।'

তবে জানুয়ারিতেও গঙ্গারামপুরের দিঘি ও জলাশয়গুলিতে আসেনি পরিযায়ী পাখির দল। পাখি গণনা করতে বেরিয়ে তাই মনখারাপ পরিবেশ ও পাখিপ্রেমীদের।

পাখি বিশেষজ্ঞ চন্দন পান্ডে বলেন, 'আজ কালদিঘিতে যে পাখিগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি হল গ্রে ল্যাগগুস বা কাদম্ব হাঁস। এগুলি আসে মধ্য এশিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে। কালদিঘিতে নিয়মিত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাখিগুলি। এবার আশা করা গেছিল গতবারের মতো এবারও পাখিগুলো দেখা যাবে। কিন্তু হতাশাজনকভাবে এবার এখনও পর্যন্ত কালদিঘিতে এদের দেখা পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে হতাশাজনক অবস্থা ধলদিঘির।'

শীতকালীন জলজ পাখি গণনায় শনিবার রায়গঞ্জ রেঞ্জের তত্ত্বাবধানে শুরু হল পাখি গণনা। শনিবার সকালে ২টি দলে ভাগ হয়ে ৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বন দপ্তরের কর্মীরা নিহারি বিল, দ্বীপরাজার পুকুর, লাহিড়ির পুকুর, পিরপুকুর, বাহিন, চাপদুয়ার, নওদা, বাহরাইল, ঝিটকিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর, পলিটেকনিকের পুকুরে পাখি গণনায় নামেন। পাখি গণনায় এসে স্বেচ্ছাসেবকেরা জানান, এখানকার অনেক পুকুর পরিষ্কার হয়েছে, বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুকিয়ে পাখি শিকার হচ্ছে বলে এবার পাখির সংখ্যা কম।

শীতকালীন জলজ পাখি গণনায় শনিবার রায়গঞ্জ রেঞ্জের তত্ত্বাবধানে শুরু হল পাখি গণনা। শনিবার সকালে ২টি দলে ভাগ হয়ে ৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বন দপ্তরের কর্মীরা নিহারি বিল, দ্বীপরাজার পুকুর, লাহিড়ির পুকুর, পিরপুকুর, বাহিন, চাপদুয়ার, নওদা, বাহরাইল, ঝিটকিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর, পলিটেকনিকের পুকুরে পাখি গণনায় নামেন। পাখি গণনায় এসে স্বেচ্ছাসেবকেরা জানান, এখানকার অনেক পুকুর পরিষ্কার হয়েছে, বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুকিয়ে পাখি শিকার হচ্ছে বলে এবার পাখির সংখ্যা কম।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ মাঘ ১৪৩১

দিল্লির কাবুল তাস

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সর্বশেষ নজির, গত ৮ জানুয়ারি দুবাইয়ে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি ও আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলবি আমির খান মুত্তাকির বৈঠক। গত বছরের অগাস্টে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির দৃশ্যপট দ্রুত বদলেছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ভারতকে যাবতীয় সহায়তা বজায় রাখতে বারবার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকছেন। ওই দেশ থেকে গোলাবারুদ, খাদ্যশস্য আমদানি করা হচ্ছে।

পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দারের আসন্ন বাংলাদেশ সফরও যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। ইউনূস ও পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বৈঠকে ছিল সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা। ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণে ঢাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক সহযোগিতা বাড়ছে। পাকিস্তান থেকে স্বল্পপাল্লার ব্যালেস্টিক মিসাইল, চিনের তৈরি অত্যাধুনিক জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান ও তুরস্ক থেকে ট্যাংক কিনছে বাংলাদেশ।

গত ১৫ জানুয়ারি ইসলামাবাদে পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গে বাংলাদেশের লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসএম কামরুল হাসানের বৈঠকে অস্ত্র কেনার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হল ফেব্রুয়ারিতে এক পাক মেজর বাংলাদেশের চার সেনানিবাসে প্রশিক্ষণ দিতে আসার খবর। পাকিস্তানের ইন্ধনে বাংলাদেশে মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত ও ভারত-বিরোধিতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতি চললে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক সম্পর্কও ভিন্ন দিকে মোড় নিতে বাধ্য।

পাকিস্তান সরাসরি বাংলাদেশে ঢুকলে চিন বসে থাকবে না। সেটা হবে আরও উদ্বেগের। ভারত-বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে নতুন শিবির তৈরি করবে আইএসআই। কাশ্মীরি জঙ্গিদের ভারতে পাঠাতে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে নয়া পথ। এই পরিস্থিতিতে মিস্রি-মুত্তাকির বৈঠক আসলে ইসলামাবাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা। বাংলাদেশকে প্ররোচিত করলে ফল কী হতে পারে, ভারত তা বোঝাতে চাইছে।

পাক-আফগান সম্পর্ক এখন সাপে-নেউলে। আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে তেহরিক-ই-তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠীটি পাকিস্তান ও বালুচিস্তানে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে। পাক সেনা পালটা ওই গোষ্ঠীর ডেরায় বিমান হানা চালালে মূলত পাকিস্তানি শরণার্থী প্রায় ৫০ জন মহিলা, শিশু নিহত হয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এর তীব্র নিন্দা করে বলেছে, 'অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতায় প্রতিবেশীদের দোষারোপ পাকিস্তানের পুরোনো বদভ্যাস।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আফগানিস্তানকে ভারতের সমর্থন এতে সুস্পষ্ট।

আফগানিস্তানে এখন সবচেয়ে ঘৃণিত পাকিস্তান ও ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইএসআইএস)। আইএসআইএস-কে ইসলামাবাদের সমর্থন আফগানদের নাপসন্দ। ভারত একেই পুঁজি করছে। ভারতে আফগান দূতাবাস বন্ধ। যদিও কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস খোলা। ভারত এখনও তালিবানদের স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও কাবুলে ভারতের উপস্থিতির অর্থ, পাকিস্তানকে আরও বেশি করে আক্রমণ শানানো সম্ভব।

গত মে মাসে মার্কিন বিদেশ কমিটি বলে, 'সেখানে মানবিক সংকট মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি খরচ করেছে।' তালিবানরা এ কথা অস্বীকার করে বলে, 'বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক পয়সাও দেয়নি। বরং, তারা কোটি কোটি ডলার আটকে রেখেছে।'

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আফগানিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করা হবে। আফগানিস্তানের সমর্থনে ভারতের এগিয়ে আসার লক্ষ্য অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা নয়। তবে, এটা পাকিস্তানের জন্য বড় সতর্কবার্তা হিসেবে কাজে লাগানো হবে। তারা বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে ভারতও কাবুলকে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে তেহরিক-ই-তালিবান ও বালুচদের কাজে লাগাবে। ফলে, পাকিস্তানের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হবে। ভৌগোলিক নৈকট্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে সামলাতে, আফগানিস্তানকে সামনে রেখে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করার ভারতীয় কৌশল এই পদক্ষেপে সুস্পষ্ট।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

উপাচার্য নিয়োগ-নাট্যে সমঝোতার গন্ধ

উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে রাজ্য আর রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সরব নয়। রাজভবন ও বিকাশ ভবন দু'পক্ষই মধ্যপন্থা নিয়েছে।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

'কা কস্য পরিবেদনা' কথাটি একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে এসেছে। শ্লোকটি হল :

'এক বৃক্ষসমারূঢ়া নানাপক্ষিবিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে তু দিশো যান্তি কা কস্য পরিবেদনা।।'

এর সোজাসাপটা বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় - একটি গাছে রাতে বহু ধরনের পাখি এসে সমবেত হয়। সকাল হলেই যে যার নিজের মতো উড়ে যায়। একে অন্যের খোঁজ পর্যন্ত রাখে না।

তখন আমরা সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমাদের সংস্কৃত শিক্ষক বোর্ডে আমাদের ওই বাগবিধিটি লিখতে দিয়েছিলেন। প্রথম কয়েকজন 'কাকস্য পরিবেদনা' লেখায় উনি আমাদের রণে ভঙ্গ দিতে বলে নিজেই গোটা গোটা করে বোর্ডে লিখলেন 'কা কস্য পরিবেদনা'। বললেন, 'এর সঙ্গে কাক-য়ের কোনও সম্পর্ক নেই কিন্তু।' তারপরে বললেন, 'কা' মানে কে? 'কস্য' হল কার? এবং 'পরিবেদনা' বলতে তীব্র কষ্ট, বেদনা, অন্তর্দহনকে বোঝায়।

এই বাগবিধিটির আলংকারিক অর্থ-সংসারে কে কার বেদনার খবর রাখে কিংবা কারও কষ্ট যতই তীব্র হোক না, তাতে অন্য কারও তেমন কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথাটা হল- চারপাশে বন্ধুবান্ধব থাকলেও আদতে নিজের কষ্টের কথা বলার বা শোনার কেউ নেই।

রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শতকরা একশো ভাগের ক্ষেত্রে এই বাগবিধিটি শতকরা ১০০ ভাগ সত্যি। দীর্ঘদিন স্থায়ী উপাচার্য না থাকলে পঠনপাঠনের দুরবস্থা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তা সেখানকার শিক্ষক, আধিকারিক ও ছাত্রছাত্রীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কিন্তু এই 'দুরবস্থা' কাটাতে যাঁরা বন্ধু কিংবা অভিভাবক হিসেবে আশপাশে রয়েছেন, সেই রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর, রাজভবন কিংবা সুপ্রিম কোর্টের তাতে কোনও হেলদোল আছে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না।

অর্থাৎ স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে এই টালবাহানায় যাঁরা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের মর্মবেদনা তিন 'অভিভাবক'-কে স্পর্শ করেছে কি না তা নিয়ে ঘোরতর সংশয় রয়েছে। রাজ্যপাল, সুপ্রিম কোর্ট তো বটেই, এই 'উপাচার্য সমস্যা' মেটাতে রাজ্য সরকারও কতটা যে উৎসাহী, ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের ভূমিকার পরে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ বলছেন, আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য সরকার খুব বড় অঙ্কের টাকা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য খরচ করবে কি না তা নিয়ে আমলাদের ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ অতি দ্রুত হয়ে গেলে রাজ্য সরকারের ওপরে চাপ বাড়বে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য দেওয়া হবে তার অন্তত ১০-১২টি তে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। 'অতিথি' শিক্ষক দিয়ে ঠেকনা দেওয়া হচ্ছে। বিভাগীয় প্রধান বলে কেউ নেই।

পাশাপাশি ক্লাসরুম নেই, ছাত্রছাত্রীদের কমন রুম, ক্যান্টিন নেই। কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানাভাবে কিছু বিষয়ের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে ১৫ কিলোমিটার দূরের কোনও কলেজে। সেই সমস্যার সমাধান কবে হবে সেইসব হাজার প্রশ্নের সমাধানের প্রথম ধাপ হল স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ। যে ১০-১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো অত্যধিক ঢিলেঢালা, তাদের অনেকেরই স্থায়ী রেজিস্ট্রার বা ফিন্যান্স অফিসার নেই। স্থায়ী রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্স অফিসারের আশা ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেউ কেউ কনট্রাকচুয়াল পদে ওই দুই আধিকারিক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু কনট্রাকচুয়াল রেজিস্ট্রার কর্মসমিতির বৈঠক ডাকতে পারবেন কি না উঠেছে সেই প্রশ্নও। কারণ, বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রার কর্মসমিতির সদস্য সচিব ও আহ্বায়ক। মানে ঘুরেফিরে নতুন সমস্যার জালেই জড়িয়ে পড়তে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আধিকারিকরা বলছেন, কলকাতা, যাদবপুর কিংবা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কয়েকটি মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যা তেমন নেই। ওদের সব জায়গায় ঠিক ঠিক লোক এবং ঠিক ঠিক পরিকাঠামো রয়েছে। একমাত্র শিক্ষক নিয়োগ কিংবা বড় আর্থিক পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। তবে খুবই 'খারাপ' অবস্থায় রয়েছে তৃণমূলের আমলে তৈরি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে গিয়ে স্থায়ী শিক্ষক, স্থায়ী কর্মীও নিয়োগের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ফল এখন ভুগছে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে কলকাতা, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, কল্যাণী কিংবা উত্তরবঙ্গের মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যে খুব ভালো অবস্থানে আছে তা-ও নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপক বলছেন, 'গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের শূন্যপদ পূরণ হয়নি।' ওই অধ্যাপক বলেন, 'আমাদের বিভাগ কিংবা পাশাপাশি অনেক বিভাগেই কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের গড় বয়স ৬০-৬২। বহুদিন নিয়োগ না হওয়াতেই সমস্যা এখন পাহাড়প্রমাণ।' ওই অধ্যাপকের এক সহকর্মীর আশঙ্কা, 'অবসরের আগে আমাদের এখানেও অতিথি শিক্ষক দেখে যাব কি না সেই দুঃস্বপ্ন কিন্তু হামেশাই দেখছি।'

কলকাতা, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, কল্যাণী কিংবা উত্তরবঙ্গের মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ভালো অবস্থানে নেই। ... শিক্ষাবিদদের অন্য একটি অংশ আবার এর পিছনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'লবি'র হাত দেখতে পাচ্ছেন। বলছেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যত সমস্যা তৈরি হবে তাদের স্থায়িত্ব নষ্ট হবে, মান কমবে পড়াশোনারও। যেসব ছাত্রছাত্রী আর্থিকভাবে দুর্বল, তাদেরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই ভিড় জমাতে হবে।

বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে টাকাপয়সার জন্য কর্তৃপক্ষকে তেমন চিন্তা করতে হয় না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে নবান্ন বা বিকাশ ভবন থেকে অর্থ মঞ্জুর করাতে তদ্বির করতে হয়। বারবার যেতে হয় উপাচার্যদের। কারণ উপাচার্য ছাড়া আর কোনও প্রশাসনিক কর্তা সেখানে নেই। স্থায়ী উপাচার্য ছাড়া ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় যে অভিভাবকহীন সেটা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তাঁর অভিজ্ঞতা, যাদবপুর, কলকাতা, উত্তরবঙ্গের

এক শিক্ষাবিদের মতে, এই সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র রাজ্য সরকারই। বলছিলেন, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের পাশাপাশি স্থায়ী রেজিস্ট্রার, ফিন্যান্স অফিসার, স্থায়ী ডিন, ন্যূনতম সংখ্যায় স্থায়ী শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতেই হবে। তার জন্য যে বিপুল টাকা দরকার তা বিধানসভা নির্বাচনের আগের বছর রাজ্য সরকার ব্যয় করবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এক পোড়খাওয়া শিক্ষক নেতা বলেছেন, 'সাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান থেকে বলছি, রাজ্য সরকার এখন বেশি জোর দেবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী বা বিভিন্ন ভাতার অঙ্ক বাড়ানোর দিকে। কারণ , কী করলে নিজেদের ঝুলিতে আরও বেশি ভোট আসবে তা শাসকদলের জানা। আর অবিলম্বে স্থায়ী পদের আশায় বিকাশ ভবনে ঘুরপাক খাওয়া নতুন উপাচার্যদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে এই ইঙ্গিতও পেয়েছেন।

শিক্ষাবিদদের অন্য একটি অংশ আবার এর পিছনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'লবি'র হাত-ও দেখতে পাচ্ছেন। ওই অংশটি বলছেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যত সমস্যা তৈরি হবে তাদের স্থায়িত্ব নষ্ট হবে, মান কমবে পড়াশোনারও। যেসব ছাত্রছাত্রী আর্থিকভাবে দুর্বল, তাদেরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই ভিড় জমাতে হবে।

বিকাশ ভবন অবশ্য এইসব সন্দেহকে কোনও আমল দিচ্ছে না। কিন্তু এত দেরির জন্য আগের মতো রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও তেমন সরব নয়। রাজভবন ও বিকাশ ভবন দু'পক্ষই মধ্যপন্থা অর্থাৎ আপসের রাস্তা নিয়েছে। ৮ জানুয়ারি ফের রাজ্যপালকে তিন সপ্তাহ আরও সময় দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে তেমন সরব হতে দেখা যায়নি।

অনেকের কাছে এটা একধরনের সমঝোতা বলেও মনে হয়েছে। তাই বোধহয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে 'সব পক্ষের' মধ্যে সমঝোতার গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। তাঁরা মনে করছেন, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে এই 'ধীরে চলো' অবস্থান সেইজন্যই। বিষয়টি শিক্ষাবিদদের ভাবাচ্ছে কিন্তু!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৪৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

১৯৮৬

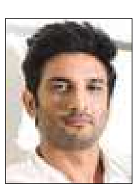

প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আরজি কর ইস্যুতে ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল অপরাধীর। ফাঁসি তো সঙ্গে সঙ্গে হয় না। ফাঁসির সাজা শোনানো উচিত ছিল। আমি তো শুনেছি, কলকাতায় বিচারপতি বলেছেন, এটা বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা নয়। বিচারপতিদের উচিত গাইডলাইন তৈরি করা। লিখে জানানো। বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা কাকে বলে? কেমন ঘটনা ঘটলে তাকে বিরলতম বলে। তবে এই ঘটনা কিছুতেই দেশের পক্ষে ভালো ঘটনা হল না। আমার মনে হয়, সঞ্জয় রায় একা নয়। ওর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। পুলিশ একজনকেই ধরেছে।

- অভয়ার বাবা

ভাইরাল/১

রাজস্থানে চিতোরগড়ের সরকারি স্কুলে প্রিন্সিপাল ও এক শিক্ষিকার আপত্তিজনক অবস্থার ভিডিও ভাইরাল। তাঁদের হাতেনাতে ধরতে অন্য শিক্ষকরা প্রিন্সিপালের ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগ দুজনকেই বরখাস্ত করেছে।

ভাইরাল/২

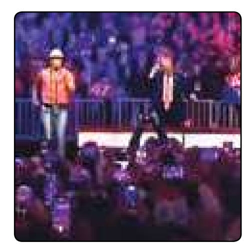

দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের নাচের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। গানের তালে শরীর দুলিয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গিতে নাচলেন তিনি। ট্রাম্পের নাচ নেটিজেনদের হৃদয় কেড়েছে।

জনমন
জনমত

যানজট সমস্যা ও সমাধান

১৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি সংস্করণের শহরের পাতায় যে ডিভাইডারের ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে, তা যানজট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সেবক মোড়ের এই স্টপ আর বাটা মোড় (ইউনাইটেড ব্যাংক)-এর স্টপের মধ্যে দূরত্ব কতখানি! খুব জোর ৪০ মিটার। যাত্রীবাহী গাড়িগুলো মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো কিছুতেই এই মধ্যকার অংশটুকু ছাড়তে চায় না। ফলে যানজট অবশ্যম্ভাবী। এই স্টপটি ব্যবহার করার জন্য কিছু গাড়ি সেবক মোড়ে অপেক্ষায় থাকে যাত্রী নেওয়ার জন্য, অন্যদিকে সেবক রোডের দিকে যাওয়ার জন্য সিগন্যালের অপেক্ষায় একই জায়গায় আরও কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে যানজট তীব্র আকার নেয়। সেবক মোড়ের এই স্টপটি বিনায়ক হোটেলের সামনে স্থানান্তর করলে অবশ্যই সমাধান হবে।

অন্যদিকে, প্রধাননগর এবং হিলকার্ট রোডের সংযোগস্থল মহানন্দা ব্রিজের কাছে সেখানকার ট্রাফিক সিগন্যাল বন্ধ করে চারজন ট্রাফিক পুলিশকে সারপ্লাস করে অন্যত্র নিয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, এয়ারভিউ মোড় থেকে জংশন যাওয়ার পথে যে ক্রসিং প্রধাননগরের দিকে নেমে গেল, সেই রাস্তাটি বন্ধ করে বাঁদিক দিয়ে আনন্দলোক সেন্টারের পাশ দিয়ে মহানন্দা ব্রিজের নীচ দিয়ে প্রধাননগর যাওয়ার রাস্তাটি মেরামত করে দিলে অনেক সময় বাঁচবে এবং যানজটমুক্ত রাস্তা তৈরি হবে। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই পরামর্শ জানালাম।

দেবাশিস কুণ্ডু
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

নিরাপত্তা কোথায়

সংবাদমাধ্যমে জানতে পারলাম, রায়গঞ্জ পুরসভার পুর চেয়ারম্যানকে অজানা কোনও ব্যক্তি গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। ঘটনাটি নিন্দনীয়। একজন পুর চেয়ারম্যানও স্বাভাবিক জনজীবনের বাইরে নন। তিনি সামাজিকভাবে জীবনযাপন করেন এবং তাঁকে নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করতে হয়। এই কাজ করতে গিয়ে হয়তো কিছু শত্রুতা হলেও হতে পারে।

আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। গণতন্ত্রে হিংসা ও হুমকির কোনও জায়গা নেই। এরকম ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত জনজীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং নিরাপত্তা দেওয়া। রাজনৈতিক হত্যার নজির আমাদের রাজ্য ও দেশে অজস্র। এর থেকে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও বাদ যাননি।

সুতরাং, রায়গঞ্জের পুরপ্রধানের ওপর এহেন টেলিফোনিক হুমকির জোরালো তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীর শাস্তি পাওয়া উচিত। তা না হলে সমাজে ভুল বার্তা যাবে।

বিনয় লাহা
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাওয়া এসে বলে যায়, হম সব অচ্ছে হ্যায়

পাশের মানুষটি কেমন আছে, কেউ জানতে চায় না। দরিদ্র-দুর্বলরা আজ জানেন, সবাই এখন 'আপনি বাঁচলে...'-র দলে।

সুকান্ত নাহা

'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।' বহুশ্রুত এই কবিতার পংক্তিটি কি শুধুমাত্র একটি আবেগ থরথর উচ্চারণ হয়েই রয়ে যাবে? 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য/ একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না...' কি কোনও অনুভব নয়, নিছকই একটি জনপ্রিয় গানের লাইন? অথবা ক্যানভাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ভ্যানগগের সেই উপলব্ধি 'man is not on the earth solely for his own happiness. He is there to realise the great things for humanity.' কি নিছকই একটি তাৎক্ষণিক অনুভব?

এরকম মনুষ্যত্ব জাগানিয়া আরও কত কবিতা, গান ও অনুভবের কথা সারা বিশ্বজুড়ে মানবতাবাদী মানুষজন রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সেই 'আদিম হিংস্র মানবিকতা'-র পরিমার্জিত সংস্করণ এই নেটালোকিত বিশ্বেও চরমভাবে প্রতীয়মান। বর্তমানে মানুষ মানুষকে মেরে, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজে সুখে থাকবে, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ।

তাহলে আজকের দুনিয়ায় বিশ্বের সর্বত্র দুর্বল, পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে কি কেউ থাকবে না? ন্যায্য প্রাপ্যটুকুর জন্য যারা সোচ্চার হতে পারে না, যাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কারও কানে পৌঁছায় না অথবা পৌঁছালেও তা উপেক্ষিত রয়ে যায়, তাদের জন্য কি কেউ কথা কইবে না? 'মানুষ হয়ে' পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্য তবে কার? রাষ্ট্রের? রাষ্ট্রক্ষমতার হোলি-ব্যাটন যাদের হাতে তাদের? নাকি আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ যারা, তাদের। সহজ উত্তর হল - সকলের প্রকৃত বাস্তবে সাধারণ মানুষ এখন 'আপনি বাঁচলে...'-র দলে।

এটাই সত্য। পাশের মানুষটি কেমন আছে কেউ জানতে চায় না। রইল গিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা। দরিদ্র, দুর্বল মানুষের পাশে রাষ্ট্র নেই, এটি বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। উক্ত শ্রেণির মানুষের কল্যাণার্থে এদেশে সরকারের বহু উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু সেসব অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাছে পৌঁছায় না। সেক্ষেত্রে সেইসব কল্যাণকারী প্রকল্পের সুফল ন্যায্য প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের চরম ব্যর্থতা, উদাসীনতাই কি এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দায়ী নয়?

তা না হলে বছর সত্তরের নয়নী সরকার (নাম পরিবর্তিত) সংলগ্ন অম্বিকানগর জোড়াপানি নদীচরের বানভাসি বৃদ্ধা পেটের দায়ে দোরে দোরে ভিক্ষা করবেন কেন? কোভিড যার পুত্র-পুত্রবধূকে কেড়ে নিয়েছে। ঘরে পাঁচ ও চার বছরের নাবালক দুই নাতি, যার একটি অন্ধ। আছে আট বছরের একটি নাতনি। র‍্যাশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার আইডি ভেসে গিয়েছে গেল বন্যায়। বৃদ্ধা পেনশনও তাই অধরা। চরের বুকে ত্রিপলঘেরা ঘর অবশ্য একটি আছে। আগামী বর্ষায় সেটিও থাকবে কি না কে জানে।

প্রশ্ন করেছিলাম, 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাউকে জানাননি?'

উত্তর এল, 'অনেকরে কইসি রে বাবা, কেউ শোনে না এই বুড়ির কথা।' বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। হাওয়া এসে কানে ফিশফিশ করে বলে যায়, 'বুড়ি ভীষণ 'মিথ্যেবাদী'। হম সব অচ্ছে হ্যায়।'

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাগরাকাটায় কর্মরত)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৫

পাশাপাশি : ১। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৩। ঝুলন্ত বাসা তৈরি করতে পারে যে পাখি ৫। কেবল কথা বলতে দক্ষ এমন বাক্যবাগীশ ৬। ভৃত্য,পরিচারক ৭। সংগীতের ছয় মাত্রার তাল, বিশেষ একজাতীয় গান ৯। অসীম সমুদ্র, কূলহীন জলরাশি, অসহায় অবস্থা ১২। শক জাতির শত্রু, রাজা বিক্রমাদিত্য ১৩। যার পেট বড়, গণেশ।

উপর-নীচ : ১। কাঠ ইত্যাদি ছ্যাঁদা করার যন্ত্র ২। বর্ম, সাঁজোয়া, মাদুলি ৩। বলিহারি, চমৎকার, শাবাশ ৪। রুপোলি রংয়ের সুস্বাদু মাছ ৫। বিয়ের পাত্র, স্বামী, আশীর্বাদ ৭। পত্নী ৮। সারারাত ৯। ক্লান্তি বা শারীরিক কষ্টের অভাব, ক্লেশের অভাব ১০। ঢেউ, তরঙ্গ ১১। খাঁড়া গাঁথুনি, সোজাসুজি গাঁথুনি, থামের উপরিপ্রান্ত।

সমাধান ■ ৪০৪৪

পাশাপাশি : ১। জুলুম ৪। দিবস ৫। রফা ৭। ইন্দিরা ৮। সওয়াল ৯। বকাবকি ১১। আখ্যান ১৩। রাকা ১৪। খাতক ১৫। রসুল।

উপর-নীচ : ১। জুলাই ২। মদিরা ৩। বসবাস ৬। ফাল্গুন ৯। বজরা ১০। কিংখাব ১১। আকর ১২। নকল।

বিন্দুবিসর্গ

মন্ত্রীসভার বৈঠক

আগামী সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকা হল। এদিনই মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। তার আগে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্যের কমিটি

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন নতুন খসড়াবিধি জারি করেছে। এজন্য রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর ৮ সদস্যের কমিটি গড়েছে।

পার্ক সার্কাসে আগুন

সোমবার দুপুরে পার্ক সার্কাস স্টেশনের পাশেই একটি গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে। সেখানে প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। ট্রেনযাত্রীরা আতঙ্কে প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি শুরু করে দেন।

বালুর বেতন

২০২৩ সালের অক্টোবরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দীর্ঘ প্রায় ১৪ মাস পর গত সপ্তাহেই তিনি জামিন পান। সোমবারই বিধানসভায় বকেয়া বেতন তুলতে আসেন জ্যোতিপ্রিয়।

আমি চাই ফাঁসি হোক : মুখ্যমন্ত্রী

হাইকোর্টে যাবে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সোমবার শিয়ালদা আদালতের ২১০ নম্বর কক্ষে বেলা ২.৫০ মিনিট নাগাদ আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক অনির্বাণ দাস। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এই রায়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে আবেদন জানাবে।' সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী এটাও জানাতে ভুললেন না যে, মামলা রাজ্য পুলিশের হাতে থাকলে তিনি অনেক আগেই 'ফাঁসির নির্দেশ করিয়ে' নিতেন।

এদিন সকালে জেলা সফরে মালদা যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ফাঁসির দাবিতে আমি পথে নেমেছিলাম। মিছিলে হেঁটেছি। আমি চাই দোষীর ফাঁসি হোক।' তবে রায় যে কী হবে তা 'সম্পূর্ণ বিচারকের বিষয়' বলে তিনি মন্তব্যও করেছিলেন। তখনও আরজি কর মামলার রায় বের হয়নি।

মালদা যাওয়ার পথে মুর্শিদাবাদে সরকারি কর্মসূচি শেষ করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রায় নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, 'এই মামলা আমাদের হাতে থাকলে

অনেক আগেই ফাঁসির রায় করিয়ে নিতে পারতাম। আমি জানি না, কে কীভাবে লড়াই করেছে, কী যুক্তি দিয়েছে। সবটাই সিবিআই করেছে। আমাদের হাত থেকে মামলাটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা চেয়েছিলাম নরপিশাচদের চরমতম শাস্তি হোক।'

তবে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি আর কী বলব? আমি এই রায়ে সন্তুষ্ট নই। রায় সন্তোষজনক নয়। ফাঁসির সাজা হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।' এরপরই সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জয়নগর, ফরাক্কা ও গুড়াপের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই তিনটি ক্ষেত্রেই তদন্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের ওপর ভিত্তি করে নিম্ন আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। তিনটি কেসেই আমরা ফাঁসির সাজা করিয়ে নিয়েছি। আরজি কর মামলা খুব গম্ভীর বিষয়। গুড়াপের মামলায় ৫৪ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো সিবিআই তদন্ত করেছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্যাতিতার মা-বাবাকে আমি বলেছিলাম, কিছুটা সময় দিন। কিন্তু তার আগেই সিবিআইয়ের হাতে তদন্ত চলে গেল। সিবিআই কী করেছে বলতে পারব না। আমি এই সাজায় সন্তুষ্ট নই।' সিবিআইয়ের আইনজীবীর ভূমিকায় কোনও খামতি ছিল কি না জিজ্ঞাসা করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তা আমি বলতে পারব না, ওরা কী করেছে। তবে আমি তো একজন আইনজীবী। আমি মনে করি এই ধরনের নরপিশাচদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত।' বিচারক পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ মেটাতে রাজ্য সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়ে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

আরজি কর মেডিকেল ঘটনাক্রম

৯ অগাস্ট : আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার

১০ অগাস্ট : ধর্ষণ ও খুনে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়

১৩ অগাস্ট : জুনিয়ার ডাক্তার ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মশাল মিছিল শ্যামবাজারে

১৪ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে 'রাত দখল' কর্মসূচি শুরু

২২ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরজি করের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

২৭ অগাস্ট : বিচারের দাবিতে বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

২ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান

৩ সেপ্টেম্বর : লালবাজারের সামনে রাতভর অবস্থান শুরু জুনিয়ার ডাক্তারদের

১০ সেপ্টেম্বর : আলোচনার জন্য নবান্নে অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর। জুনিয়ার ডাক্তারদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ও অবস্থান শুরু

১৪ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য ভবনের ধর্নামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী।

১৬ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে আন্দোলনকারীরা। টানাপোড়েনে হল না বৈঠক।

১৮ সেপ্টেম্বর : নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জুনিয়ার ডাক্তারদের

১৯ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য ভবনের সামনে থেকে উঠল অবস্থান

২০ সেপ্টেম্বর : ৪২ কিলোমিটার রিলে মশাল দৌড় নাগরিক সমাজের

২১ সেপ্টেম্বর : কাজে ফিরলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা

৫ অক্টোবর : ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন অবস্থান শুরু

৮ অক্টোবর : রাজ্যজুড়ে সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফা

১৪ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তারদের রাজভবন অভিযান

২০ অক্টোবর : ধর্মতলার অনশন অবস্থান উঠল

১১ নভেম্বর : শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয়ের বিচার শুরু

১৮ জানুয়ারি : দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়

২০ জানুয়ারি : আমৃত্যু কারাদণ্ড সঞ্জয় রায়ের

সঞ্জয়ের কঠোর শাস্তি দাবি তার পরিবারেরও

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে আদালত কী সাজা ঘোষণা করছে, তা নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখাল না তার পরিবার। বরং সোমবারও সঞ্জয়ের পরিবারের কেউই আদালতে হাজির হননি। তাঁরা সংবাদমাধ্যমেরও মুখোমুখি হতে চাননি।

এদিন আদালতে বিচারক অনির্বাণ দাস সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাড়িতে কে কে আছেন?' তখন সঞ্জয় উত্তর দেয়, 'মা'। এরপর বিচারক ফের জানতে চান, 'মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?' সঞ্জয় বলে, 'আমি ব্যারাকে থাকতাম। মায়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না।'

আরজি কর মামলা শুরু হওয়ার পর থেকে কোনওদিনই সঞ্জয়ের পরিবারের কেউই আদালতে যাননি। এদিনও যাননি। সঞ্জয়ের মা-ও তার কড়া শাস্তি চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দোষ প্রমাণ হয়েছে। তাই আদালতে যাইনি। নিহত চিকিৎসক আমার মেয়ের মতোই। তাই তাঁর মায়ের যন্ত্রণা আমি অনুভব করতে পারি। ছেলের মৃত্যুদণ্ডের সাজা হলেও আমি ভাগ্যের পরিহাস হিসাবে মেনে নেব।'

সঞ্জয়ের দিদি আগেই সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'আরজি করে সঞ্জয় যে নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে, তাতে ওর কঠোরতম শাস্তি হওয়াই উচিত। তবে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ করব, আপনারা ওকে নিয়ে যা খুশি করুন। দয়া করে ওর দেহ আমাদের দেবেন না। আমরা নেব না। কারণ এমন মানুষের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা যায় না।' যদিও প্রতিবেশীদের দাবি, সঞ্জয়কে অতীতে মহিলাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে দেখা যায়নি।

এরপর কী, নানা মত আইনজীবীদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর মামলায় সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণা এই মামলার বেশ কতগুলি দিক উন্মোচন করেছে। ফলে ঘটনায় সংযুক্ত ঘটনাক্রমের শুনানি চলবে। এককথায়, 'শেষ হইয়াও হইল না'। সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে গেলে মামলায় বড় কোনও পরিবর্তন হতে পারে কি না তা নিয়ে আদালতের অন্দরে জল্পনা। তবে আইনজীবীরা মনে করছেন, যে কোনও মামলার

নজর হাইকোর্টে

নির্দিষ্ট দিক থাকে। আর তার ওপর ভিত্তি করে রায় দানের পর মামলার অভিমুখ বদল হতে পারে। উচ্চ আদালত মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী সবদিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের বক্তব্য, 'এক্ষেত্রে অভিযুক্ত দু'ভাবে আবেদন করতে পারে। এক, অরিজিনাল ফাইন্ডিং। প্রথমে রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত আবেদন করতে পারে যে, তাকে যা শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা ভুল। নিম্ন আদালত ফ্যাক্টে ভুল করেছে। তারপর উচ্চ আদালত যদি মনে করে তাহলে শাস্তি কমাতে পারে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'অভিযুক্ত উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। কারণ, এটা তার অধিকার। সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালত যা মনে করবে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড হলে সমাজের কাছে একটা বার্তা যেত। কিন্তু রায়ে আমি হতবাক। অভিযুক্ত আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতে যেতে পারে। মামলার মেরিটের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তনের দিকটি বিবেচনা করতে পারে উচ্চ আদালত। এক্ষেত্রে এখনও অনেক তথ্য অধরা রয়েই গিয়েছে।'

আইনজীবী রাজদীপ হালদারের অবশ্য দাবি, 'একবার সাজা ঘোষণা হয়ে গেলে তখন তো আর বৃহত্তরভাবে কিছু পরিবর্তন হয় না। তবে বিচারক যে জাজমেন্ট দিয়েছেন, তাতে মনে হয় না শাস্তির ক্ষেত্রে বা পরবর্তীতে বড় কোনও পরিবর্তন হতে পারে।'

এই মামলায় শিয়ালদা আদালতে এখনও তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলা চলবে। আবার হাইকোর্টে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের আর্জি করা হয়েছিল। আবার শীর্ষ আদালতেও হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে নির্যাতিতার পরিবার। রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য উচ্চ আদালতে যাচ্ছে। ফলে এখনই নিম্ন আদালতের রায় কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বা পরবর্তীতে মামলায় বড় কোনও পরিবর্তন হতে পারে কি না তা নিয়ে এখনই সংশয় দূর হল না বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।

আজ টিভিতে

ইনসাইড দ্য মহাকুম্ভ বিকেল ৫.০০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অপরাধী, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.৩০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.৩০ মস্তান, ১.০০ এই পৃথিবী তোমার আমার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু একবার বলো, বিকেল ৪.৩৫ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.২৫ সংগ্রাম, রাত ১০.৩০ হামি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ কিডন্যাপ, দুপুর ২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ৯.০০ বউরানি, ১২.৩০ কালো চিতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঘটকালি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৪ নাগভূমি, বিকেল ৫.১৪ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৫৫ হিম্মতওয়ার

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.০০ দ্য রিয়াল লিডার ব্রহ্মা, সন্ধে ৬.০০ অব তক ছপ্পন-টু, রাত ৮.১৫ আজব গজব লভ, ১১.০০ আজহার

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.১৪ ইভিল ডেড, ২.৩৩ রকি, বিকেল ৪.২৯ আইস এজ, ৫.৪৯ শাটার, সন্ধে ৭.১৫ দ্য ডার্কেস্ট পাওয়ার, রাত ৮.৪৫ ডাই অ্যানাদার ডে

লোফার
বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

নবাব নন্দিনী
সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ধামাল
রাত ৮.০০ অ্যান্ড পিকচার্স

মিস বালা রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

তিতির নিজের অজান্তেই অরুণ মুখার্জির শত্রু হয়ে উঠবে কি?
চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা
সন্ধে ৭.০০
আকাশ আট

সাজা নিয়ে মতভেদ রাজনৈতিক দলগুলির

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে বিচারক যে রায় দিয়েছেন, তা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে।

রায় প্রসঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আজীবন কারাদণ্ড যথেষ্ট সাজা। বিচারক এক্ষেত্রে তথ্যের ভিত্তিতে সাজা ঘোষণা করেছেন। সিবিআই যে তথ্য তুলে ধরেছে আদালতে, তার ভিত্তিতেই এই রায়।' বিকাশবাবুর মতে, ফাঁসি কোনও সভ্য দেশে সাজা হতে পারে না। এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও মানবতাবিরোধী। তবে এই সাজার বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। কারণ, এই ঘটনায় সঞ্জয় ছাড়াও আরও অনেকে যুক্ত। তাদের শনাক্ত করে সাজা দিতে হবে।

অপর আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ দিল্লি থেকে জানান, 'যে সাজা ঘোষণা হয়েছে, তা বিচারকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তবে আমৃত্যু সাজাও কম নয়। জেলে সারাজীবন সঞ্জয়কে কঠোর শ্রমদান করতে হবে। আইন অনুযায়ী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক।' ভাষাবিদ পবিত্র সরকার নীতিগতভাবে ফাঁসির সাজা পছন্দ করেন না। তাই যে সাজা দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি খুশি। বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে অনেকেই যে জড়িত তা সকলেই জানেন। তাঁর প্রশ্ন, 'জঘন্য এই অপরাধের ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁদের কেন শনাক্তকরণ করা হচ্ছে না? তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া দরকার।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বাংলার মানুষ এই রায়ে খুশি নন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি না। আসলে সিবিআইয়ের হাতে যে তথ্যপ্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তাতে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। দুর্ভাগ্য, বিচারক মনেই করলেন না এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানান, শুধু জনগণ নন, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও এই রায়ে খুশি নন। এই রায়কে তিনি অবশ্য চ্যালেঞ্জ করছেন না। তাঁর মতে, 'এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধীদের ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ছেড়ে দেওয়া উচিত।' বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও মনে করেন, এই ঘটনার সঙ্গে সঞ্জয় একা জড়িত নন। তিনি বলেন, 'যাঁরা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করেছেন, তাঁরা কোথায়? যাঁরা সঞ্জয়কে নীচের থেকে ওপরের ঘরে পাঠিয়েছেন, তাঁরা কোথায়? এটা প্রাতিষ্ঠানিক খুন।'

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি করেছিলেন। সরকারও ফাঁসি চেয়েছিল। সঞ্জয়কে কলকাতা পুলিশই প্রথম গ্রেপ্তার করেছিল। সিবিআই যে তথ্য আদালতে দিয়েছে, তার ভিত্তিতেই রায় দিয়েছেন বিচারক। যে রায় দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে বিচারকের সিদ্ধান্ত।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী বৃন্দা কারাত বলেন, 'প্রথম থেকেই রাজ্য সরকার ও সিবিআই একজনকেই অপরাধী মনে করে তদন্ত চালিয়েছে। সঞ্জয় অবশ্যই দোষী। তবে তার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত আছে। তাদেরও শাস্তি হওয়া দরকার।'

প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী এই রায়ের জন্য রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর মতে, 'কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিতভাবে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।'

পদ্মর স্বাস্থ্য ভবন অভিযান 'প্রতীকী' বলে সাফাই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডের প্রতিবাদে আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার দিন বিজেপির স্বাস্থ্য ভবন অভিযান কার্যত ফ্লপ শো-য় পরিণত হল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, দলের সংগঠনপর্ব মিটলে জেলায় জেলায় এই ইস্যুতে আন্দোলন করে রাজ্যকে অচল করে দেবে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীহীন মঞ্চে এদিন সুকান্তর পাশে ছিলেন দিলীপ। এরই মধ্যে দলের কর্মীদের উদ্দেশে সিধে করে দেওয়ার কড়া হুমকি দিলেন দিলীপ। অন্যদিকে, প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচিতে সাড়া না মেলায় একে 'প্রতীকী কর্মসূচি' বলে সাফাই দিলেন সুকান্ত।

দুপুর ১টায় কর্মসূচি শুরুর কথা থাকলেও সল্টলেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অস্থায়ী অবস্থানমঞ্চে দলের কর্মীদের টিকিটি দেখতে পাওয়া গেল না। জমায়েতের খোঁজ নিতে সুকান্তর কনভয় বারদুয়েক সরেজমিনে এলাকা ঘুরে নাকি রিপোর্ট করার পর শেষমেশ বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ মঞ্চে আসেন সুকান্ত। তার কিছু আগেই অবশ্য পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিক্ষোভমঞ্চে যেতে গিয়ে দিলীপ দেখেন, মঞ্চ ছেড়ে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন দলের কর্মীরা। তাঁদের দেখে দিলীপের তোপ, 'কর্মসূচি ছেড়ে এখানে কেন? বড় নেতা না থাকলে কি মঞ্চে যেতে নেই? আমার সময় হলে এদের সব সিধে করে দিতাম।' এরপরই দলের ক্ষমতাসীন নেতাদের কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, 'কর্মসূচি সফল করতে আমার কোনও বড় নেতা লাগেনি। দিলীপ ঘোষ একাই যথেষ্ট।'

পরে একে একে এসেছেন অগ্নিমিত্রা পল, সজল ঘোষ, তাপস রায়, ডাক্তার সেলের নেত্রী মধুছন্দা কর ও ডাক্তার সারস্বত মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতারা। মঞ্চে সুকান্ত, দিলীপরা আসার পর দলীয় দপ্তর থেকেও লোকজন এসে জমায়েতকে একটু সম্মানজনক করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা দিয়ে সবটুকু ঢাকা যায়নি।

প্রয়াত ভাইদা, প্রকাশনা জগতে শোক

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : কলকাতার প্রকাশনা জগতে ইন্দ্রপতন। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মারা গেলেন বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি প্রাইভেট লিমিটেডের অধিকর্তা কল্যাণেশ্বর সরকার। সকলের কাছে যিনি ভাইদা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটির প্রতিষ্ঠাতা, অশেষ কুমার সরকারের পুত্র। রবিবার তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে প্রকাশনা জগতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাবী ছাত্র ভাইদার হাত ধরেই প্রকাশনা জগতে আধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বর্তমানে প্রকাশনা জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের চেষ্টায় রত ছিলেন তিনি। কিন্তু স্বপ্নপূরণের আগেই সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে।

পথেই থাকবেন, ঘোষণা আন্দোলনকারীদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই সাজায় সন্তুষ্ট নন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। এছাড়া বিচারক অনির্বাণ দাস এই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়' বলে যে মন্তব্য করেছেন, তাতেও রীতিমতো ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁদের সাফ কথা, শুধু একা সঞ্জয় নয়, এই জঘন্যতম কাণ্ডে আরও অনেকে জড়িত। যতক্ষণ না তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চলবে।

সোমবার শিয়ালদা আদালতে যখন আরজি কর কাণ্ডের রায় ঘোষণা হচ্ছে, তখন রায় শোনার জন্য সেখানে প্রচুর চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। বিচারকের সাজা ঘোষণার পরেই আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের অন্যতম মুখ আশফাকউল্লা নাইয়া স্পষ্ট বলেন, 'এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। সঞ্জয় একা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করি না। যতদিন না বাকিদেরও চিহ্নিত ও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।' একই সুরে আন্দোলনকারী অপর দুই জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো ও দেবাশিস হালদার বলেন, সঞ্জয় যদি একা দোষী হত, তাহলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ ঘটনা ধামাচাপা দিতে এত তৎপর ছিল কেন? এর পিছনে যে চক্র আছে তাদের শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থেকে সরব না। ডাক্তার কিঞ্জল নন্দও বলেন,

> আজীবন কারাদণ্ড চাইনি। মৃত্যুদণ্ডই চেয়েছিলাম। এছাড়া অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও পাইনি।
>
> **কিঞ্জল নন্দ,** *চিকিৎসক*

'আজীবন কারাদণ্ড চাইনি। মৃত্যুদণ্ডই চেয়েছিলাম। এছাড়া অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও পাইনি।' জুনিয়ার ডাক্তারদের সরকারপন্থী সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম মুখ শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'বিচারক যে রায় দিয়েছেন, তাতে আমরা খুশি নই। আমরাও ফাঁসি চেয়েছিলাম।'

সিনিয়ার ডাক্তাররাও এই সাজায় সন্তুষ্ট নন। বিচারকের 'বিরলতম নয়' মন্তব্যে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস এর আহ্বায়ক ডাক্তার পুণ্যব্রত গুনের প্রশ্ন, 'সরকারি সুরক্ষিত জায়গায় কর্তব্যরত নার্সকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা যদি বিরলতম না হয়, তাহলে কোনটা বিরলতম?' তাঁর সাফ কথা, এই অপরাধে একজন নয়, অনেকেই জড়িত। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামীও প্রশ্ন তুলে বলেছেন, কেন এটি 'বিরলতম' ঘটনা নয়? সারা বিশ্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। খুনিদের আড়াল করতে সরকার কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। সুবর্ণবাবুর অভিযোগ, 'কেন্দ্র ও রাজ্যের বোঝাপড়ায় দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে।' অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ডক্টরস এর নেতা ডাঃ মানস গুমটাও রীতিমতো হতাশ এই রায়ে। তাঁরও বক্তব্য, খুনের ঘটনাকে আড়াল করতে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। এই কাজে যারা জড়িত, তাদেরও সাজা দিতে হবে। যতদিন না প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাবে, ততদিন তাঁরা লড়াইয়ের রাস্তায় থাকবেন বলে মানসবাবু মন্তব্য করেন।

অনড় সুকান্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : অস্ত্র রাখার দাবিতে ফের সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। হুগলির কুন্তীঘাটে এই ইস্যুতে রবিবারের নিজের মন্তব্যে সোমবারও অনড় থাকলেন সুকান্ত। তাঁর সমালোচনা করেছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আবারও বলছি বাঙালি হিন্দুরা বাড়িতে অস্ত্র রাখুন। ধারালো অস্ত্র রাখুন। ভালো করে ধার দিয়ে রাখুন।' এদিন বিধাননগরে দলীয় কর্মসূচিতে সুকান্ত বলেন, 'আমি হিন্দুদের অস্ত্র রাখার কথা বলায় সমালোচনা হচ্ছে। অথচ, মুসলিমরা মহরমে প্রকাশ্যে খোলা তলোয়ার নিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে যায়, তখন সেই তলোয়ারটা কি সেকুলারিজমের রসে চুবিয়ে রাখা থাকে?'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে বাড়িতে আনন্দ। ব্যবসার জন্যে আজ বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। বৃষ : ব্যক্তিগত কারণে দূরে যেতে হতে পারে। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমে অশান্তি। মিথুন : পরিবার নিয়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা সফল হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্কট : জ্বর-সর্দিতে ভোগার আশঙ্কা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। সিংহ : নিজের ভুলে কোনও প্রিয়জনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে অনুতাপ। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। কন্যা : আজ সারাদিন অলসতায় কাটবে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। তুলা : বহুমূল্য কোনও জিনিস আজ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। জমিবাড়ি নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বৃশ্চিক : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। ধনু : সন্তানের চাকরির সুসংবাদ পেয়ে স্বস্তি। দীর্ঘদিন পরে প্রিয়বন্ধুকে আজ কাছে পেয়ে আনন্দ। মকর : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। প্রেমে সমস্যা। কুম্ভ : নিজের ভুলেই ব্যবসায় সমস্যা। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রিয়জনের কাছ থেকে সাহায্য নিন। পেটের রোগে দুর্ভোগ বাড়বে। মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত কথা বলে বেশ সমস্যায় পড়তে পারেন। চোখের রোগে সমস্যা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ১ মাঘ, ২১ জানুয়ারি, ৭ মাঘ, সংবৎ ৭ মাঘ বদি, ২০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১২। মঙ্গলবার, সপ্তমী দিবা ১১।২৫। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৭। ধৃতিযোগ রাত্রি ৩।২৪। ববকরণ দিবা ১১।২৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৩০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।২৯ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ১০।৪৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১১।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১১। ২৫ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ১।১০ গতে ২।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫১ গতে ৮।৩০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩১ গতে ১০।৪৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।৯ গতে ৪।৩৭ মধ্যে এবং ৬।১৩ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ১। ৫৯ গতে ৩। ৪৩ মধ্যে।

প্রেমিক খুনে কেরলে মৃত্যুদণ্ড প্রেমিকার

তিরুবনন্তপুরম, ২০ জানুয়ারি : জীবনের বিনিময়ে জীবন। আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীকে সোমবার যাবজ্জীবনের সাজা দিয়েছে শিয়ালদা নিম্ন আদালত। এরই পাশাপাশি কেরলের তিরুবনন্তপুরম আদালত দু'বছর আগের একটি খুনের ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম আখ্যা দিয়ে গ্রীষ্মা নামের ২৪ বছর বয়সি তরুণীকে এদিন মৃত্যুদণ্ড দিল। মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে কমবয়সি মহিলা কেরলের গ্রীষ্মা।

রোম্যান্টিক সম্পর্কে ইতি টানতে ভালোবাসার মানুষ শ্যারন রাজকে ঠান্ডা মাথায় বিষ খাইয়েছিলেন গ্রীষ্মা। পথের কাঁটা সরাতে গ্রীষ্মা আয়ুর্বেদিক টনিকে বিষাক্ত জৈব যৌগ প্যারাকাট মিশিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে একাধিক অঙ্গ খারাপ হতে শুরু করে শ্যারনের। ১১ দিন পরে মারা যান ২৩ বছরের সেই তরুণ। ২০২২ সালের ঘটনা। শ্যারন রাজ তিরুবনন্তপুরমের পারাসালার বাসিন্দা ছিলেন। তামিলনাড়ুর এক সেনার সঙ্গে গ্রীষ্মার বিয়ের কথা রেডিওলজির স্নাতক শ্যারন জানার

আরজি করে সাজার দিনেই শাস্তি

পরও সম্পর্ক শেষ করতে রাজি হননি। তখনই খুনের ছক কষেন তরুণী। তার শিকার হলেন এক সম্ভাবনাময় তরুণ।

বিশেষ সরকারি আইনজীবী ভি এস বিনীত কুমার বলেছেন, 'আমি যখন আদালতে সওয়াল করছিলাম তখন আমি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী। আমি নিশ্চিত ছিলাম সমস্ত প্রমাণ আদালত গ্রহণ করবে। আমি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি, এই ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম। এর

দৃষ্টান্তমূলক রায় মৃত্যুদণ্ড।'

তিরুবনন্তপুরমের নিম্ন আদালত জানিয়েছে, মামলায় অপরাধের গুরুত্ব এতটাই যে, দোষীর বয়স বিবেচনার দরকার নেই। তাঁর অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব, আগে কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস না থাকা, মা-বাবার একমাত্র সন্তান বলে সাজার ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো যায় না, যা চেয়েছিল দোষীর পরিবার। মামলার পরিস্থিতিগত, ডিজিটাল ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই আদালত শাস্তি ঘোষণা করেছে। তরুণীর মা প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। গ্রীষ্মাকে সাহায্য করায় কাকার কারাদণ্ড হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ড শুধু দেশের মানুষকেই নয়, গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়েছে। যেভাবে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে, সেই নৃশংসতায় স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব। ওই ঘটনায় পুরুষের যৌন আক্রোশ দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। কেরলের ঘটনাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, একজন অল্পবয়সি শিক্ষিত মহিলাও নিষ্ঠুরতায় কম যান না। গ্রীষ্মা যা করেছেন, তা সমাজের কাছে ক্ষতিকারক বার্তা দিল।

একনজরে

- গ্রীষ্মা গ্রেপ্তার ৩১ অক্টোবর, ২০২২ সাল
- শ্যারণ রাজ খুনে ফাঁসির সাজা দিল দায়রা আদালত
- কন্যাকুমারী কলেজের প্রাক্তনী গ্রীষ্মা
- সবচেয়ে কমবয়সি তরুণীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা

বাংলাদেশে ঢুকে আটক ভারতীয় যুগল

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি : প্রেম মানে না বয়স। স্বামী, সন্তান ছেড়ে প্রেমিককে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন এক ভারতীয় গৃহবধূ। প্রেমিকও ভারতীয়। অভিযোগ, তাঁরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকেন। তাঁদের সহায়তা দেন এক বাংলাদেশি। বিজিবি ভারতীয় যুগলকে আটক করেছে। আটক করা হয়েছে বাংলাদেশি সহায়তাকারীকেও। রবিবারের ঘটনা।

ধৃত সৌরভ কুমার সাপুই দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার গড়খালি গ্রামের বাসিন্দা। সৌরভের চেয়ে আট বছরের বড় পূর্ব বর্ধমানের ধামাই গ্রামের বাবর আলি মণ্ডলের মেয়ে রেশমা মণ্ডল জান্নাতের স্বামী ও পাঁচ বছরের একটি কন্যা রয়েছে। তাঁদের ছেড়ে তিনি প্রেমিকের হাত ধরে বাংলাদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনের আলাপ সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখান থেকেই সম্পর্কের শুরু ও গভীরতা। কোচবিহারের সীমান্ত দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে যান। সীমান্ত পার হতে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন বাংলাদেশি যুবক ইউনুছ আলি। বিজিবির নায়েক হুমায়ুন আলি জনিয়েছেন, দুই ভারতীয় ও এক বাংলাদেশ আটক হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। তাঁদের জেল হাজতে পাঠানো হবে।

বন্দিদশা কাটিয়ে ঘরে ফেরার আনন্দে আত্মহারা তাঁরা। ইজরায়েলি সেনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া প্যালেস্তিনীয়দের সেই ছবি। গাজায়।

২৭ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রচারে নামছেন মোদি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : পরিবর্তন আর প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ২৭ জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামনের মাসে রাজধানীতে বিধানসভা ভোট। তার আগে প্রচারে সব দল। দিল্লিতে ২৫ বছরেরও বেশি সময় পর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দলের প্রথম শ্রেণির নেতাদের দিয়ে প্রচারে জোর দিয়েছে বিজেপি। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে একাধিক বিধিনিষেধ থাকায় ২৭ জানুয়ারি থেকে প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী। 'পরিবর্তন' স্লোগানকে সামনে রেখে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে পদ্ম শিবির একটি লক্ষ্যভিত্তিক প্রচার চালাবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

দিল্লির রোহিণীতে আয়োজিত 'পরিবর্তন সমাবেশে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলের এই পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, 'আপদা সহ্য করব না, পরিবর্তন আনবই।' দিল্লি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। আবগারি সহ আপের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিজেপি এবার দিল্লিতে ভোটের প্রচার চালাচ্ছে।

দিল্লির জল সংকট, দূষিত জল সরবরাহ, বায়ু দূষণ, বৃষ্টিতে জল জমা, খারাপ রাস্তা এবং অপ্রতুল গণপরিবহণের মতো নাগরিক সমস্যাগুলির ছবি লাগিয়ে আপের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সাতটি আসনেই জয়ী হয়েছে তারা।

৯০ প্যালেস্তিনীয়কে মুক্তি দিল ইজরায়েল

গাজা, ২০ জানুয়ারি : ৩ ইজরায়েলি বন্দিকে রবিবার মুক্তি দিয়েছিল হামাস। পরিবর্তে সোমবার ৯০ জন প্যালেস্তিনীয়কে ছেড়ে দিল ইজরায়েল। একদিকে যুদ্ধবিরতি, অন্যদিকে প্রতিবেশী-পরিজনরা ঘরে ফেরায় খুশির হাওয়া গাজা ও ওয়েস্টব্যাংকে। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার যাঁদের ছাড়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬৯ জন মহিলা, বাকিরা কিশোর। তাঁদের অধিকাংশের বয়স ১২ বছরের কম। স্থানীয় সময় বেলা ১টা নাগাদ রেডক্রসের বাস মুক্তি পাওয়া প্যালেস্তিনীয়দের ওয়েস্টব্যাংকের রামাল্লায় নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানাতে কয়েকহাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। ইজরায়েলি বাহিনীর ঘেরাটোপ উপেক্ষা করেই তাঁরা মুক্তি পাওয়া প্যালেস্তিনীয়দের কাছে পৌঁছে যান।

ইজরায়েলে ৬ মাসের বেশি বন্দি থাকা দলটিতে ছিলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্তাইনের শীর্ষস্থানীয় নেত্রী খালিদা জারার এবং সাংবাদিক বুশরা আল তাউইল। বুশরা জানান, ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে ভাগ করে তাঁদের রাখা হয়েছিল। এদিন রাত ৩টে নাগাদ সবাইকে একটি জেলে জড়ো করে ইজরায়েলি সেনা। সেখান থেকে বাসে করে রামাল্লায় নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, 'আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে যে কোনও সময় আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ঘরে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।' বুশরা ছাড়া পেলেও তাঁর বাবা এখনও ইজরায়েলে বন্দি। তাঁকেও এবার ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আশাবাদী ওই সাংবাদিক।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে আরও ৩০ জন ইজরায়েলিকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হামাস। বিনিময়ে কতজন প্যালেস্তিনীয়কে ইজরায়েল মুক্তি দেবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সংখ্যাটা এক থেকে ২ হাজার পর্যন্ত

গাজায় স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার চায় হু

হতে পারে। এদিকে যুদ্ধবিরতি হতেই বিধ্বস্ত গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। প্যালেস্তিনীয় জনপদের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সোমবার সংস্থার প্রধান তেদ্রস আধানম ঘেব্রিয়াসুস বলেন, 'সংঘর্ষের জেরে যাঁদের জীবন বিপন্ন হয়েছে এই যুদ্ধবিরতি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছে। গাজার জরুরি প্রয়োজন মেটাতে আমরা তৈরি। তবে কাজের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিয়মগুলি তুলে নিতে হবে।' গাজার পুনর্গঠনে ১০ বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে বলে ইঙ্গিত করেছেন তিনি।

'১৫ মিনিটেই জ্বর গায়েব গোমূত্রে'

আইআইটি অধ্যক্ষের মন্তব্যে বিতর্ক

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারি : গোমূত্রের ওষধিগুণ নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক বাধালেন মাদ্রাজ আইআইটির অধ্যক্ষ ভিজিনাথন কামকোটি। তিনি গোমূত্রের ওষধিগুণ রয়েছে বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'গোমূত্রের মধ্যে সংক্রমণ নিরাময়ের ক্ষমতা, ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাকনাশক গুণাবলি এবং হজমশক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে।' ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইআইটি-র প্রধানের এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই শুরু হয়েছে সমালোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপানউতোরও।

১৫ জানুয়ারি চেন্নাইয়ের একটি 'গো সমরক্ষণশালা'তে 'মাট্টু পোঙ্গল' উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কামকোটি এক সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, এক সন্ন্যাসী জ্বরে ভুগছিলেন এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু পরে গোমূত্র পান করেন এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁর জ্বর সেরে যায়। কামকোটি আরও বলেন, গোমূত্র ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের মতো অসুখ নিরাময়ে কার্যকর।

মাদ্রাজ আইআইটির অধ্যক্ষ সেদিন আলোচনা করেন জৈবচাষের গুরুত্ব এবং দেশি গোরুর ভূমিকা নিয়েও। গোরু ও বলদের সম্মানে উদযাপন করা হয় তামিলনাড়ুর এই মাট্টু পোঙ্গল উৎসব।

ইতিমধ্যে কামকোটির বক্তব্যের একটি ভিডিও ছড়িয়ে

গোমূত্রের মধ্যে সংক্রমণ নিরাময়ের ক্ষমতা, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাকনাশক গুণাবলি এবং হজমশক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে।

ভিজিনাথন কামকোটি

আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যক্ষের মুখে এরকম কথা মানায় না। তাঁর বক্তব্য নিছক অবিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া কিছু নয়।

কার্তি চিদম্বরম

পড়ে সমাজমাধ্যমে। তার জেরে শোরগোল শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে দেশ থেকে শিক্ষাদীক্ষা তুলে দেওয়া।' কংগ্রেসের কার্তি চিদম্বরম বলেন, 'আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যক্ষের মুখে এরকম কথা মানায় না। তাঁর বক্তব্য নিছক অবিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া কিছু নয়।'

তামিলনাড়ুর যুক্তিবাদী সংগঠন দ্রাবিড়ার কাজাগমের নেতা কালি পুঙ্গুন্দ্রন গোমূত্রের ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণার উল্লেখ করে এই মন্তব্যকে 'লজ্জাজনক' বলে মন্তব্য করেন। ওই সংগঠন কামকোটির কাছে হয় প্রমাণ, নয়তো ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে।

তবে তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাই কামকোটির মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, 'এটি অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত মতামত। তিনি তো কারও ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেননি।'

জন্ম দেওয়ার শাস্তি মাকে খুন ছেলের

কোঝিকোড়, ২০ জানুয়ারি : মা কেন তাকে জন্ম দিয়েছিল? এই কারণে মাকে শাস্তি দিতে তাঁকে খুন করল ছেলে। হ্যাঁ, মাদকাসক্ত ছেলে ঠিক এই জবাবই পুলিশকে দিয়েছে।

কেরলের কোজিকোড় জেলার থামরাসেরির কাছে পুথুপ্পড়িতে অবাক করার মতো ঘটনাটি শনিবারের।

মায়ের হাতে মানুষ হওয়া ছেলে ছুরি দিয়ে মায়ের গলা কেটেছে। ২৫ বছরের সেই ছেলের নাম আশিক। মা ৫৩ বছর বয়সি সুবেইদা কাইক্কাল। খুন করার পর বিন্দুমাত্র আফশোস ধরা পড়েনি আশিকের। বরং জানা গিয়েছে এর আগেও দু-তিনবার মাকে খতম করার চেষ্টা করেছে সে।

থামরাসেরির এসএইচও সাজুজকুমার জানিয়েছেন, এর আগেও দু'তিনবার মাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল আশিক। একথা পুলিশকে জানিয়েছেন পাড়াপড়শিরা। মাদকাসক্ত আশিক প্রায় সবসময় মায়ের কাছে টাকা চাইতো। না দিলেই অশান্তি। ঝামেলা। ঘটনার দিন আশিক মাদক নিয়েছিল কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এসএইচও জানিয়েছেন, আশিকের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

সুবেইদা ডিভোর্সি। ২৩ বছর আগে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় আশিক দু'বছরের। ছেলেকে নিয়ে সংসার। আয় বলতে কোনও অনুষ্ঠানে রান্নার কাজে সাহায্য করতেন।

আশিকের মাসি শাকিলা জানিয়েছেন, আশিক একসময়ে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যুক্ত হয়। তখন থেকেই মাদক নিতে শুরু করে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর একটি সেন্টারে ১০ মাস চিকিৎসা করিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করেছিলেন সুবেইদা। প্রাক্তন স্বামীর কাছেও ছেলেকে রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি নিতে চাননি। মাথায় টিউমারের অস্ত্রোপচারের পর পুথুপ্পাড়িতে শাকিলার বাড়িতে ছিলেন। মর্মান্তিক ঘটনাটি সেখানে ঘটে। তখন কাজে বেরিয়েছিলেন আশিকার মাসি শাকিলা।

আমেরিকায় খুন ভারতীয় তরুণ

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : বিদেশে পড়তে গিয়ে দুষ্কৃতির গুলিতে খুন হলেন ২৬ বছর বয়সি এক ভারতীয় তরুণ। নাম রবি তেজা। হায়দরাবাদের আরকে পুরম কলোনির বাসিন্দা তিনি। আমেরিকার ওয়াশিংটনের এক গ্যাস স্টেশনে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। সেখানেই ভারতীয় তরুণ খুন করে দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে, রবি ২০২২ সালের মার্চ মাসে মাস্টার ডিগ্রি পড়তে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিল। বর্তমানে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে চাকরির খোঁজ করছিলেন তরুণ। তরুণকে খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি।

সন্ন্যাসী ছেলেকে ঘরে ফেরার আর্জি বাবার

প্রয়াগরাজ, ২০ জানুয়ারি : সন্ন্যাস নেওয়ার পর কোনও সন্তানই নিজের মা, বাবার কাছে ফিরে যেতে পারেন না। এটাই বিধি। সব মা, বাবা তা জানেন। কিন্তু মন মানে না। অসংযত মনকে শান্ত করতে আইআইটি বাবা তথা অভয় সিংহকে ঘরে ফেরাতে প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় চলে এসেছেন বাবা করণ গ্রেওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, পরিজনেরা চাইছেন ছেলে ঘরে ফিরে চলুক। তাঁদের ইচ্ছা করুণ আর্তি হয়ে প্রকাশ পেল হরিয়ানার ঝাজ্জর আদালতের আইনজীবী গ্রেওয়ালের মুখে। তাঁর আকুল আর্তি, 'অভয় ফিরে চল বাবা'। কিন্তু দেখা পাননি।

সন্ন্যাস জীবনে একবার পা ফেললে আর ঘরে ফেরার উপায় থাকে না। করণ গ্রেওয়াল তা জানেন। কিন্তু তাঁরা পরিবারের লোকেরা ভীষণভাবে চাইছেন অভয় ওই পথ ছেড়ে গৃহী হোক।

মহাকুম্ভে অভয় আইআইটি বাবা নামে পরিচিত। আধ্যাত্মবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি ৩ লক্ষ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করেছেন কানাডায়। আইআইটি বম্বের প্রাক্তনী অভয় সিংহ আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্যই বিদেশ ছেড়ে দেশে ফেরেন। কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না। বিষণ্ণতায় ভরা মন আধ্যাত্মিকতার পথে নেমে আনন্দ পেয়েছে। প্রবল ঠান্ডায় তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন হরিদ্বার, সিমলা, মানালিতে। প্রয়াগে জুনা আখড়ায় থেকেছিলেন। এখন থাকেন না। তিনি পালিয়ে গিয়েছেন বলে রটানো হয়।

আইআইটি বাবার দাবি, তাঁর খ্যাতি, প্রচারের আলো আখড়া কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে না পেরে তাঁকে আখড়া ছাড়ার নির্দেশ দেন।

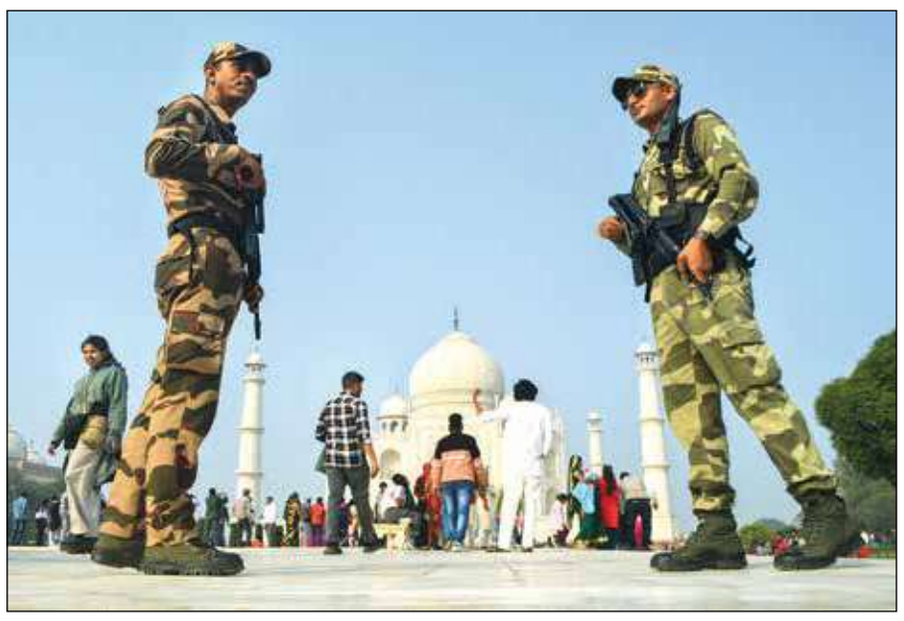

সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। তার আগে প্রেমের তাজের সামনে টহল দুই জওয়ানের। সোমবার আগ্রায়।

বিহারে ফের বিষমদের বলি ৭ জন

পাটনা, ২০ জানুয়ারি : বিহারে বিষমদে ফের টলমল অবস্থা নীতীশ কুমার সরকারের। গত চারদিনে বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলায় বিষমদের বলি কমপক্ষে ৭ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। একটি টিম গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম মৃত্যু ঘটেছিল ১৫ জানুয়ারি। তবে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে রবিবার। ইতিমধ্যে মৃত ব্যক্তিদের দেহ সৎকার করে দেওয়ায় মৃত্যুর কারণ ঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার শৌর্য সুমন বলেন, 'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মৃত সাতজনের মধ্যে অন্তত দুজনের ক্ষেত্রে ভেজাল মদের কোনও সম্পর্ক নেই। একজন ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মারা গিয়েছেন। আরেকজন পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন।' তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সব মৃত্যুই হয়েছে বিষমদে। এক মৃত ব্যক্তির আত্মীয় জানান, 'আমার ভাই প্রদীপ তার বন্ধু মণীশের সঙ্গে মদ খেয়েছিল। দুজনেই মারা গিয়েছে।'

পশ্চিম চম্পারণের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (ডিডিসি) সুমিত কুমার বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিমতো একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী দল লাউরিয়া এলাকায় গত তিন থেকে চার দিনে মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে।'

২০১৬ সাল থেকে বিহারে মদ পান ও বিক্রি নিষিদ্ধ। অথচ বারবার বিষমদের কারণে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। অক্টোবর মাসে বিহারের সিওয়ান এবং সারণ জেলায় বিষমদে৩৫ জনের মৃত্যু হয়।

মায়ের কাছেই থাকবে অতুল সুভাষের শিশুপুত্র

সুপ্রিম কোর্টের রায়

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অতুল সুভাষের আত্মহত্যার ঘটনায় 'কাঠগড়ায়' তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। এই অবস্থায় কার কাছে থাকবে তাঁদের শিশুপুত্র, বিস্তর জলঘোলা হয়েছে তা নিয়েও। তবে সমাধান দিল সুপ্রিম কোর্ট। শেষমেশ শিশুপুত্রের হেপাজতের অধিকার গেল মায়ের হাতেই।

ছেলের মৃত্যুর পর নাতিকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে চলতি মাসের গোড়ায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অতুলের মা অঞ্জু মোদি। সেই মামলাতেই সোমবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দেন অতুলের বিচ্ছিন্ন স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল অতুল-পুত্রকেও। অন্যদিকে আবেদনকারীরা বিস্তারিত হলফনামা দাখিল করার জন্য আরও এক সপ্তাহ সময় চান। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি নাগরত্ন জানিয়ে দেন, আপাতত ছেলে থাকবে মায়ের কাছেই।

অতুলের সন্তান এখন কোথায় রয়েছে? বেঙ্গালুরুর তরুণের

আত্মহত্যার পর থেকেই তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। পৌত্রকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অতুলের মা। সেই আবেদন শুরুতেই খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সন্তানের মা এখনও জীবিত রয়েছেন। অন্যদিকে অতুলের সন্তানের কাছে তার ঠাকুমা প্রায় অচেনা একজন মানুষ। ৭ জানুয়ারি ওই মামলার শুনানিতে অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়ার আইনজীবী জানান, অতুল এবং নিকিতার সন্তান আপাতত হরিয়ানার ফরিদাবাদে রয়েছে। সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে পড়াশোনা করছে সে। সন্তানকে যাতে নিকিতার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়, সেই আবেদনও করেন নিকিতার আইনজীবী। জানানো হয়, ফরিদাবাদের হস্টেল থেকে ছেলেকে এনে নিজের কাছে রাখতে চান নিকিতা। তবে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানায়, তার আগে অতুল-নিকিতার ছেলেকে আদালতে নিয়ে আসতে হবে। সেই মতো সোমবার শুনানিতে মা-শিশুপুত্রকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে হাজির করানো হয়। শিশুটির পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে সেই সময় আদালতের ভিডিও লিংক বন্ধ রাখা হয়েছিল।

অতুলের মৃত্যুর পর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সপ্তাহদুয়েক আগে কর্ণাটক হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁরা। তবে তদন্ত এখনও চলছে।

জালিয়াতির জালে হিন্ডেনবার্গের কর্ণধার

অটোয়া, ২০ জানুয়ারি : আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ারদরে কারচুপির অভিযোগ এনে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল আমেরিকার শর্ট সেলিং সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। যারা সাধারণত কোনও সংস্থা সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট প্রকাশের আগে তাদের শেয়ার খোলা বাজারে বিক্রি করে রেখে পরে তা কম দামে কেনে। কিন্তু সম্প্রতি আচমকা সংস্থার ঝাঁপবন্ধের ঘোষণা করেন কর্ণধার নেট অ্যান্ডারসন। তারপরেই কানাডায় আতশকাচের তলায় তাঁর এবং হিন্ডেনবার্গের কার্যকলাপ।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নিরাপত্তা সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে বিদ্ধ হতে পারেন হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা নেট। কানাডার একটি পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, অন্টারিওর একটি আদালতে দায়ের করা নথি থেকে জানা গিয়েছে, সে দেশের হেজ ফান্ড সংস্থা (লেনদেনের ঝুঁকি সামলে শেয়ারের রিটার্ন বাড়ানোর চেষ্টা করে যারা) অ্যানসন-এর কর্ণধার মোয়েজ় কাসামের সঙ্গে মিলে ২০২০-তে ট্যাক্সি অ্যাপ ফেসড্রাইভ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন নেট। সেখানে আগে থেকেই অ্যানসন-এর কাছে এই সংস্থাটি সম্পর্কে খবর ছিল। অ্যানসন হেজ ফান্ডের প্রধান মোয়েজ কাসাম স্বীকার করেছেন, তিনি হিন্ডেনবার্গের নেট অ্যান্ডারসনের সঙ্গে গবেষণা তথ্য শেয়ার করেছিলেন।

সম্প্রতি অন্টারিও-র আদালতে মানহানির এক মামলায় কাসাম এবং অ্যান্ডারসনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ই-মেল বার্তালাপ তুলে ধরে কানাডার মার্কেট ফ্রডস পোর্টাল। তাদের দাবি, আদালতের নথি থেকে স্পষ্ট, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ এবং অ্যানসন হেজ ফান্ড একসঙ্গে রিপোর্ট তৈরি করেছিল। কোনও কোম্পানির বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিবেদন তৈরি করার সময় বিনিয়োগে অংশগ্রহণের তথ্য গোপন রাখা নিরাপত্তা জালিয়াতি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বেআইনি অভিবাসী তাড়ানো হবে : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন... কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালাবদলের সাক্ষী হতে রবিবার থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্প সমর্থকদের ভিড় জমতে শুরু করেছিল। সোমবার তা দু-লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শহরের নানা জায়গায় ট্রাম্পের ছবি হাতে তাঁদের স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। আবার কয়েক জায়গায় মিছিল করেছেন ট্রাম্প-বিরোধীরাও। শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওয়াশিংটন পৌঁছে গিয়েছেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও।

কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা রাজধানী এলাকা। কয়েক হাজার পুলিশকর্মীর সঙ্গে মোতায়েন রয়েছে সেনা ও ন্যাশনাল গার্ড। যেখানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে, সেই ক্যাপিটল হলের বাইরের অংশে বহুস্তরীয় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর নির্বিঘ্নে করার চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছেন না বিদায়ি প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

এদিকে প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার শপথ নেওয়ার ঠিক আগে আগামী ৪ বছর আমেরিকা শাসনের রূপরেখা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। সোমবার ওয়াশিংটনে সমর্থকদের বিরাট জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন 'নতুন' প্রেসিডেন্ট। দায়িত্ব নেওয়ার দিন থেকেই আমেরিকায় বসবাসকারী বেআইনি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাইডেন প্রশাসনের প্রতিটি 'চরমপন্থী' ও 'নির্বোধ' নির্দেশ প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। তাঁর শাসনে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র যে আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজের ভূমিকা সংকুচিত করবে সেই বার্তাও দিয়েছেন ট্রাম্প।

ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পালাবদলে মার্কিন প্রভাব কাজ করছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। অন্য দেশে নাক গলানোর এই নীতি থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। পরিবর্তে দেশে দেশে চলা যুদ্ধ বন্ধ করাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আগামী কাল সূর্য ডোবার আগেই আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করব। কোনও অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে দেব না। আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, আমরা আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের কত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে ধারাবাহিক ভাবে জো বাইডেন সরকারের অভিবাসন নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট সরকারের 'দুর্বল' অভিবাসন নীতির কারণে আমেরিকায় বেআইনি অনুপ্রবেশ বেড়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। ট্রাম্পের আরও দাবি, বিদেশ থেকে যাঁরা বৈধভাবে আমেরিকায় আসছেন, তাঁরা মার্কিনদের চাকরি এবং সম্পদে ভাগ বসাচ্ছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতায় এলে তিনি যে ভিসা নীতিতে কড়াকড়ি করবেন, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সোমবার পুরোনো প্রতিশ্রুতি পালনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, 'মাত্র ৭৫ দিন আগে, আমরা একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছি। আমাদের দেশ কখনও এমন ঘটনার সাক্ষী হয়নি। আগামীকাল থেকে, আমি দৃষ্টান্তমূলক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সংকটের সমাধান করব।' ২০২০-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হারের পর ট্রাম্প সমর্থকরা আমেরিকার পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলে হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনায় দেড় হাজারের বেশি লোককে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছে বাইডেন সরকার। ক্ষমতায় এসেই তাঁদের ওপর থেকে মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প।

এদিন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১০টায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন তিনি। তারপর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। প্রথমদিনই শতাধিক নির্দেশিকা জারি করতে পারেন ট্রাম্প।

আমেরিকায় পালাবদল

> আগামীকাল সূর্য ডোবার আগেই আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করব। কোনও অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে দেব না।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

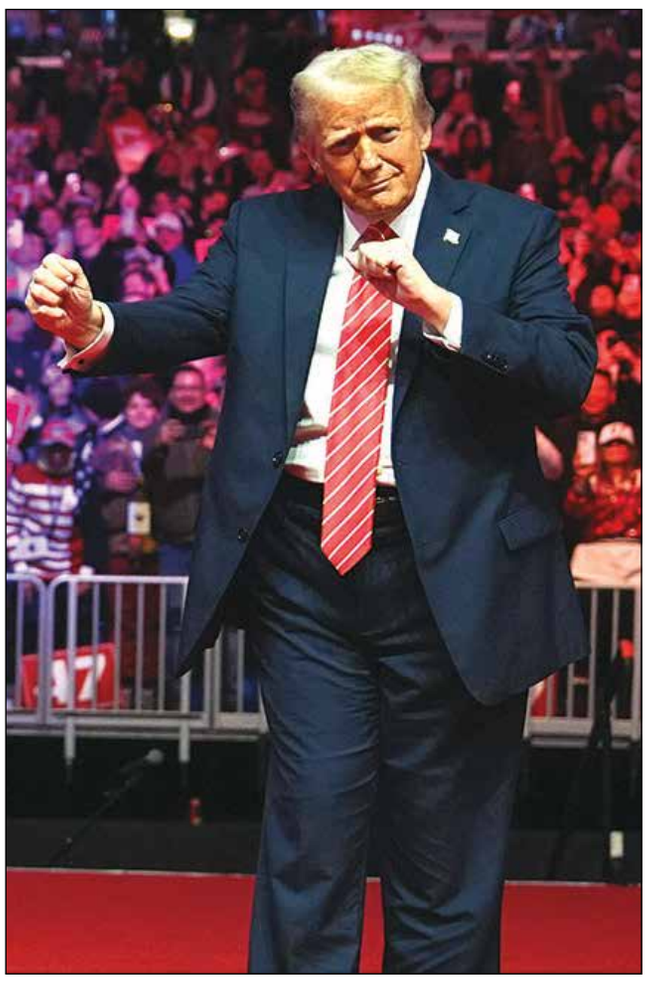

আজ নাচি আনন্দে... শপথগ্রহণের আগে এক অনুষ্ঠানে গানের ছন্দে পা মেলালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বন্ধুর আনন্দে আত্মহারা এলন মাস্ক।

আগাম ক্ষমা ঘোষণা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : আর কয়েকঘণ্টা। তারপরই নামের আগে 'আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট' শব্দগুলি বসে যাবে জো বাইডেনের। তবে বিদায়বেলায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ করলেন বিদায়ি শীর্ষনেতা। সোমবার আচমকা নিজের বিশেষ ক্ষমতা-বলে সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এবং প্রাক্তন কর্তাকে আগাম ক্ষমা ঘোষণা করলেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের তরফে আগাম ক্ষমাপ্রাপ্তদের তালিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে সরকারের প্রাক্তন কোভিড উপদেষ্টা তথা আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় ভাইরাস বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউসি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মার্ক মিলির নাম রয়েছে। করোনাকালে ফাউসির একাধিক নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে

ট্রাম্প-রোষের আশঙ্কা!

আপত্তি জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, ট্রাম্পকে 'আদ্যন্ত ফ্যাসিবাদী' বলে সম্বোধন করে প্রচারে এসেছিলেন জেনারেল মিলি। দু-জনের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে ট্রাম্প শিবির।

২০২১-এর ৬ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে সংঘর্ষ এবং ওইদিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে যেসব আধিকারিক তদন্ত চালিয়েছিলেন, তাঁদেরও আগাম ক্ষমা ঘোষণা করেছেন বাইডেন। শুধু তাই নয়, হাউস সিলেক্ট কমিটিতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন এমন বেশ কয়েকজনের নামও রয়েছে তালিকায়। আমেরিকার কয়েকদশকের ইতিহাসে ক্ষমতার পালাবদলের সন্ধিক্ষণে কোনও প্রেসিডেন্টের একসঙ্গে এতজনকে আগাম ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্ত বেনজির।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীরা আমাদের জাতিকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে পরিষেবা দিয়েছেন। তাঁদের কোনও ধরনের অন্যায় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের লক্ষ্যবস্তু হওয়া কাম্য নয়।' পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা ব্যক্তিদের নিশানা করতে পারেন। সেই আশঙ্কা থেকেই বাইডেন এই পদক্ষেপ করেছেন।

কাশ্মীরে শহিদ জওয়ান

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের সোপরে রবিবার রাত থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই চলছে। সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন এক জওয়ান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, জালোরা গুজ্জরপতি অঞ্চলে জঙ্গিদের ডেরার সন্ধান পেয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। সেনা-পুলিশের যৌথবাহিনী গতকাল গভীর রাতে সেখানে হানা দেয়। অভিযানের আঁচ পেয়ে সতর্ক হয়ে যায় জঙ্গিরা। তারা গ্রেনেড ছোড়ে। গুলি চালায়। তাতে বিদ্ধ হন জওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান।

ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে সোপরের ডাঙ্গিওয়াচায় জঙ্গিদের দুই শাগরেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় কিছু আগ্নেয়াস্ত্র। সরকারি রিপোর্ট বলছে গত বছরের মে মাস থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত ২৩ জঙ্গিকে খতম করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। শহিদ হয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর ২৪ জওয়ান।

রোগীরা ফুটপাথে, কেন্দ্রকে চিঠি রাগার

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : দিল্লির সরকারি হাসপাতালের উন্নত পরিষেবা নিয়ে এতদিন অনেক কথাই বলেছে আম আদমি পার্টির সরকার। কিন্তু দিল্লি এইমসের বাস্তব ছবিটা দেখে শিউরে উঠেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রোগী তো বটেই, এমনকি রোগীদের পরিবার-পরিজনের দুরবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার পাশাপাশি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকেও।

দিল্লির এইমস হাসপাতালের বাইরের ফুটপাথ ও সাবওয়ে এলাকায় শয়ে শয়ে রোগী ও তাঁদের পরিবারের দুর্বিষহ অবস্থা তুলে ধরে রাহুল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে এহেন 'মানবিক সংকট' নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি দিল্লির এইমস এলাকায় গিয়েছিলেন রোগী পরিষেবা পরিদর্শন করতে। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীরা দিল্লির হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে কোনওমতে রয়েছেন ফুটপাথ ও মেট্রো স্টেশনের নীচে। সেখানে না আছে পানীয় জল, না শৌচাগার কিংবা থাকার মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা। চারদিকে আবর্জনার স্তূপ আর দুর্গন্ধে টেকা দায়। খোঁজ নিয়ে রাহুল জানতে পারেন, চিকিৎসা-প্রক্রিয়ার শ্লথগতির জন্য রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে হয়। এই ব্যাপারটাও পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে।

রাহুল তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'দিল্লির এইমস দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় হাসপাতাল হলেও রোগী ও তাঁদের পরিবারের এই অবস্থা প্রমাণ করে যে দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সুলভ ও উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছোচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, 'কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার রোগীদের এই মানবিক সংকটের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।' এই অবস্থা বদলাতে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সব দলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা উচিত বলে তিনি জানান।

শুধু সমস্যা তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি রাহুল। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে কী করণীয় তা জানিয়ে তিনি একগুচ্ছ প্রস্তাবও দিয়েছেন কেন্দ্র ও দিল্লির সরকারকে। তাঁর প্রস্তাব, দেশের অন্যান্য এইমসের নতুন সুবিধাগুলি দ্রুত চালু করতে হবে। প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করতে হবে। স্বাস্থ্যপরিষেবা খাতে সরকারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আয়ুষ্মান ভারত সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করে রোগীদের ব্যক্তিগত খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্রমবর্ধমান খরচে রাশ টানতে হবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে লেখা চিঠিতে রাহুল শীতে ফুটপাথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া রোগীদের জন্য হিটিং সিস্টেম, কম্বল, জল ও সুষ্ঠু আশ্রয়ের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা লিখেছেন।

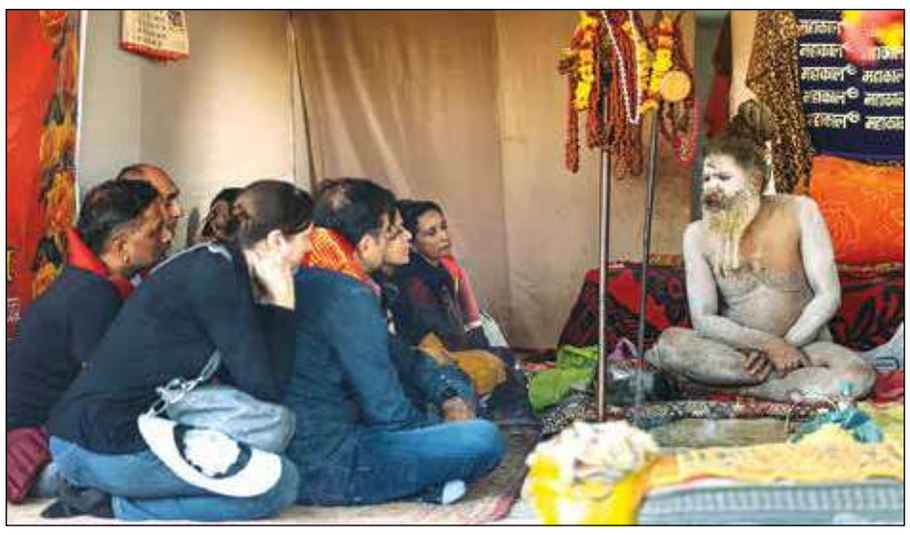

গুরুর কাছে পাঠ... সোমবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে।

সম্ভাল হিংসায় দাউদ-যোগ!

সম্ভাল, ২০ জানুয়ারি : সম্ভাল হিংসার ঘটনায় দাউদ ইব্রাহিমের যোগ! নভেম্বরের হিংসায় রবিবার আরও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজনের দাউদের সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে দাবি যোগী পুলিশের। নাম মোল্লা আফরোজ। সম্ভালের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীশ চন্দ্র জানান, 'দুবাইয়ে দাউদ গ্যাংয়ের নেতা শারিক সাত্তার কাছ থেকে নির্দেশ নিত আফরোজ। তার সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের যোগাযোগেরও প্রমাণ মিলেছে। ২৪ নভেম্বর সম্ভালে গুলি চালানোর ঘটনায় আফরোজের গুলিতেই দুজনের মৃত্যু হয়েছিল।' আফরোজের পুত্র আফজরও দাউদের গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত।

হত দুই মাও

বস্তার, ২০ জানুয়ারি : ছত্তিশগড়ে বস্তার জঙ্গলে সোমবার ওড়িশা সীমান্ত লাগোয়া গরিয়াবান্দ জেলায় পুলিশি অভিযানে দুই মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের দাবি, নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআইয়ের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য ছিল তারা।

মহাকুম্ভে আসতে পারেন মুর্মু, মোদি

প্রয়াগরাজ, ২০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভ মেলা দর্শনে আসতে পারেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সহ অনেকেই। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার মহাকুম্ভের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রজাতন্ত্র দিবস, মৌনী অমাবস্যা এবং বসন্ত পঞ্চমীর মতো বিশেষ দিনগুলিতে পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে। সে কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে। এছাড়া মৌনী আমাবস্যা এবং বসন্ত পঞ্চমীর অমৃতস্নানের সময় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরও তিনি জোর দেন।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মেলা এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পরে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেন। পন্টুন (ভাসমান অস্থায়ী সেতু) সেতুগুলিতে একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা চালু এবং মেলা এলাকা যানবাহনমুক্ত রাখার কথা বলেন তিনি। এছাড়া পুণ্যার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ এবং প্রয়োজনে সবরকম সাহায্যের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মৌনী অমাবস্যায় ৮ থেকে ১০ কোটি ভক্তের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। ওই দিন এবং প্রজাতন্ত্র দিবসে ভিড়ের চাপ সামাল দেওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন যোগী

বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ, শৌচালয় ও সেতুগুলির ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে।

তবে মেলার প্রস্তুতি যে ভালোই, তা রবিবারই একপ্রস্থ প্রমাণিত। মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে লাখো পুণ্যার্থী এবার ভিড় করেছেন প্রয়াগরাজে। রবিবার বিকালে মেলা চত্বরে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন গ্রাস করে একের পর এক তাঁবুকে। কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতায় এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মাত্র ২২ মিনিটেই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পুলিশ সুপার তথা ইন্টিগ্রেটেড কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের (আইসিসিসি) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আইপিএস অমিত কুমার বলেন, 'কুম্ভমেলায় প্রথমবার ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর সাহায্য নিয়ে। মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়াও শহরজুড়ে এআই-চালিত ৩০০০-এরও বেশি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ক্যামেরাগুলি যে কোনও মুহূর্তের ফুটেজের ওপর ভিত্তি করে নির্ভুল তথ্য দেয়। ফলে কোনও দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেলে তা ঠিক কোথায়, কীভাবে ঘটেছে, তা জানতে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় না। আগুন লাগার পর এআই মারফত দ্রুত খবর চলে আসায় ৭ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিড় সরিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেন পুলিশ ও দমকলকর্মীরা।'

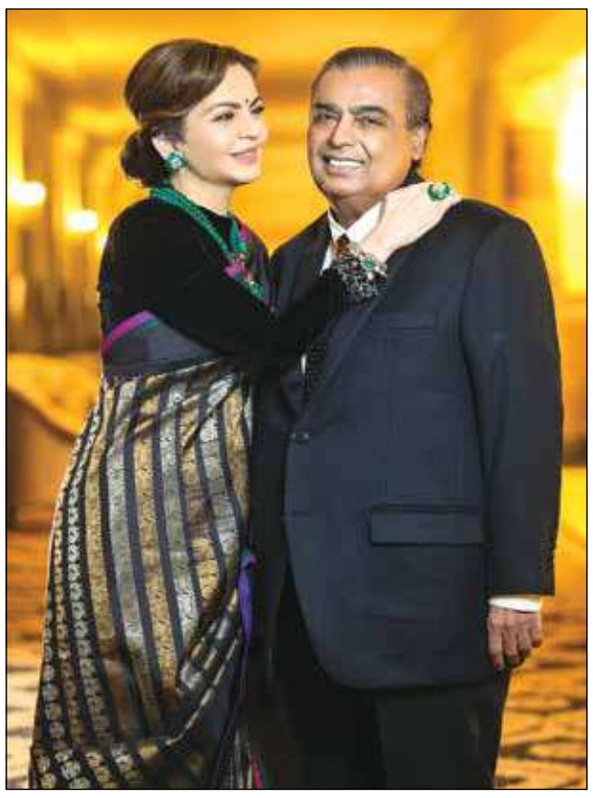

ওয়াশিংটনে অন্য মেজাজে মুকেশ ও নীতা আম্বানি।

সুপ্রিম স্থগিতাদেশে স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ড আদালতে মামলা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সোমবার সেই মামলার শুনানির ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট ঝাড়খণ্ড সরকার এবং অভিযোগকারী নবীন ঝা-কে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে রাহুলের মামলার শুনানি ছিল। রাহুলের পক্ষে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, 'যাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, একমাত্র তিনিই মামলা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয়পক্ষ কীভাবে মামলা করলেন? প্রক্সি পার্টি মামলা করতে পারে না।'

মানহানি মামলা

দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর শীর্ষ আদালত ঝাড়খণ্ড আদালতে চলা শুনানিতে আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, 'বিচারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।' আদালত ঝাড়খণ্ড সরকার এবং অভিযোগকারী নবীন ঝা-কে চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতের সম্পদের অর্ধেক ১০ শতাংশ ব্রিটিশ ধনীর ভাঁড়ারে

লন্ডন, ২০ জানুয়ারি : অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতকের শুরুর দিককে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সেই সময় উপনিবেশগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ শোষণ করেছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। যাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল ব্রিটেন। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদের প্রধান উৎস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। অর্থাৎ, আজকের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ১৭৬৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারত থেকে ব্রিটেনে সম্পদ নির্গমনের পরিমাণ ছিল ৬৮.৮২ ট্রিলিয়ন ডলার। এই সম্পদের প্রায় অর্ধেক (৩৩.৮ ট্রিলিয়ন ডলার) আজও ব্রিটিশ ধনকুবেরদের ১০ শতাংশের ভাঁড়ারে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সংস্থা অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। 'টেকার্স, নট মেকার্স' শীর্ষক ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির একটি অংশের ফুলে ফেঁপে ওঠার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের

ঔপনিবেশিক আমল নিয়ে অক্সফাম রিপোর্ট

সম্পদ। উপনিবেশগুলি থেকে শোষণ করা সম্পদ পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি করা হয়। যার ওপর ভিত্তি করে সেগুলি বহুজাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ঔপনিবেশিক আমলের অসাম্য এবং লুণ্ঠন আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। এটি একটি গভীর বৈষম্য যা গোটা বিশ্বে বিস্তৃত। ঔপনিবেশিক বর্ণবাদের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভাজন তৈরি হয়েছে। এটা হল এমন এক বিশ্ব, যা মূলত গ্লোবাল সাউথ থেকে সম্পদ আহরণ করে চলেছে। আর তা ঘটছে মূলত গ্লোবাল নর্থের ধনী ব্যক্তিদের সুবিধার্থে।' অক্সফামের পর্যবেক্ষণ, 'আজকের দিনে বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রায়ই একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করে। গ্লোবাল সাউথের শ্রমিকদের, বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের মূলত গ্লোবাল নর্থের ধনী শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা শোষণ করা হচ্ছে।' গ্লোবাল সাউথের চেয়ে গ্লোবাল নর্থের শ্রমিকদের মজুরি ৮৭ থেকে ৯৫ শতাংশ কম বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশকে ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল কীভাবে ভোগ করতে হয়েছে তারও বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। অক্সফাম জানিয়েছে, ১৭৫০-এ ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বের মোট শিল্পজাত পণ্যের ২৫ শতাংশ উৎপাদন হত। ১৯০০ সালের মধ্যে সেটা মাত্র ২ শতাংশে নেমে এসেছিল। ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা একাধিক বৈষম্যমূলক আইন তৈরি করে এবং কর কাঠামো গড়ে তুলে ছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

বিক্ষোভ বিমাকর্মীদের

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : বর্তমান সরকার একাধিক নিয়ম লাঘু করছেন। যা এলআইসি এজেন্ট বিরোধী। লাভজনক সংস্থাকে শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। এর প্রতিবাদে এবার সরব হলেন এলআইসির বিমা কর্মীরা রবিবার বালুরঘাট এলআইসি অফিসের সামনে এনিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে। এজেন্টদের দাবি অবিলম্বে সরকারি যে এজেন্ট বিরোধী নিয়ম নীতি রয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে তারা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন।

নাট্যোৎসবের আলোচনা

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : পতিরামে আয়োজিত হতে চলেছে 'পতিরাম নাট্য উৎসব'। পতিরাম দিশারী নাট্য সংস্থা, ঐক্যতান নাট্য সংস্থা এবং পতিরাম নাগরিক ও যুব সমাজের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐক্যতান নাট্য সংস্থার ঘরে আলোচনার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে একটি উদযাপন কমিটি, যা নাট্যচর্চার ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

বাবলার কাজের দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'চৈতালির সঙ্গে ডিটেইলস আলোচনা করলাম। সেই কারণে আমার সঙ্গে কেউ আসেনি, আমি একা এসেছি। আমার সঙ্গে এসপি আর আইবির হেড যিনি আছেন তিনি এসেছেন। এই কেসে আমি এটুকু বলতে পারি, যে যত বড়ই হোক না কেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, স্ট্রং অ্যাকশন, স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। বেশ কিছু কথা আমার কানে এসেছে। সেগুলো তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি ডিজির সঙ্গেও এর মধ্যে কথা বলেছি। এসপিকেও বলেছি। আইবির যারা আছে তাদেরও বলেছি।' এরপরে তাঁর সংযোজন, 'বাবলার অসম্পূর্ণ কাজ চৈতালি করবে। বাবলা আমার চিরকালের পরিচিত। আমি আগে মালদায় সকালে এলে রাতে ফিরে আসতাম। মালদায় এমন অনেক ঘটনার আমি সাক্ষী। বাবলা আমাদের একজন নিরলস কর্মী ছিল। এলাকার মানুষের কাছে পপুলার ছিল।'

একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি, 'কিন্তু মালদার রাজনীতি আমি বুঝি না। বিধায়ক আমরা পাই না, সাংসদ পাই না। কাউন্সিলার ইলেকশনে, বিশেষ করে কর্পোরেশন ইলেকশনে কেউ কেউ জিতে যায়। কর্পোরেশনটা পাই। কিন্তু বিধায়ক-সাংসদ হয় না। গত লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটো আসনে আমরা হেরেছি। বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজারেও হেরেছি। দুর্ভাগ্য এটা। এর মধ্যে কী রহস্য আছে সেটা আমি জানি। অনেক রকম খেলা চলে। এই খেলা চললে আলটিমেটলি মানুষের পক্ষে খারাপ হবে। পুরো রহস্যটা আমাকে ভেদ করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চৈতালি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি ওকে সব জানিয়েছি। আমার নিজের যা বলার ছিল সেসবও বলেছি। উনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনেছেন। আমি এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমার ব্যথা শেয়ার করেছেন। বাবলা সরকারের প্রতি তাঁর যে আস্থা ও ভরসা ছিল, সেটা তিনি এখানে বলে গেলেন।' নিহত স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার প্রসঙ্গে মমতার বার্তায় তাঁর বক্তব্য 'মুখ্যমন্ত্রী স্বামীর অসমাপ্ত কাজ আমাকে করার কথা বলেছেন। আগামীদিনে আরও ভালো করে বোঝা যাবে। এই ঘটনায় যারা আসল দোষী, তারা ধরা পড়ুক। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক। আপাতত আমি এটাই ভাবছি। পুলিশ কাজ করছে। আগামীদিনে কোর্টের মাধ্যমে সব কিছু পরিষ্কার জানতে পারব।'

এই পথ যদি না শেষ হয়...। বালুরঘাট ডাঙি জঙ্গলের রাস্তা। সোমবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

নজরদারি বাড়ানোর দাবি এলাকাবাসীর

পিকনিক স্পটে মদ্যপদের তাণ্ডব

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : পিকনিক করে বাড়ি ফেরার পথে প্রায় প্রতিদিনই বচসা মারপিটে জড়িয়ে পড়ছেন একদল মদ্যপ। এমনকি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে করে হচ্ছে গালিগালাজ। মহিলা দেখলে করা হচ্ছে অশ্লীল মন্তব্য। গোটা জানুয়ারি মাস যেন এমনটা রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙি এলাকার মানুষদের। এমন অবস্থায় গ্রামবাসীদের দাবি, ফরেস্টে পিকনিক হলেও তাতে কোনও অসুবিধা নেই। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি আরও জোরদার করা হোক কারণ পিকনিকে এসে মদ্যপানের পর বাড়ি ফেরার পথেই এই ঝামেলা মাঝেমধ্যেই হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের নজর আরও না বাড়ানো হলে পরে গ্রামবাসীরা কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

বালুরঘাট সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বন দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন ফরেস্টে বনভোজন বা পিকনিক আগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পিকনিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা নোটিশ বোর্ডও লাগানো হয়েছে। যার ফলে বালুরঘাট শহর সংলগ্ন ডাঙি ফরেস্ট পিকনিকের অন্যতম পছন্দের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমোদপ্রেমীদের কাছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে গোটা জানুয়ারি মাস প্রতিদিনই পিকনিকের জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক আসছেন ডাঙিতে। ডাঙি ফরেস্টে যেতে হলে গ্রামের মধ্য দিয়ে সকলকে যাতায়াত করতে হয়। কারণ একটি মাত্র চলাচলের রাস্তা। রবিবার ও ছুটির দিনে বিক্রি সব থেকে বেশি হয়।

যন্ত্রণার আখ্যান

- পিকনিক করে বাড়ি ফেরার পথে প্রায় প্রতিদিনই বচসা মারপিটে জড়িয়ে পড়ছেন একদল মদ্যপ
- এমনকি গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে গালিগালাজ। মহিলা দেখলে করা হচ্ছে অশ্লীল মন্তব্য
- জানুয়ারি মাসে যেন এমনটা রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে বালুরঘাটের ডাঙি এলাকার মানুষদের কাছে

ডাঙির বাসিন্দা বিজয় বর্মন জানান, 'গোটা একটা মাস আমরা মদ্যপদের ভয়ে থাকি। কারণ এই রাস্তাতেই পিকনিক করতে লোক ফরেস্টে যায়। আবার আমরাও চলাচল করি। সন্ধের সময় আমরা ভয়ে থাকি। কারণ মদ্যপ অবস্থায় সব বাড়ি ফেরে। কেউ বাইক দ্রুতগতিতে চালায়। আবার কেউ গ্রামে ঢুকতেই মহিলাদের দেখে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।'

আরেক বাসিন্দা পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, 'গতকাল গণ্ডগোল বড় আকার ধারণ করেছিল। চলতি মাসে তিন চারদিন এমন বড় ঘটনা ঘটেছে। এদের কারণে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা চাই পিকনিক হোক। পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি আরও অনেক বাড়ানো দরকার। তা না হলে আমরা আগামীদিনে বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।'

ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদের কথায়, 'ডাঙি ফরেস্টে পিকনিকের জন্য আমাদের পুলিশ মোতায়েন থাকে। ছুটির দিনগুলিতে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। কোনও অভিযোগ পেলেও খতিয়ে দেখা হবে।'

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে উদ্বেগ পাঞ্জিপাড়ায়

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ার পরিণতিতে আতঙ্কিত উত্তর দিনাজপুর। অভিযোগ, বিহার সীমানা এবং দুই আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন পাঞ্জিপাড়া দীর্ঘবছর ধরেই অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। ৩১ ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে গোরু-মহিষ পাচারের অবৈধ কারবারি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রকাশ্যে দিনেদুপুরে গুলি করে খুন করা।

সম্প্রতি খোদ উর্দিধারী সশস্ত্র পুলিশকর্মীদের উপর বিচারাধীন বন্দির এলোপাতাড়ি গুলি চালানো থেকে 'আবাস' যোজনায় সাধারণ উপভোক্তাদের বরাদ্দ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে গায়েব করা, সংখ্যালঘু দপ্তরের পড়ুয়াদের অনুদানের মতো সাইবার দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে উদ্বেগ বেড়েছে। একদিকে, বিহারের ডালখোলা রেলস্টেশন চত্বর থেকে ইসলামপুরের গাইসল রেলস্টেশন পর্যন্ত এলাকায় অহরহ ডালখোলা থানা, কানকি আউট পোস্ট, পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের নজরদারি অব্যাহত।

২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বেলা দুটো নাগাদ ওই জাতীয় সড়কের ধারে পাঞ্জিপাড়া পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার ঠিক মুহূর্তে রাস্তায় বাইকবাহিনী দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তৃণমূলের প্রধান মহম্মদ রাহি (৫০)। দিনকয়েক আগেই স্থানীয় শান্তিনগর সরকারপাড়া সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের বেশ কয়েকজন উপভোক্তাদের আবাসের প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা সুকৌশলে ব্যাংক থেকে লোপাটের ঘটনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে সাইবার অপরাধীদের চক্র। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সরকারি ভাতা থেকে শুরু করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে অসতর্ক গ্রাহকদের ব্যাগ ছিনিয়ে টাকা লুঠ কিংবা অপরের জমিজায়গা জোর করে দখলের নামে সংঘর্ষ থেকে খুন। এসকল অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটে চলেছে। গোয়ালপোখরের বিধায়ক মন্ত্রী গোলাম রব্বানি বলেন, 'সীমান্তের কারণেই দুষ্কৃতীদের সুবিধা হয়ে গিয়েছে। তবে জাতীয় সড়ক কেন্দ্রের অধীনে সেইক্ষেত্রে রাজ্য শুধু নয়, কেন্দ্রীয় প্রশাসন না এগিয়ে এলে অপরাধ নির্মূল করা কঠিন।' অন্যদিকে ইসলামপুর পুলিশ সুপার জবি থমাস জানান, 'পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। দুষ্কৃতীদের ধরতে বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে।'

> সীমান্তের কারণেই দুষ্কৃতীদের সুবিধা হয়ে গিয়েছে। তবে জাতীয় সড়ক কেন্দ্রের অধীনে সেই ক্ষেত্রে রাজ্য শুধু নয়, কেন্দ্রীয় প্রশাসন না এগিয়ে এলে অপরাধ নির্মূল করা কঠিন।
>
> **গোলাম রব্বানি**
> **গোয়ালপোখরের বিধায়ক**

সেলাই প্রশিক্ষণে মহিলারা

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : ভারত সরকার পরিচালিত ও একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ চলল বালুরঘাটে। একমাস ধরে চলা এই প্রশিক্ষণে প্রচুর মহিলা সেলাইয়ের যাবতীয় কাজ রপ্ত করলেন। যেখানে তাদের থাকা খাওয়ারও সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জন মহিলা শংসাপত্র গ্রহণ করেছেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিনামূল্যে চলেছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। পাশাপাশি ১৮-৪৫ বছর বয়সি পুরুষ ও মহিলাদের আগামীতে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলা সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের ফুলবাড়ি হাইস্কুল মাঠে সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা বিধায়ক মোশারফ হোসেন, গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র, রাজ্য তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রথম পাতার পর

এক চিকিৎসককে হারিয়েছে সমাজ। তাই এই ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি না হলে সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।' পালটা সঞ্জয়ের আইনজীবী সেঁজুতি চক্রবর্তী ও কবিতা সরকার আদালতে বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁসির সাজা দেওয়া যায় না। যখন সংশোধনের কোনও রাস্তা থাকে না, বিকল্প সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে নিম্ন আদালতের ফাঁসির সাজা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বিকল্প সাজা দেওয়া হোক।' মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পঞ্জাব সহ ১০টি মামলার উদাহরণের নথি আদালতে জমা দেওয়া হয়। নির্যাতিতার পরিবারের তরফের আইনজীবী অমর্ত্য দে ও রাজদীপ হালদার বলেন, 'একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে বিশ্বাস করে হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। আর সেখানে সে এই কাজ করেছে। আমরা সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি।' তারপরই বিচারক সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এজলাস ছাড়েন।

দুপুর ২টো ৪৫ মিনিটে আবার শুরু হয় শুনানি। তখন বিচারক বলেন, 'এই ঘটনা কোনওভাবে বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়। আপনারা যদি মনে করেন, তাহলে উচ্চ আদালতে যেতে পারেন।' সাজা ঘোষণার পরই সঞ্জয় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে ওঠেন 'বদনাম হয়ে গেলাম।' কিন্তু নির্যাতিতার বাবা-মায়ের দাবি, 'আমরা সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেছিলাম। বিচারক যা সঠিক মনে করেছেন তাই করেছেন।'

৬ মাসে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে মুক্ত জলঘর

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্যোগ দেখা গেলেও গ্রামীণ এলাকাগুলি কার্যত অবহেলিত থেকে যায়। ফলে গ্রামে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সহ একাধিক অপচনশীল বর্জ্য জমিতে পড়ে থাকায় উর্বরতা নষ্ট হত। এমনকি কৃষি জমিতে প্লাস্টিক পড়ে চাষেরও ক্ষতি হত। এবার গ্রামের পরিবেশকে সুস্থ করতে উদ্যোগী হল জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যেই গ্রামে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।

শুধু শহর নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও প্লাস্টিক ও পচনশীল বর্জ্য পদার্থকে আলাদা করার উদ্যোগে খুশি জলঘর গ্রামের বাসিন্দারা। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েত ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প শুরু করেছে। এখানে মোট দশটি গ্রাম রয়েছে। যার মধ্যে রাধানগর, গোপীবল্লভপুর, গোপিনগর, চকহরিনা, জলঘর ও গঙ্গাসাগর প্রধান। গ্রামগুলি থেকে সপ্তাহে তিন দিন করে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পের গাড়ি পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করছে। জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারাইল সংসদের ফাঁকা মাঠে এই বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে ৮ জন কর্মী বর্জ্য আলাদা করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। যারা হুইসেল ভ্যান নিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহে বের হন।

গ্রামবাসীরা এতদিন যে প্লাস্টিক জমানোর পর পুড়িয়ে ফেলতেন এখন আর না পুড়িয়ে পঞ্চায়েতের পাঠানো গাড়িতেই তুলে দেন। মাত্র কয়েক মাসেই এলাকার পরিবেশ ফিরতে শুরু করেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, আগে তাঁরা যেখানে- সেখানে প্লাস্টিক ফেলে দিতেন বা তাদের অজান্তেই কোনওরকমে জমিতে এসে পড়ত। তাতে চাষের ক্ষতি হত। জমি থেকে প্লাস্টিক কুড়িয়ে তুলতে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করতে হত। কিন্তু বিগত ছয় মাসে সেই সমস্যা মিটে গিয়েছে অনেকটাই।

জলঘরের উপপ্রধান জিতেন্দ্রনাথ সরকার জানান, প্রথমদিকে এই প্রকল্পে একটু সমস্যা হচ্ছিল। এখন নিয়ম মেনে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে ভ্যানে ফেলছেন গ্রামবাসী। এতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাঁরা।

শিক্ষা বিস্তারে বইমেলায় নাটক

মালদা বইমেলায় নাট্যসেনার নাটক। সোমবার। - সংবাদচিত্র

মালদা, ২০ জানুয়ারি : জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বইমেলার ১৫৯ নম্বর স্টলে আয়োজিত হল মালদা নাট্যসেনার নাটক 'দ্যা জার্নি'.. এ এক সাইকেলওয়ালার গল্প, সাইকেল নিয়ে এপাড়া থেকে ওপাড়া কী সেপাড়া ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার ইচ্ছে হল বিশ্বভ্রমণের... এভাবেই সাইকেলওয়ালা চলতে থাকে সময় ধরে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়ের শত প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার লড়াই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা, শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে গ্রাম কে চেনা, দেশ কে চেনা এইরকম বিভিন্ন বিষয় ছুঁয়ে যায় এই নাটক.. বলাই বাহুল্য এই জার্নি যতটা বাইরের তার চেয়েও বেশি অন্তরের। একঝাঁক দর্শক ভিড় করে নাটকটি উপভোগ করেন বইমেলার মাঠে। বহু ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষক -শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন সেদিন। এই নাটকটি রচনা করেছেন দীপঙ্কর দত্ত। নির্দেশনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেহেদি হাসান ও দীপঙ্কর দত্ত। এইদিন ছিল এই নাটকটির দ্বাদশ অভিনয়।

নাট্যসেনার তরফে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'বাণীব্রতবাবুর এই আয়োজন এক অসাধারণ উদ্যোগ। থিয়েটারচর্চা সর্বদা গঠনমূলক শিক্ষায় সহায়তা করে। তাই ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা এই নাটকের আয়োজন করি, যাতে পড়াশোনার সঙ্গে থিয়েটারচর্চাতেও এই সময়ের কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে তাদের সার্বিক বিকাশও ঘটবে।'

বাণীব্রত দাসের কথায়, 'আমার একটাই লক্ষ্য যে- কোনও মূল্যে শিক্ষাটাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাই সারাবছর নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকি। তাই বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি নাটককেও শিক্ষা বিস্তারের হাতিয়ার করেছি।'

তরুণের রক্তে মিটল সংকট

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : মারাত্মক সংকটে পড়েছিলেন নূপুর আচার্য। তাঁর প্রয়োজন ছিল এবি নেগেটিভ রক্তের। তিনি সিএমওএইচের দ্বারস্থ হন। সিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ দাসের সাহায্য চায় 'দ্য ব্লাড হাব'। শুরু হয় রক্তদাতার খোঁজ। শেষমেষ জেলার হরিরামপুর থেকে আরিফ তাসলিম নামে এক তরুণের সন্ধান মেলে। সে রাত সাড়ে ন'টায় বালুরঘাট ব্লাড ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে রক্তদান করেন।

সিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'দ্য ব্লাড হাব'-য়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। সংস্থার সদস্য রাসেল মণ্ডল জানান, 'মানুষের সেবায় আমরা সদা প্রস্তুত। আমরা গোটা বছর ধরেই এই কাজ করি। ভবিষ্যতেও এই কাজ চালিয়ে যাব।'

নির্বাচনে জয় শাসকদলের

বুনিয়াদপুর, ২০ জানুয়ারি : রবিবার বুনিয়াদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। পরিচালন সমিতির আসন সংখ্যা ১২। তৃণমূল ১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস যৌথভাবে ১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমেছিল। ভোটদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় সরাই বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। (আসন সংখ্যা ৮৪৬।) কিন্তু ভোট পড়ে মাত্র ৬৩২টি। বিকেলে ভোটগণনা শেষে দেখা যায় ১২টি আসনের সব কয়টিতেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'সারাবছর জনগণের পাশে থাকার জন্যই আমাদের এই সাফল্য।'

বিন্দুমাত্র অবাক করেনি

প্রথম পাতার পর

নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের কারণে সাধারণ মানুষ আশঙ্কা করলেন, আগুন বোধহয় আমাদের ঘরে চলে এসেছে। তাই তাঁরা পথে নামলেন। আমরা একটা অদ্ভুত জনজাগরণ দেখলাম, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। জনজাগরণের একটা ভূমিকা রয়েছে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে ও তদন্তকারীদের চাপে রাখে। আমি নিজে অভয়ার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, যদিও এই মামলায় আমি সরাসরি ছিলাম না। যখন একজনের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট দিল, তখন কেন আপনারা নারাজি পিটিশন ফাইল করলেন না? অনেক বড় বড় আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ নারাজি পিটিশনের কথা বললেন না। একটা মৃতদেহ দেখলে বোঝা যায়, কতটা আঘাত রয়েছে। আক্রমণকারী ক'জন, কতটা আঘাত তাঁর ওপর নেমে এসেছে। যেমন ধরা যাক, মৃতদেহের নখের টুকরো, যাকে আমরা বলি নেইল ক্লিপিং তাকে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, তাঁর ওপর আক্রমণকারী কোনও মানুষের টিস্যু লেগে রয়েছে কি না। কারণ একটা মানুষকে যখন মারা হয়, তখন সে বাঁচার চেষ্টা করে।

এইমসের পাঁচজন ডাক্তারের এক দল দেখে বলেছিল, একাধিক আক্রমণকারী রয়েছে। এটাও ঠিক, অকুস্থল দেখলেও বোঝা যায়, কতজন আক্রমণকারী ছিল। কিন্তু এখানে অভিযোগ উঠেছে, অকুস্থলই নাকি গায়েব করার চেষ্টা হয়েছে বা ১৪ অগাস্ট রাতে অকুস্থল গায়েব করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই মামলাটির মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেল। প্রথম চারদিন তদন্ত ছিল কলকাতা পুলিশের হাতে। বারবার অভিযোগ উঠল, কলকাতা পুলিশ তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে দিচ্ছে। আক্রমণকারী একাধিক মানুষ ও তাদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও সিবিআই বারবার এমনকি সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, আক্রমণকারী একাধিক, তাঁদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একজনের বিরুদ্ধেই চার্জশিট দেওয়া হল। কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া থেকে রায়দান পর্যন্ত দেখলাম না আর কারও বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিল সিবিআই। এটা অবাক করল। এই মামলাটা আগামী ১০০ বছরের জন্য নজির হতে চলেছে, তদন্তকারী দল সদিচ্ছা না দেখিয়ে তদন্ত করলে কী অবস্থা হয়। এটা বিরলের থেকে বিরলতম গাফিলতির একটি ঘটনা বলে বিবেচিত হবে। বিচারকের হাতে অস্ত্র না থাকলে তিনি লড়বেন কী দিয়ে? বিচারক মনে করেছেন, এই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ফাঁসি দেওয়া যায় না। যদি এমন হয়, আগামী দিনে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট এই সঞ্জয় রায়কে খালাস ঘোষণা করলেও আমি অবাক হব না।

সিবিআই ব্যর্থ

প্রথম পাতার পর

ঘটনা প্রমাণ করতে পারল না।' নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা এখনও বিচার পাইনি। বিচারের প্রথম ধাপ পার করলাম মাত্র। বিচার পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলেন বিচারক। উনি যা ভালো মনে করেছেন, তাই করেছেন। ক্ষতিপূরণ আমরা নেব না। বিচারককে বলেছি, আমরা তো এভাবে আমাদের মেয়েকে বিক্রি করতে পারব না। তাই টাকা নিতেই পারব না। প্রকৃত অপরাধী শাস্তি পেলে মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।' নির্যাতিতার মা বলেন, 'আমি মনে করি, এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। প্রকৃত দোষী ধরা পড়ুক। তাহলেই আমরা খুশি হব। সঞ্জয়ের ক্ষতি চাইনি আমরা। বিচারক যা ভালো মনে করেছেন, করেছেন। এটাকে আমরা সিবিআইয়ের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছি।' নির্যাতিতার বাবা-মা আদালতে বলেন, 'একা সঞ্জয়ের পক্ষে এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয় বলে আমাদের মনে হয়। আরও কেউ কেউ এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। সিবিআইয়ের আরও নিখুঁত এবং বিস্তারিত তদন্ত করা উচিত।'

ভিটের ভাগ নিয়ে বচসা, আক্রান্ত দম্পতি

মানিকচক, ২০ জানুয়ারি : পৈতৃক ভিটের ভাগাভাগি নিয়ে বচসা। আর সেই বচসার জেরে ভাইপোর হাতে আক্রান্ত হলেন কাকু ও কাকিমা। ভাইপোর বিরুদ্ধে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ জানিয়েছেন দম্পতি। অভিযোগ, লাঠিসোঁটা নিয়ে কাকু ও কাকিমার উপর চড়াও হন ভাইপো, ভাইপোর স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকজন। ভাইপোর লাঠির আঘাতে মাথা ফাটে কাকু নিধির ঘোষ ও কাকিমা কবিতা ঘোষের। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের মালদা মেডিকেলে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। ভাইপো প্রসেনজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মানিকচকের চৌকি মিরজাতপুর পঞ্চায়েতের সাহেবনগর কাঞ্চনটোলায় বাড়ি নিধির ঘোষ ও প্রসেনজিৎ ঘোষের। পৈতৃক ভিটার ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই ঝামেলা চলছে কাকা ও ভাইপোর মধ্যে। গত রবিবার বাঁদরের দল নিধিরবাবুর বাড়ির চালের বেশ কিছু টালি ভেঙে ফেলে। সোমবার সকালে নিধিরবাবু টালি লাগাতে গেলে প্রসেনজিৎ ওই ঘরটিকে নিজের বলে দাবি করে।

ঘটনায় বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে কাকু ও ভাইপো। বচসা ক্রমে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন প্রসেনজিৎ ও তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে নিধিরবাবুর ওপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর করেন কাকু ও কাকিমাকে। স্থানীয়রা আহত দম্পতিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন প্রসেনজিৎ ঘোষ।

পিঠেপুলি মহোৎসব

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : পিঠেপুলি মহোৎসব আয়োজিত হল বালুরঘাটের গৌরগিরিধারী মন্দিরে। শহরের কুণ্ডু কলোনি এলাকায় শ্রীমৎ বংশীদাস বাবাজি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সোমবার সন্ধ্যায় পুজো অর্চনা, ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তনের পাশাপাশি গিরিধারীকে পিঠেপুলি ভোগ দেওয়া হয়।

বার্ষিক সভা

সামসী, ২০ জানুয়ারি : নর্থ মালদা ব্রিকফিল্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ১৪তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল সোমবার। এদিন চাঁচল-২ ব্লকের গোবিন্দপাড়া বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ১৫০জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই এজিএম শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক অমিত দাস, জিএসটি অফিসার সুদীপকুমার মল্লিক প্রমুখ।

বিজয়ন এখন সিপিএমের ভগবান

প্রথম পাতার পর

তিরুবনন্তপুরমে। সেখানে ১০০ মহিলা কর্মচারী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের স্তুতি করে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেছেন। গানের ছত্রে ছত্রে ছিল বিজয়ন বন্দনা। গানটি লিখেছেন সমিতির সদস্য পুভাথুর চিত্রসেনন। তাতে বিজয়নকে সাহসী নেতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিজয়ন যে কেবল করোনা বা নিপা অতিমারিকে শেষ করেছেন তা-ই নয়, তিনি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও রাজ্যকে রক্ষা করেছেন। খতম করেছেন সামন্ততন্ত্রকে। তিনি সিংহের মতোই বলবান। বিশ্বে কমিউনিজমকে রক্ষা করেছেন তিনি।

এতে অবশ্য মোটেই কুণ্ঠিত নন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে এত সমালোচনা করা হয়। আমার প্রশংসা করে কেউ কিছু বললেই দেখছি আপনাদের মাথা ধরে। ২০২২ সালে সিপিএমের তিরুবনন্তপুরম জেলা কনফারেন্সে পিনারাইকে নিয়ে একদল গেয়েছিল ভক্তিগীতি থিরুভাথিরা। নেচেছিলেন ৫০২ মহিলা।

গানে পিনারাইকে বলা হয়েছিল, 'কারানাভূতম', মানে যিনি ভুবন সৃষ্টি করেছেন। থিরুভাথিরা গানে পিনারাইকে ভগবানই বলা হয়েছিল তখন। তার এক বছর আগে পিনারাই ফের জিতে এলে তাঁকে খোলাখুলিই ভগবান বলা হয়েছিল পার্টির বক্তৃতা-স্লোগানে। পিনারাইয়ের একটি পূর্ণাবয়ব ফ্লেক্স কাটআউট লাগানো হয়েছিল মালাপ্পুরমের এক বিষ্ণু মন্দিরের ঠিক সামনেই। সেই ফ্লেক্সে লেখা ছিল, 'তোমরা জানতে চেয়েছিলে ভগবান কে? জনগণ জানিয়েছে, যে আমাদের খাবার দেয় সেই ভগবান।' একেবারে তলায় পিনারাইয়ের ছবিতে ডাঁর জুতোর তলায় লালরঙে লেখা ছিল, 'কেরলের ভগবান'।

এ কে গোপালন, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ থেকে ভি অচ্যুতানন্দন কাউকে নিয়েই এমন খোলাখুলি ব্যক্তিপুজোর চল ছিল না কেরলে। এখন পিনারাই শিবিরের অনেক ক্যাডারই প্রকাশ্যেই তাঁকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেন। কেউ কিছু বলেন না, বলার উপায়ও নেই। কারণ দলে তাঁর কবজা প্রশ্নাতীত। তবে সবার ক্ষেত্রে একই বিচার নয়। এর আগে কান্নুরের জেলা সম্পাদক পি জয়রাজনের প্রশংসা করে গান বাজানোয় তাঁর দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। যে ফেসবুকে ১৫ মিনিটের এই গান পোস্ট করা হয়েছিল, সেটি বানিয়েছিলেন কান্নুরের কমরেডরা। তা নিয়ে দলের মধ্যে ব্যাপক গোলমাল হয়েছিল। তার জেরে পদ হারাতে হয়েছিল জয়রাজনকে। সেই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম পালটে করতে হয়েছিল রেড আর্মি।

অন্যদিকে কেরলের কমিউনিস্ট মন্ত্রী বাসবন খোলাখুলি বলছেন, পিনারাই বিজয়ন ভগবানের আশীর্বাদ। বিজয়ন দেশের বাইরে বেড়াতে গেলেও আরেক মন্ত্রী সাফাই দেন, আরে ভগবানও তো বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে ভিডিওতে প্রশস্তিভরা গানও হয়েছে। কেউ কিছু বলেনি। দলের রাজ্য সম্পাদক এম ভি গোবিন্দন বিজয়নকে তুলনা করেছেন সূর্যের সঙ্গে। বলেছেন, যারাই তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছে তারাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এছাড়া 'অপরাজেয়', 'ফিনিক্স পাখি', 'একা বেড়ে ওঠা গাছ'-এর মতো নানারকম বিশেষণের ছড়াছড়ি পিনারাইয়ের প্রশস্তি সংগীতে। 'আগুন থেকে উঠে আসা ঘোড়া, মাটি থেকে বেড়ে ওঠা সূর্য, মালয়ালিভূমের অধিপতি'-র মতো কোনও স্তুতিই বাদ পড়েনি। নানারকম কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে থাকা পিনারাই যে ইডি, সিবিআইয়ের হাত থেকে তাঁর দৈববলেই বেরিয়ে আসবেন এসব কথাও বলছেন মালয়ালি কমরেডরা। তাঁরা গাইছেন,'চেম্পাদাক্কু কাভালাল/চেনকাদল পোলোরাল/ চেনকোদি কারাথিলেন্থি/কালান্থিন কাভালাল।' বাংলায় মানেটা দাঁড়ায়, তিনি লাল ফৌজের অভিভাবক/তিনি অসীম রক্তিম সমুদ্রের মতো/হাতে লাল পতাকা নিয়ে কেরলকে পাহারা দিচ্ছেন।

কে বলল, একা মোদিই ভগবান হতে পারেন!

লেখকদের রচনা সমগ্র'র বিক্রি বেশি

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : বুকশেলফ জুড়ে থরে থরে সাজানো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি। বিবিধ প্রকাশনীর মাঝে নতুন প্রজন্মের পছন্দের তালিকায় রচনাবলি। হ্যাঁ, মালদা জেলা বইমেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রির তালিকায় নজর কেড়েছে রচনাবলি। অনলাইন ও পিডিএফের যুগে বিক্রির তালিকায় কথাসাহিত্যিক শরৎ, বঙ্কিম ও বিভূতিভূষণের রচনাবলির বিক্রি বেশি হচ্ছে। স্বভাবতই খুশি প্রকাশকরা।

মালদা কলেজ মাঠ চত্বরে বসেছে বইমেলা। কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনীর সঙ্গে রয়েছে জেলার প্রকাশনীও। কলকাতার একটি পুরোনো প্রকাশনী সংস্থার প্রকাশক সঞ্জয় জানার কথায়, 'এবার বইমেলায় রচনা সমগ্রের বিক্রি যথেষ্ট বেড়েছে। সাধারণত এই ধরনের বইগুলো নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় হলেও, এবারের মেলায় আপাতত এর বিক্রি বেশ ভালো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আগের তুলনায় বেশ কিছু নতুন লেখকও নিজেদের রচনা প্রকাশের জন্য আসছেন।'

কলকাতার আরেক প্রকাশক সোমনাথ বলের দাবি, 'এবছর বইমেলায় যেভাবে রচনা সমগ্র ও সাহিত্যকর্মের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, তা খুবই আশাপ্রদ। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে লেখালেখি নিয়ে একটি নতুন কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা এখন শুধু বই পড়ছেন না, নিজেরাও লেখার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। এটি এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন, যা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য খুবই ভালো লক্ষণ।'

কলেজ মাঠে বইমেলা মানেই উপচে পড়া ভিড়। এবছরও বইমেলায় ভিড় হচ্ছে। পাঠকদের মধ্যে চলছে নতুন সৃজনশীলতার সন্ধান। যেখানে শুধুমাত্র বইপড়া নয়, নিজেও কিছু লেখার চেষ্টা করছেন। ফলে লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মেলার শেষবেলায় মগ্ন পাঠক (বামে)। মুখ্যমন্ত্রীর বইয়ের চাহিদা ভালোই (ডানে)। সোমবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

সফল বইমেলা, কিন্তু হৃদয়ে ক্ষরণ থেকে গেল

আশিস কুণ্ডু

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবস্থার সময় থেকেই বইয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে ইংরেজিতে লেখা পড়েছিলাম। লেখকের নাম মনে নেই। তবে লেখাটা মনে আছে। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, - 'বইমেলা হচ্ছে এমন একটা খনি, যেখান থেকে হিরে জহরতের মতো শব্দগুলি নানা দেশ থেকে বেরিয়ে নানান গল্পের মতোই জীবন্ত হয়ে ওঠে। নিজের শহরে বসেই বিশ্বকে অনুসন্ধান করার সুযোগ এনে দেয়।'

তাই 'বইমেলা' বলতে প্রথমে বইকেই বুঝি। আর এই বইকে ঘিরেই বইমেলা আন্তজাতিক রূপ ধারণ করেছে। ১৫০০ শতকে ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রথম বইমেলা শুরু হয়েছিল। আড়ুবহরে সেই মেলা বেড়েছে। এখন পৃথিবীর প্রায় একশোটি দেশ সেই বইমেলায় অংশ নেয়।

হাতে লেখা পুঁথি গুটেনবার্গের ছাপাখানার সাহয্যে প্রথম বই হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, একথা সকলেই জানা। কলকাতা আন্তজাতিক বইমেলা, দিল্লি বইমেলা, মাদ্রিদ বইমেলা, কায়রো বইমেলা সহ আরও কিছু গ্রন্থমেলা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কায়রো বইমেলায় এবছর ৪৫ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। এ খুব কম কথা নয়। আমাদের এই বাংলার কলকাতা বইমেলা সব দিক থকেই এদের সঙ্গে তুলনার দাবি রাখে।

এবার ঢুকে পড়ি ৩৬তম

মালদা জেলা বইমেলায়। আমার স্কুল ও কলেজ জীবনে বইমেলাকে পেয়েছিলাম একটু ক্ষীণকায় অবস্থায়। তখনও অনেক কৃতী মানুষ এই মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন সেসময় বইমেলার এই ঝকঝকে চেহারা, এত বিপুল মানুষের প্রাণোচ্ছল সমাগম, শৃঙ্খলাপূর্ণ, আনন্দময় বইমেলা ১৫ বছর আগে কল্পনা করা যেত না। বইমেলা তখনও সবার মেলা হয়ে ওঠেনি। টিকিট কেটে মেলায় ঢোকা আজ কল্পনা করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা বিগত কয়েক বছরে মালদা জেলা বইমেলাকে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলায় পরিণত করেছে। এবারের বইমেলার উদ্বোধক গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীও এই সুরেই তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন।

এহেন বইমেলার সংগঠকদের একজন হিসেবে গর্ববোধ করি। মেলার সংগঠকবর্গ, প্রশাসন, সমস্ত গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ, অগনিত শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক, সবকটি সাব-কমিটির সদস্য, বইমেলায় আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ, প্রকাশনা সংস্থা, পুলিশ প্রশাসন সহ বইমেলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষকে এই লেখার মাধ্যমে হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বইমেলা নিয়ে সামান্য বেদনার রক্তক্ষরণ বুকের ভিতর থেকে যাচ্ছে- এবছর আন্তজাতিক সম্পর্কের অবনতির কারণে বইপ্রেমীরা ২৮ বছর পর বাংলাদেশের কোনও প্রকাশন সংস্থাকে পেলেন না। এটা একদিকে যেমন বেদনার,তেমন কিছুটা হলেও লজ্জার।

(লেখক - যুগ্ম সম্পাদক, মালদা জেলা বইমেলা কমিটি)

বিধায়কের বইয়ে কাজের খতিয়ান

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : ২০২১ সালে বিজেপি বিধায়ক হিসেবে কাজ শুরু করেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ওই বছর অক্টোবর মাসে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার সুবাদে মার্চ মাসে বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

বিজেপির প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে উপনির্বাচনে রায়গঞ্জ আসনে পুনরায় বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন, তবে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে। গত সাড়ে তিন বছরে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং কী কী কাজ অসম্পূর্ণ আছে তা তুলে ধরলেন আজ। এদিন উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিধায়ক তার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি তুলে ধরেন। এদিন একটি বইও প্রকাশিত হয়। ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস সহ অন্যরা।

অসুস্থ মোহিত

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্তকে গত রবিবার রাতে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও তাঁর বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। গতকাল সকাল থেকে তিনি অসুস্থ থাকলেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে যোগ দেন। দুপুর ২টায় বাড়ি ফিরলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এরপর রাত ১০টা নাগাদ দলীয় কর্মীরা তাঁকে রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। এদিন দুপুরে নার্সিংহোমে অসুস্থ প্রাক্তন বিধায়ককে দেখতে যান বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার।

চিকিৎসক সুশীল বিশ্বাস জানান, 'শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'

ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবি

সন্ধ্যার রাস্তা যেন 'রেসিং জোন'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : রাস্তা নয়, যেন পুরো রেসিং জোন। উঠতি প্রজন্মের প্রায় সকলের হাতেই চলে এসেছে দ্রুতগতির বাইক। কিছুদিন আগেও বাইক মুহূর্তের মধ্যে পাশ দিয়ে চলে যাওয়ায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে একটি টোটো। পেছনদিক থেকে একটি গাড়ির ধাক্কা খেয়ে সেই টোটো গৃহস্থবাড়ির প্রাচীরের উপরে উঠে পড়ে। এমনই অবস্থা শহরের নারায়ণপুর এলাকার রাস্তার। গান্ধি মূর্তির পাদদেশ থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গিয়েছে। সেই দুটো রাস্তাতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। মূলত সন্ধ্যা নামলেই বাইকের গতি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এলাকায় বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাজ্য সড়কে দুরন্ত গতিতে বাইক ছুটছে। এমনকি হিলি, গঙ্গারামপুর থেকে আসা বাসও অতি দ্রুতগতিতে এই এলাকা দিয়ে চলাচল করছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ওই এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও ঢেলে সাজানো উচিত। স্পিডব্রেকার সহ গার্ড রেল প্রয়োজন এলাকায়। তাহলেই এই মাত্রাতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ পাল জানান, 'এই এলাকার দুটো রাস্তা বর্তমানে রেসিং পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। গতি দেখে মনে হয় বাইক হোক বা বাসকে কত গতিতে দৌড়ে যেতে পারে এই রাস্তা দিয়ে। এমনকি হিলি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যানবাহন এত পরিমাণে হর্ন বাজানোয় বাড়িতে থাকা দায়। স্পিডব্রেকার না দিলে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা তেমন ভালো নেই।'

বালুরঘাট ট্রাফিক থানার আইসি অরুণ তামাং বলেন, 'রেসিং যাতে না হয়, তার জন্য সন্ধ্যা সাতটার পর আমরা নজরদারি চালাই। রাতে নাকা চেকিং চালাচ্ছি। দ্রুতগতিতে থাকা বাইক দেখলে সতর্ক করা হচ্ছে। শহরে ঢোকার মুখে গার্ড রেল বসিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।'

পরিবেশ, জন বিজ্ঞান সম্মেলনে জোর জৈব চাষে

মালদা, ২০ জানুয়ারি : রবিবার শেষ হল জেলার পরিবেশ ও জন বিজ্ঞানকর্মীদের চতুর্দশতম সম্মেলন। সম্মেলন ছিল দু'দিনের। শুরু হয় ১৮ জানুয়ারি। সম্মেলনের আয়োজন করা হয় মালদা টাউন হাইস্কুলে। প্রথম দিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি কেপি সিং। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তপন সাহা। সম্মেলনের শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক সুনীল দাস। আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন জেলা কোষাধ্যক্ষ আশিস সাহা।

সম্মেলনে বক্তারা জাতপাত, ধর্মান্ধতা, ডাইনিপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তেমনই পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার পক্ষে, বিকল্প কৃষি ও চাষে জৈব সারের ব্যবহারের উপকারিতা, শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত ব্যবহার নিয়ে মত বিনিময় হয়। সম্মেলন শেষে গঠিত হয় নতুন কমিটি। নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিদায়ি সম্পাদক সুনীল দাস, কার্যকরী সভাপতি সুনীল সরকার এবং সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন মনোরঞ্জন দাস।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মালদা শহরের রাজ হোটেল মোড়ে অনুষ্ঠানে জেলার সংস্কৃতিমনস্করা অংশগ্রহণ করেন।

রক্তদানের ক্যালেন্ডার

মালদা, ২০ জানুয়ারি : সারাবছরের রক্তদান কর্মসূচির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল মালদা জেলা যুব তৃণমূল। সোমবার দুপুরে মালদা প্রেস কর্ণারে সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

তিনি জানান, 'গত বছর যুব তৃণমূলের তরফে মালদায় ৬৫টি রক্তদান শিবির আয়োজন করতে পেরেছি। এবছর আমরা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছি ১৪৬টি। প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে ক্যাম্প আয়োজন করব আমরা।' গরমকালে রক্তের চাহিদা নিয়ে বেশি সমস্যা হয়। তা মেটাতেই এই শিবিরের আয়োজন।

অ্যাফিডেভিট

আমার মেয়ের জন্মশংসাপত্রে যার Reg No.- 2892/17 Dt- 06-03-2017 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 25.09.24 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mst Alia Rahman থেকে Alia Rahaman করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114009)

আমার ছেলের জন্মশংসাপত্রে যার Reg No. B-2021 : 19-90145-000445 Dt- 09.01.2021 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 15.01.2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Sayon Chakraborty থেকে Subhayan Chakraborty করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114010)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/01/2025-এ J.M দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Subhash Roy থেকে Subhas Ray ও আমার বাবার নাম Hemanth Roy থেকে Hemonta Kumar Ray করা হল। যাহা উভয় যথাক্রমে এক তথা অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114012)

এইচএমপিভি
খাব না মাখব

সর্দিকাশি, জ্বর– এই নিয়েই কেটে যায় একটা বছর, শৈশব আর বাচ্চাদের ডাক্তারদের বেশিরভাগ সময়। এইসব অসুখের বেশিরভাগ কারণ ছোট ছোট ভাইরাস। তার মধ্যে রয়েছে রাইনোভাইরাস, ফ্লু ভাইরাসের পুরো পরিবার, আরএসভি ভাইরাস, করোনা, অ্যাডিনোভাইরাস আরও কত কী! লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শমীক বসু**

বেশিরভাগ ভাইরাসজনিত অসুখ গলা, শ্বাসনালির ওপরের ভাগ (ওপরের শ্বাসনালির সংক্রমণ) বা শ্বাসনালির নীচের ভাগ ও ফুসফুস (নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ)-কে আক্রান্ত করে। এর বহিঃপ্রকাশ হয় জ্বর, নাক থেকে জল পড়া, শুকনো বা ঘড়ঘড়ে কাশি দিয়ে। কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়া হয়ে থাকে।

২০০০ সালে আমাদের নজরে আসে একটা ছোট্ট ভাইরাস, যার গালভরা নাম – হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)। এটা নিউমোভাইরাস পরিবারের। এর বড় ভাইয়ের নাম আরএসভি। এদের অনেক মিল রয়েছে। আর দুজনেই হইহই করে বাচ্চাদের সর্দিকাশি ধরাতে এক্সপার্ট। দুষ্টু দুটো ভাই আর কী!

এইচএমপিভি বেশিরভাগ বড় বাচ্চাদের সর্দিকাশি, জ্বর করে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু আরও ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এরা ব্রঙ্কিওলাইটিস বলে একটা অসুখ সৃষ্টি করে। অনেকটা বলতে পারেন নিউমোনিয়ার মতো, কিন্তু ঠিক নিউমোনিয়া নয়, এতে হঠাৎ সর্দিকাশির পর শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে। এই সব বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় এবং অক্সিজেন সাপোর্ট লাগে।

এই অসুখ প্রতিবছর কিছু বাচ্চার হতেই থাকে এবং খুব সহজে সেরেও যায়। সমস্যা হয় খুব ছোট বাচ্চাদের, প্রিটার্ম বাচ্চাদের বা যে বাচ্চারা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা যে বাচ্চাদের ফুসফুস একটু অবিকশিত বা কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাস প্রাণসংশয় ঘটাতে পারে।

মা-বাবারা যা করবেন

- সর্দিজ্বর অবধি ঠিক আছে, কাশি হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।
- কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হলে ইমার্জেন্সি।
- ছয় মাসের নীচে ছোট বাচ্চা হলে জ্বর বা সর্দি হলেও ডাক্তার দেখাতে হবে।
- নাকের ড্রপ বা প্যারাসিটামল অবধি আপনাদের চিকিৎসা, তার ওপরে হলে আমাদের ওপরে ছেড়ে দিন।
- নিজেরা ভুলেও কাশির ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না।
- বাড়িতে বাচ্চা কাশলে তাকে মাস্ক পরান। নিজে কাশলে মাস্ক পরুন।
- ভিড়ভাট্টার জায়গায় বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন না।
- বাচ্চার হাঁপানি থাকলে বা যে বাচ্চারা অন্য অসুখের জন্য নিয়মিত স্টেরয়েড নেয় তাদের সাবধানে রাখবেন।

এইচএমপিভি

- ইনকিউবেশন পিরিয়ড ৩-৫ দিন, অসুখ ১০ দিনের
- ছড়ায় লালা বা কাশির থেকে (ড্রপলেট স্প্রেড)
- বেশিরভাগেরই জ্বর বা সর্দি হয়
- কিছু ক্ষেত্রে কাশি, নিঃশ্বাসে কষ্ট, অক্সিজেনের অভাব, নিউমোনিয়া হতে পারে।
- আরটিপিসিআর টেস্ট কোভিডের মতো করলেই রোগনির্ণয় হয়ে যায়, রক্ত লাগে না, ২৪-৪৮ ঘণ্টায় রিপোর্ট তৈরি
- এক্স-রে করতে হতে পারে, সেইসঙ্গে অক্সিমিটারটা প্রয়োজন হতে পারে।

চিকিৎসা

বেশি কিছু নয়, যেমন সর্দিকাশির চিকিৎসা হয় তেমনই। অবস্থা গুরুতর হলে ভর্তি হতে হবে। অক্সিজেন, হাই ফ্লো অক্সিজেন বা ভেন্টিলেশন লাগতে পারে, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই লাগে। অবস্থা গুরুতর হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিবাভিরিন বা আইভিআইজি (IVIG) নামক ওষুধ লাগতে পারে।

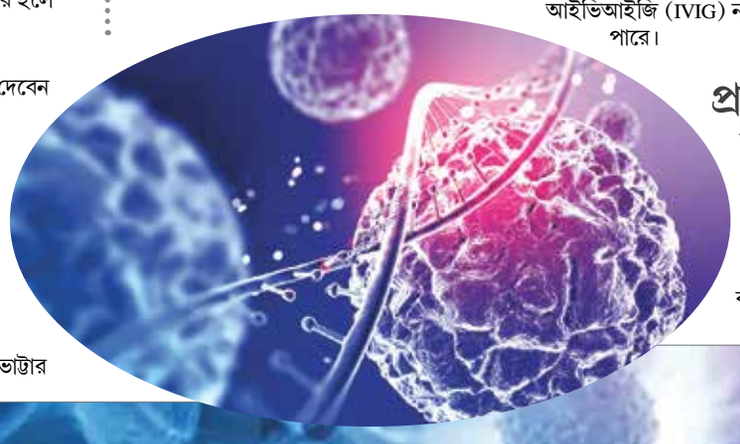

প্রতিরোধের উপায়

- পরিষ্কার থাকুন, পরিষ্কার রাখুন।
- কোভিড যা যা শিখিয়েছে তাই করলেই যথেষ্ট। মাস্ক, সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, অসুস্থ লোকেদের থেকে দূরে থাকা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, বাচ্চার বয়স ৬-৯ মাস না হলে বেশি বাইরে বের করবেন না। পাগলের মতো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বেড়াতে যাবেন না। এয়ারপোর্ট আর ট্রেনে সবচেয়ে বেশি শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ হয়। সব ভ্যাকসিন দিতে ভুলবেন না, বিশেষ করে নিউমোকক্কাল এবং ফ্লু।

পুনশ্চ : গুজবে কান দেবেন না। ব্রেকিং নিউজ কম দেখলে মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন এবং প্যানিক অ্যাটাক কম হবে। এই অসুখ সম্পর্কে হু এখনও কোনও সতর্কতা ঘোষণা করেনি। এটা শীতের অসুখ। কুয়াশা শুরু হয়ে গিয়েছে, শীতকাল শেষ হল বলে।

তবে সাবধানে থাকবেন। সাবধানের মার নেই আর ডাক্তারের বিকল্প নেই। ঘাবড়ে গিয়ে নিজেকে ডাক্তার ভাবতে শুরু করবেন না। তাহলে বিপদের শেষ নেই।

এইচএমপিভি আলাদিনের জিনের মতো। কিছুদিন পরেই প্রদীপের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে।

ওরাল ক্যানসার এবং রেডিয়েশন

ক্যানসার এমন এক রোগ যা প্রাথমিক পর্যায়ে নীরবেই বিকাশলাভ করে। বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের মধ্যে মুখের ক্যানসার বা ওরাল ক্যানসার একটি। প্রধানত তামাকজাত নেশার কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্যানসার যেমনই হোক না কেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি ক্যানসারের চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ করেছে। যার মধ্যে অন্যতম রেডিয়েশন থেরাপি। মুখের ক্যানসার ও রেডিয়েশন থেরাপি নিয়ে আলোকপাত করলেন দুই বিশেষজ্ঞ।

সুপারি-পানমশলা ছাড়ুন, মুখ পরিষ্কার রাখুন

ডাঃ গৌরব দাস
ওরাল অ্যান্ড মেক্সিলোফিশিয়াল সার্জন, কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল

ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ক্যানসার এবং মেয়েদের মধ্যে পঞ্চম সাধারণ ক্যানসার হল মুখের ক্যানসার। সারা পৃথিবীর মধ্যে মুখের ক্যানসার সবচেয়ে বেশি ভারতে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মোট ক্যানসারের ২০ শতাংশ হল মুখের ক্যানসার। মুখের ক্যানসারের প্রায় ৪০ শতাংশ হয় তামাক বা তামাক জাতীয় পদার্থের জন্য।

তামাক জাতীয় নেশার দ্রব্যকে আমরা সাধারণ দুটি ভাগে ভাগ করি - ধোঁয়া যুক্ত এবং ধোঁয়াহীন। ধোঁয়াযুক্ত নেশার দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বিড়ি, সিগারেট, চুরুর পাইপ প্রভৃতি। অন্যদিকে, ধোঁয়াহীন নেশার মধ্যে পড়ে পান, খইনি, গুটখা, গুড়াকু প্রভৃতি।

ধোঁয়াযুক্ত তামাক জাতীয় নেশা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুসফুসের ক্যানসারের কারণ। ধোয়াহীন তামাক জাতীয় পদার্থের নেশা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুখের ক্যানসারের কারণ। তাছাড়া মদের সঙ্গে তামাক জাতীয় পদার্থ খাওয়া ক্ষতিকর, এতে মুখের ক্যানসার দ্রুত বাড়তে পারে।

এছাড়া কারও যদি ছুঁচোলো দাঁত থাকে এবং সেটা যদি প্রতিনিয়ত মুখের কোনও জায়গায় আঘাত করতে থাকে তাহলেও মুখে ক্যানসার হতে পারে। সেইসঙ্গে এইচপিভি ভাইরাস (HPV) এবং জেনেটিক্সও মুখের ক্যানসারের একটা কারণ। শুনলে অবাক লাগবে, তামাক সম্পর্কিত রোগের কারণে ভারতে প্রতিদিন ২৫০০ জনের মৃত্যু হয়।

লক্ষণ

- অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি, যা গালের যে কোনও অংশে, তালুতে, জিভে ও মাড়িতে হতে পারে
- ২১ দিনের বেশি মুখে ঘা থাকলে
- গলার গ্রন্থি ফুলে গেলে
- মুখের ভেতরে বা বাইরে ফুলে গেলে
- জিভ নাড়াতে অসুবিধা হলে

প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন

এটি ক্যানসার নয়, কিন্তু ক্যানসারের আগে স্টেজ। এক্ষেত্রে মুখে সাদা দাগ হতে পারে, মুখে ঘা হতে পারে কিংবা মুখ হাঁ করা ক্রমশ কমতে পারে। প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশনের মধ্যে ওরাল লাইকেন প্ল্যানাস এবং ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস অন্যতম।

পূর্ব ভারতে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিসের আধিক্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এটি সাধারণত চুন, সুপারি এবং পানমশলা খাওয়ার জন্য হয়ে থাকে। সুপারি থেকে অ্যারিকোলিন নির্গত হয়, যা মুখের ইলাস্টিসিটি কম করে দেয়। ফলে মুখ খোলার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসে। এতে পরবর্তীকালে মুখের ক্যানসারে পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

রোগনির্ণয়

কারও মুখে ক্যানসারের লক্ষণ দেখা দিলে প্রথমে তাকে বায়োপসি করতে হবে। তারপর রিপোর্ট দেখে জানা যাবে এটি ক্যানসার কি না। যদি ক্যানসার হয় তাহলে তাকে সিটিস্ক্যান এবং কিছু ক্ষেত্রে এমআরআই করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে বুকের সিটি স্ক্যান বা পেটস স্ক্যান করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

প্রধান চিকিৎসা সার্জারি, তারপর রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি। কী চিকিৎসা হবে সেটা ঠিক করা হয় ক্যানসার কোন স্টেজে রয়েছে এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর।

প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু অস্ত্রোপচার করা হয় বা অস্ত্রোপচারের সঙ্গে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। স্টেজ থ্রি বা 4A হলে সার্জারি এবং রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়, ক্ষেত্র বিশেষে কেমোথেরাপিও দেওয়া হয়ে থাকে। অ্যাডভান্স স্টেজে রোগটি হাড়, কিডনি, লিভার ও ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে শুধুমাত্র রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে। মুখের ক্যানসারে মুখের বা চোয়ালের অনেকটা অংশ বাদ দেওয়া হয়। সেটিকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে বুকের বা হাতের মাংস নিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। অনেক সময় পায়ের হাড়ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যা মনে রাখবেন

যত তাড়াতাড়ি রোগনির্ণয় হবে সেটা রোগীর জন্য খুব ভালো। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে যদি রোগনির্ণয় হয়ে থাকে তাহলে ৮২ শতাংশ ঠিক হয়ে যেতে পারে। রোগ নির্ণয়ের পর সময় নষ্ট না করে চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ যত বড় ক্ষত তত বড় সার্জারি, তত বড় অংশ বাদ, তত বড় পুনর্গঠন

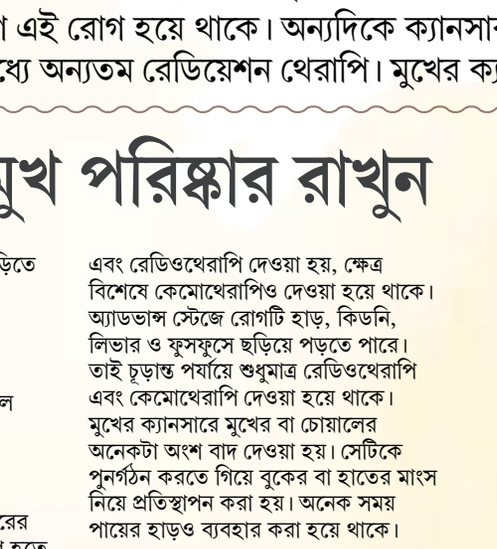

এবং তত বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

সুতরাং, এত ঝক্কির মধ্যে না গিয়ে তামাক জাতীয় যে কোনও নেশা থেকে দূরে থাকুন, মুখ পরিষ্কার রাখুন।

সুস্থ কোষের ক্ষতি না করে চিকিৎসা

ডাঃ সহেলি সাহা
রেডিয়েশন অঙ্কোলজি, হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল, শিলিগুড়ি

আধুনিক চিকিৎসার একাধিক উপাদানের মধ্যে রেডিয়েশন থেরাপি অন্যতম। এই পদ্ধতি শক্তির কিরণ ব্যবহার করে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে সাহায্য করে। তবে রেডিয়েশন থেরাপি নিয়ে অনেক মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা এবং ভয় রয়েছে। এই লেখার উদ্দেশ্য, রেডিয়েশন থেরাপির কাজ এবং ক্যানসার মোকাবিলায় এর ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

রেডিয়েশন থেরাপি কীভাবে কাজ করে

রেডিয়েশন থেরাপি এমনভাবে কাজ করে যাতে ক্যানসার কোষ ধ্বংস হয়, কিন্তু আশপাশের সুস্থ কোষগুলি তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত থাকে।

- **ক্যানসার কোষে আঘাত :** ক্যানসার কোষ দ্রুত বিভাজিত হয় এবং বৃদ্ধি পায়। ডিএন হল কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, যা কোষকে বেঁচে থাকা এবং বিভাজিত হতে সাহায্য করে। রেডিয়েশন কোষের ডিএনএ-তে আঘাত করে এবং বিভাজন প্রক্রিয়া অব্যাহত করে।
- **ক্যানসার কোষের মৃত্যু :** ডিএনএ ধ্বংস হলে কোষ আর বিভাজিত হতে পারে না এবং ধীরে ধীরে মারা যায়।
- **সুস্থ কোষের সুরক্ষা :** সুস্থ কোষগুলি রেডিয়েশনের প্রভাব থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারে।

ধরন

রেডিয়েশন থেরাপির দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে-

- **এক্সটার্নাল বিম থেরাপি :** এক্সটার্নাল মানে শরীরের বাইরে থেকে এবং বিম মানে শক্তির কিরণ। একটি মেশিন থেকে রেডিয়েশন শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পাঠানো হয়। স্তন, ফুসফুস বা মস্তিষ্কের মতো ক্যানসারের চিকিৎসায় এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- **ব্র্যাকিথেরাপি :** ব্র্যাকি শব্দের অর্থ কাছাকাছি। এই পদ্ধতিতে একটি রেডিয়েশন উৎস ক্যানসার কোষের কাছে বা শরীরের ভেতরে রাখা হয়। জরায়ু বা প্রস্টেট ক্যানসারের মতো চিকিৎসায় এটি খুব কার্যকর।

কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়

রেডিয়েশন থেরাপিতে সঠিক পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি শুরু করার আগে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করা হয়, যাতে ক্যানসার কোষে সঠিকভাবে আঘাত করা যায় এবং সুস্থ কোষ সুরক্ষিত থাকে।

- **সিমুলেশন :** চিকিৎসার প্রথম ধাপে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অংশের সিটিস্ক্যান বা এমআরআই করা হয়। এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা ক্যানসার কোষের অবস্থান, আকার এবং আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি চিহ্নিত করেন।
- **চিহ্নিতকরণ :** রোগীর শরীরে একটি ছোট চিহ্ন (ট্যাটু বা মাকারি) দিয়ে সঠিক স্থানের নির্দেশ করা হয়, যাতে প্রতিদিন একই জায়গায় রেডিয়েশন দেওয়া যায়।
- **চিকিৎসার পরিকল্পনা :** চিকিৎসক একটি পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনাকে বলা হয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, যা প্রত্যেকটি রোগীর জন্য নির্দিষ্ট। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, রেডিয়েশন ঠিক কত ডোজে, কতদিন ধরে এবং কোন কোণ থেকে দেওয়া হবে তা ঠিক করা।
- **পরীক্ষামূলক সেশন :** চিকিৎসা শুরু করার আগে একটি সেশন করা হয় যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, রেডিয়েশন ঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। এই ধাপে সময় লাগে কারণ এটি রেডিয়েশন থেরাপির সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুফল

- **ক্যানসার মুক্তি :** রেডিয়েশন থেরাপি এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যানসার সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়।
- **অঙ্গ সংরক্ষণ :** রেডিয়েশন থেরাপি অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গ সংরক্ষণে সাহায্য করে। যেমন, ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যানসারে রেডিয়েশন থেরাপি গলার স্বর অক্ষত রাখতে সহায়ক।
- **কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** আধুনিক প্রযুক্তি রেডিয়েশন থেরাপিকে অত্যন্ত নির্ভুল করেছে, যাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা পুরোনো প্রযুক্তির তুলনায় অনেকটাই কমেছে। এটি শুধুমাত্র ক্যানসার কোষে আঘাত করে, ফলে সুস্থ কোষের কম ক্ষতি হয়।
- **ব্যথাহীন :** চিকিৎসার সময় রোগী কিছুই অনুভব করেন না। প্রতিটি সেশন মাত্র ১০-১৫ মিনিটের।
- **বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকর :** রেডিয়েশন থেরাপি ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায় থেকে উন্নত পর্যায়ে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা যায়।

যেভাবে প্যালিয়েটিভ চিকিৎসায় সহায়ক

প্যালিয়েটিভ মানে এমন চিকিৎসা যা রোগীর উপসর্গ কমাতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। অনেক সময় রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব না হলেও রেডিয়েশন থেরাপি ব্যথা কমানো, রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং শ্বাসকষ্ট বা গিলে খাওয়ার অসুবিধা দূর করতে সহায়ক। এটি রোগীকে মানসিক শান্তি এনে দেয় এবং শেষ দিনগুলো সহনযোগ্য করে তোলে।

প্রত্যাবর্তনের আগে সামির উপলব্ধি

ভুখ খতম হোনে চাহি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : কখনও আবেগে ভাসলেন। আবার কখনও বা বাস্তবের রুক্ষ জমিতে পা রাখলেন।

প্রায় ১৪ মাস পর মহম্মদ সামির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। তার আগে আজ সন্ধ্যায় সামি হাজির হয়েছিলেন সিএবি-তে। বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দল ও অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সংবর্ধনার আসরে হাজির হয়ে সামি নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরলেন। হয়ে উঠলেন দার্শনিক। মঞ্চে থাকা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজদের সামনে তাঁর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের রহস্য উন্মোচন করে বলে দিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, দেশের হয়ে খেলতে গেলে খিদে থাকতে হবে। অউর ও ভুখ কভি খতম নেহি হোনে চাহিয়ে।' খিদে থাকলে পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, ঠিক ফিরে আসা যায়। সামি বলছেন, 'হতে পারে দশবার আহত হলেন আপনি, কিন্তু তারপরও খেলা ও সাফল্যের খিদে থাকলে ঠিক ফিরে আসা যায়।'

২০২৩ সালে আহমেদাবাদে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে শেষবার তাঁকে বল হাতে দেখা গিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেদিন বিশ্বকাপ জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকে সামিও চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। কেমন ছিল জীবনের সেই কঠিন পর্বটা? সামির কথায় আবেগ। বলে দিলেন, 'ক্রিকেটে চোট লাগবেই। কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে প্রত্যাবর্তনের। আমি বা আমরা যারা দেশ বা রাজ্যের হয়ে ক্রিকেট খেলি, তাদের কখনও মনে হতে পারে না ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার কথা।' সামির ক্রিকেট কেরিয়ারের স্বপ্নের উড়ান শুরু হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স থেকে। সেখানেই ১৪ মাস পর কামব্যাক করতে চলেছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলারের কথায়, 'ইডেন গার্ডেন্স থেকেই কেরিয়ারের এগিয়ে চলা শুরু হয়েছিল আমার। বহু স্মৃতি রয়েছে এই মাঠে। এই ইডেন ও বাংলা আমার বাড়ি। দাদির (সৌরভ) সঙ্গেও এই ইডেনে বহু ম্যাচ খেলেছি। সেখানেই ফের ফিরতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা।'

কুড়ির বিশ্বকাপ পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে দিলেন অক্ষর!

অনুশীলনে বল করলেন না সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : এ যেন আজব গাঁয়ের আজব কথা!

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। সঙ্গী ঘরে-বাইরে ধারাবাহিক ব্যর্থতা। বিতর্কের ভরপুর আঁচ তো রয়েইছে।

এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট, যেখানে কোচ গৌতম গম্ভীরের আসন টলমল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দল ব্যর্থ হলে কোচ গম্ভীরের 'গর্দান' যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তার মধ্যেই বুধবার থেকে ক্রিকেটের নন্দনকাননে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ সিরিজ। যেখানে কোচ গৌতমের মুখ আরও কতটা 'গম্ভীর' হয়, সেদিকে যেমন নজর থাকবে দুনিয়ার। তেমনই মহম্মদ সামির প্রত্যাবর্তন নিয়েও রয়েছে প্রবল আগ্রহ। ঘটনার ঘনঘটার মধ্যেই আজ দুপুরে ক্রিকেটের নন্দনকাননে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি কথা শুনিয়ে গেলেন। একদিকে যেমন ভারতীয় ক্রিকেটের বিতর্ক এড়ালেন সুকৌশলে, তেমনই ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে নিধারিত থাকা কুড়ির বিশ্বকাপ পরিকল্পনার কথাও শুনিয়ে দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, চমকপ্রদভাবে কোচ গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারে কারও কোনও নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার নেই, এমন কথাও শোনা গেল সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটির মুখে। এদিন ছিল অক্ষর প্যাটেলের ৩১তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় টিম হোটেলে কেক কাটা হয়। রাতে ছিল ডিনার পার্টিও। তার আগে অক্ষর এদিন বলেছেন, 'আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের আগে যতগুলি ম্যাচ আমরা পাব, সব ম্যাচে ভালো করাটাই এখন মূল লক্ষ্য আমাদের।'

পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, টিম ইন্ডিয়া আগামী বছরের কুড়ির বিশ্বকাপের আগে মোট ২৩টি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলবে। ফলে প্রস্তুতির জন্য এখনও পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক অবশ্য এখন থেকেই আগামীর পরিকল্পনা শুরু করে দিতে চাইছেন। অক্ষরের কথায়, 'আগামীর লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা ২০২৪ সাল থেকেই শুরু করে দিয়েছি আমরা। আমাদের দলের ওপেনিং জুটি যেমন চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। তেমনই মিডল অর্ডারে ৩ থেকে সাত নম্বরে কারও ব্যাটিং পজিশন নির্দিষ্ট নয়। সবাইকে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। আমাদের দলে কারও জন্যই নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার নেই।' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বুধবারের টি২০ ম্যাচে ভারতীয় দলের জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় বলবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিক বিতর্ক সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন অক্ষর। বলে দিলেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফরে আমি ছিলাম না। ফলে সেখানে কী হয়েছে, বলতে পারব না। আমি শুধু বলতে পারি, দলের সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সেখানে আগামীর লক্ষ্যে দলের অধিনায়ক, জাতীয় নির্বাচকদের বড় ভূমিকা থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নতুন করে কিছু প্রমাণের নেই।'

> আগামীর লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা ২০২৪ সাল থেকেই শুরু করে দিয়েছি আমরা। আমাদের দলের ওপেনিং জুটি যেমন চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। তেমনই মিডল অর্ডারে ৩ থেকে সাত নম্বরে কারও ব্যাটিং পজিশন নির্দিষ্ট নয়। সবাইকে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

সাংবাদিক সম্মেলনে অক্ষর প্যাটেল।

প্রায় চোদ্দো মাস পর সামি ভারতীয় দলে ফিরেছেন। বুধবার ইডেনে তাঁর প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। অক্ষর নিজেও সামিভাইকে নিয়ে আশায়। বলছেন, 'সামিভাইয়ের মতো সিনিয়ার ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের প্রত্যাবর্তন দলের জন্য দারুণ ব্যাপার। বল হাতে ও কী করতে পারে, আমরা সবাই জানি। নতুন বল ও ডেথ ওভারে সামিভাইয়ের স্কিল আমাদের কাজে লাগবে।' এদিকে, গতকাল এক ঘণ্টার বেশি সময় ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন করলেও আজ দুপুরের ইডেনে সামিকে বোলিং করতে দেখা যায়নি। মিনিট পনেরো ব্যাটিং করেছেন সামি। কোচ গম্ভীরের সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার নয়া ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককেও গতকালের তুলনায় আজ অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মাদের সঙ্গে আলাদাভাবে ব্যাটিং নিয়ে কথাও বলেছেন তিনি।

বল নয়, ব্যাট হাতে অনুশীলনে চলেছেন মহম্মদ সামি। সোমবার।

প্রস্তুতির মাঝে তিলক ভার্মার সঙ্গে রসিকতা সূর্যকুমার যাদব ও গৌতম গম্ভীরের।

বিরাট-রোহিতে আস্থা সৌরভের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : দুপুরে ভারত। বিকেলে ইংল্যান্ড।

সন্ধেটা একান্তভাবেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদ সামির। সঙ্গে ভারত তথা মহিলাদের বিশ্ব ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী ও মিতালি রাজ। বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি-র বিশেষ অনুষ্ঠান। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সংবর্ধনাকে ঘিরে কার্যত চাঁদের হাট।

সৌরভ থেকে ঝুলন, সামি-মঞ্চে বঙ্গ ক্রিকেটের তিন আইডল। ভারত অধিনায়ক মিতালির উপস্থিতিতে যা বাড়তি মাত্রা যোগ করে। সংবর্ধনার পাশাপাশি চার তারকার থেকে মূল্যবান টিপসও পেলেন আজকের খুদেরা। বুধবার টি২০ ম্যাচ দিয়ে প্রায় মাস ১৪ পর ভারতীয় জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটছে সামির। প্র্যাকটিসের পর ফের হাজির সিএবি-র বিশেষ অনুষ্ঠানে।

ইডেন গার্ডেন্স থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সাফারির গল্প শোনালেন। সঙ্গে খেলার খিদে জাগিয়ে রাখার পরামর্শ। ঝুলন-মিতালির গলায়ও এক সুর। সামনে একঝাঁক খুদে, উদীয়মান ক্রিকেটারদের উদ্দেশে দুইজনে জানান, শৃঙ্খলায় জোর দাও। পরিশ্রমে ফাঁকি দিও না। সাফল্য ঠিক চলে আসবে। একটা হার মানে সবকিছু শেষ নয়। হার হল পরবর্তী সাফল্যের সোপান।

পাশে বসে মিতালি-ঝুলনের যে গল্পের শ্রোতা সবার দাদা, মহারাজও। সৌরভের কথায়, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি, আদর্শের সঙ্গে এক মঞ্চ ভাগ করা তাঁর কাছে স্পেশাল অনুভূতি। ভারতীয় ক্রিকেট আজ যে উচ্চতায় পৌঁছোছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন মিতালিরা।

আশার কথা শোনালেন ভারতীয় দল, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে। সৌরভের কথায়, 'সমালোচনা হচ্ছে, হবে। কিন্তু নেতিবাচক ফ্যাক্টরগুলিকে পাশে রেখেই এগোতে হবে। রোহিত শর্মার দল সাদা বলের ফরম্যাটে দুর্দান্ত। ২০১৩ ওডিআই বিশ্বকাপে টানা জিতে ফাইনালে উঠেছিল। খেতাবি ম্যাচে হার। টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে অপরাজিত থেকে। আসন্ন আইসিসি টুর্নামেন্টেই যে দাপট অব্যাহত থাকবে।'

সামি, জসপ্রীত বুমরাহ পেস জুটিকে 'এক্স ফ্যাক্টর' ধরছেন। দাদার মতে, দুইজনে পরস্পরের পরিপূরক। ম্যাচ জেতায় বোলাররা। সামি-বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেগা টক্করে, টিম ইন্ডিয়ার হয়ে সেই কাজটাই করে দেবে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার চলতি অফফর্মকেও কাঁটা মানতে নারাজ সৌরভ।

পারথে প্রথম টেস্টে শতরান দিয়ে শুরুর পর বিরাটের ব্যাটিং দেখে কিছুটা অবাক। অবাক বারবার একইভাবে আউট হওয়ার ধরনেও। তবে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের দাবি, 'দুইজনেই ভারতীয় ব্যাটিংকে দিশা দেখাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। রোহিত সাদা বলে দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ফর্ম্যাট পরিবর্তন হলে বদলে যাবে ছবিটাও। বিরাট লাইফটাইম ক্রিকেটার। আমার দেখা সর্বকালের সেরা সাদা বলের ব্যাটার।'

শৃঙ্খলা আর পরিশ্রমের পরামর্শ মিতালি-ঝুলনের

নেতা গম্ভীরের দরাজ প্রশংসা বাজের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : চেনা ইডেন গার্ডেন্স। কয়েক বছর পর ফের একদা নিজের 'দ্বিতীয় হোম'-এ পা রাখা। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক, কোচের দায়িত্ব সামলেছেন বেশ কয়েক বছর। ব্যাট হাতে ক্রিজে নামলে নন্দনকানন মুখরিত হত তাঁর নামে। সেই চেনা ইডেনে নতুন ভূমিকায় আবারও পা রাখা।

কেকেআরের হেডকোচ থেকে একেবারে ইংল্যান্ড টিমের দায়িত্ব। নতুন দল নিয়ে আজ ইডেনে। চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের মাঝেও স্বভাবতই কিছুটা নস্টালজিক হ্যারি ব্রুকদের হেডস্যর। ইডেনের পিচ নিয়েও জল্পনা, আশঙ্কার কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, এই ইডেনের প্রতিটি ঘাসকে তিনি ভালোভাবে চেনেন।

ম্যাককুলামের (ডাকনাম বাজ) ধারণা, টি২০ সুলভ পিচ আশা করছেন। স্পিন বা পেস, আলাদাভাবে কিছু ভাবছেন না। তারা যে ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলতে অভ্যস্ত, সেটাই জারি থাকবে। আলাদা করে ভারতীয় স্পিন বিভাগ নয়, পুরো সূর্যকুমার যাদবের দলকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন। ভারতীয় দলের প্রতি সমীহের সুর। আত্মবিশ্বাস নিজের স্কোয়াডকে নিয়েও। তবে এদিন অনুশীলনের মাঝে হাতে চোট পান ইংল্যান্ডের ওপেনার ফিল সল্ট।

মাঝদুপুরে ইডেনে পুরোদমে অনুশীলন ভারতের। গৌতম গম্ভীরের কড়া নজরে টেলএন্ডারদের ব্যাটিং নিয়ে বাড়তি ঘাম ঝরানোর ছবি। মহম্মদ সামি থেকে অর্শদীপ সিং, চুটিয়ে ব্যাটিং সারলেন। বিকেলে ইংল্যান্ডের পালা। শীতের ইডেনে পা রেখে শুরুতে ফুটবল নিয়ে গা-ঘামানো। মাঠের মধ্যেই ছোটখাটো টিম মিটিং সেরে বুধবাসরীয় ইডেন দ্বৈরথে প্রস্তুতি শুরু। 'সিটি অফ জয়'-এ পা রাখার পর প্রথম অনুশীলন। বাড়তি তাগিদ স্বাভাবিক।

কাকতালীয়ভাবে প্রতিপক্ষ কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক, মেন্টর গম্ভীর। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ, অস্ট্রেলিয়া সফরে ফ্লপ শোয়ে রীতিমতো জেরবার। নতুন অক্সিজেনের খোঁজে ইংল্যান্ড সিরিজকে পাখির চোখ করছেন। চাপে থাকা গম্ভীরকে কিন্তু দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন প্রতিপক্ষ হেডকোচ। ম্যাককুলামের মতে, গম্ভীর দুর্দান্ত লিডার। শক্তিশালী নেতা। ম্যাককুলাম বলেছেন, 'গম্ভীরের সঙ্গে আগে কাজ করেছি। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত লিডার। আমি নিশ্চিত ও সাফল্য পাবে। সবে দলের দায়িত্ব পেয়েছে। কিছুটা সময় দিতে হবে। দলের থেকে ঠিক সেরা খেলাটা বের করে আনবে, এই নিয়ে আমার মধ্যে কোনও সংশয় নেই। যার জবাব নিজেদের মতো করেই দিতে চাই।'

আগামীকাল ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথ সেদিক থেকে দুই কোচের মস্তিষ্কের যুদ্ধও। ম্যাককুলাম ব্রিগেডের 'আগ্রাসী' ক্রিকেট বনাম গম্ভীরের আগ্রাসন। বুধবার গঙ্গাপাড়ের নন্দনকাননে শেষ হাসি কারা হাসবেন, উত্তর সময়ের হাতে। ইংল্যান্ডের চলতি ভারত সফর এক ঢিলে একঝাঁক পাখি মারার ছক। ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের পর ওডিআই দ্বৈরথ। ভারতের মাটিতে প্রস্তুতি সেরে সোজা পাকিস্তানগামী বিমান ধরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে।

২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। বছর দুই ঘুরতে না ঘুরতে উপমহাদেশে ফের আইসিসি-র টুর্নামেন্টে নতুন পরীক্ষা। গত কয়েক সিরিজে সাফল্যের মধ্যে থাকা আর উপমহাদেশীয় পিচে তা তুলে ধরা এক বিষয় নয়। লড়াইটা কঠিন। মানছেন জস বাটলারদের হেডকোচ। ইডেনের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে বলেও দিলেন, উত্তেজক এবং কঠিন সিরিজ হতে চলেছে।

ভারতের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজকে কাজে লাগাতে চান ম্যাককুলাম। ইডেন টক্কর দিয়েই যার সূচনা। পেস ব্রিগেডের দুই স্তম্ভ জোফ্রা আর্চার, মার্ক উডের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকেও অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে। এরমধ্যে আশঙ্কা বাড়িয়ে প্র্যাকটিসের মাঝে হঠাৎ চোটে কিছুক্ষণের জন্য মাঠ ছাড়তে দেখা যায় আর্চারকে। তবে চোট গুরুতর নয়। পরের দিকে নেটে বোলিংও করেন। তবে ফিল্ডিং অনুশীলনের সময় ফিল সল্টের আঙুলের চোট নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা।

টিম কম্বিনেশন, বাটলারের ওপেন করার বিষয়টি এদিনও খোলসা করতে রাজি হননি। শেষপর্যন্ত দেখে, সবদিক খতিয়ে দেখে ঘুঁটি সাজানো। ইডেন ম্যাচ ঘিরে এরকম একাধিক অঙ্ক । বুধবার যা মেলানোর পালা ম্যাককুলামের।

ফুট-ভলিতে মেতে জস বাটলার। দর্শক লিয়াম লিভিংস্টোন। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

রোহিতকে অনুসরণ করেন পন্থ

জাহির খান ও দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার থেকে জার্সি নিচ্ছেন ঋষভ পন্থ। -ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : কত কাছে, তবু কত দূরে!

তিনি কলকাতায়। টিম ইন্ডিয়াও কলকাতায়। তবু সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে দেখা হল না ঋষভ পন্থের।

দুপুরের ইডেন গার্ডেন্সে টিম ইন্ডিয়া যখন অনুশীলনে ডুবে, সেই সময় ক্রিকেটের নন্দনকানন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে বসে রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ঋষভ। লখনউ সুপার জায়েন্টসের নতুন অধিনায়ক হলেন। দলের নয়া জার্সির উদ্বোধন করলেন। দলের মেন্টর জাহির খানকে পাশে বসিয়ে ঋষভ জানিয়ে দিলেন, অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে যেভাবে আইপিএলের মঞ্চে নিজের সেরাটা দিয়ে গিয়েছেন। লখনউয়ের জার্সিতেও একই কাজ করে যাবেন তিনি। ঋষভের কথায়, 'আইপিএলের মঞ্চে আমার দল বদলে যেতে পারে, কিন্তু অতীতের মতো একই ইনটেন্ট নিয়ে মাঠে নামব আমি। লক্ষ্য থাকবে সেরাটা দিয়ে দলকে সফল করা।'

লখনউয়ের নয়া অধিনায়ক ঋষভ

শেষ মরশুমে লখনউ অধিনায়ক ছিলেন লোকেশ রাহুল। মাঠে তাঁর সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার তর্কাতর্কির দৃশ্য আজও ভোলেনি ক্রিকেট সমাজ। ঋষভের সঙ্গে লখনউ কর্ণধারের সম্পর্কের সমীকরণ আগামীদিনে কোন পথে যাবে, সময় বলবে। আপাতত লখনউ কর্ণধার ২৭ কোটির ঋষভকে নিয়ে তৃপ্ত। তাঁর হাতে আজ দলের নেতৃত্বের দায়ভারও তুলে দিলেন। নেতা ঋষভের আগামীর পরিকল্পনা কী? অধিনায়ক হিসেবে তিনি কাকে অনুসরণ করেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্ন আসতেই ব্যাট চালালেন টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিড। বলে দিলেন, 'আমি অনেক অধিনায়কের অধীনে খেলেছি। অনেক সিনিয়ার ক্রিকেটারের সঙ্গেও সাজঘর শেয়ার করেছি। তাই নির্দিষ্টভাবে কোনও একজনের নাম করা কঠিন। তবে আলাদাভাবে রোহিতভাইয়ের কথা বলব আমি। ওর থেকে অনেক কিছু শিখেছি।'

হিটম্যানের থেকে কী শিখেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ঋষভ। লখনউয়ের নয়া অধিনায়কের কথায়, 'রোহিতভাইয়ের থেকে শেখা কীভাবে দলের সতীর্থদের যত্ন নিতে হয়। সবসময় ক্রিকেটারদের পাশে থাকাটাও রোহিতভাইয়ের থেকে শেখা। আমি অধিনায়ক রোহিতকে অনুসরণ করি। আর মাঠে থাকার সময় সতীর্থদের ভরসা দিই।' ঋষভ মানেই ভয়ডরহীন ক্রিকেট। তাঁর প্রতিটা কথাতেও সেই আত্মবিশ্বাস। ঋষভ বলছেন, 'অধিনায়ক বা ক্রিকেটার, দলে আমার ভূমিকা যাই হোক না কেন, মরার আগে মরতে পছন্দ করি না আমি। শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করার মন্ত্রে বিশ্বাস করি আমি। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, দলের জন্য মাঠে বাড়তি ২০-৩০ শতাংশ দিতে সবসময় তৈরি থাকি আমি।'

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুনীল গাভাসকারকে এক অনুষ্ঠানে কেক খাওয়াচ্ছেন শচীন তেন্ডুলকার।

মায়ের জন্যই শেষ টেস্ট ওয়াংখেড়েতে : শচীন

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : শচীন তেন্ডুলকারের অবসরই সম্ভবত ভারতীয় তথা বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত। শেষ ম্যাচটি তিনি খেলেছিলেন ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। সেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন শচীন, রবি শাস্ত্রী, রোহিত শর্মারা। সেই মঞ্চে বসেই স্মৃতির সরণিতে হাঁটলেন মাস্টার ব্লাস্টার। একযুগ পেরিয়েও শেষ টেস্টের কথা উঠলে আবেগে ভরে ওঠে মাস্টার ব্লাস্টারের গলা।

ওয়াংখেড়ের কথা বলতে গিয়ে শচীন বলেছেন, 'আমার ৩০ বছরের ক্রিকেট জীবন। ২৪ বছর দেশের হয়ে খেলেছি। তবে এর মধ্যে একবারও আমার মা মাঠে এসে খেলা দেখেননি। আমি যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ ম্যাচটা খেলতে নামি তখন মা বেশ অসুস্থও। সেইসব কথা মাথায় রেখেই ম্যাচটা ওয়াংখেড়েতে আয়োজন করার জন্য বিসিসিআইকে অনুরোধ জানাই। বোর্ড সেই অনুরোধ রেখেছিল।' সেই ম্যাচের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভরে আসে শচীনের গলা। বললেন, 'অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। সেদিন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।'

শীর্ষস্থানে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ

এমবাপেই সেরা সেন্ট্রাল স্ট্রাইকার : আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২০ জানুয়ারি : চলতি মরশুমের শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর পজিশন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু জায়গা বদলে নম্বর নাইনে চলে আসার পর থেকে চেনা মেজাজে পাওয়া যাচ্ছে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে। রবিবার রাতে লা লিগায় লাস পামাসের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া রিয়ালকে এমবাপেই টেনে তোলেন। ৪-১ গোলে জয় ও ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থানে ফিরে পাওয়ার স্বস্তি নিয়ে রিয়ালের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও মেনে নিলেন, বর্তমানে বিশ্বের সেরা সেন্ট্রাল স্ট্রাইকার এমবাপেই।

রিয়াল কোচ বলেছেন, 'এমবাপেই এখন সেরা সেন্টার ফরোয়ার্ড। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। উইংয়ের থেকে মাঝখানে খেললে এমবাপেকে বেশি ভয়ংকর দেখায়। কারণ মাঝখান দিয়ে কিলিয়ান অনেক বেশি গতি ও টেকনিক ব্যবহার করতে পারে। অফ দ্য বল দৌড়গুলিতেও বেশি ঝাঁঝ থাকে।'

এদিন শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি রিয়ালের। ২৫ সেকেন্ডে ফ্যাবিও সিলভার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। বড় দলগুলির জন্য ম্যাচের শুরুতে গোল খাওয়া অনেকটা ওয়েকআপ কলের মতো হয়। রিয়ালের ঘুম ভাঙতেও বেশি দেরি হয়নি। মাঝমাঠে ব্রাহিম দিয়াজ, ফেডেরিকো ভালভের্দ, জুডে বেলিংহামরা বলের দখল নিয়ে নেন। পামাসের উপর চাপ বাড়তে শুরু করে। নিটফল, ১৮ মিনিটে বক্সের ভিতরে রডরিগোকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পটকিক থেকে সমতা ফেরান এমবাপে। ৩৩ মিনিটে ২-১ করেন দিয়াজ। মিনিট তিনেক বাদে ডান পায়ের শটে দ্বিতীয়বার স্কোরশিটে নাম তোলেন এমবাপে। ৪৩ মিনিটে অফসাইডের জন্য একটি গোল বাতিল না হলে এমবাপে হ্যাটট্রিকও পেয়ে যেতেন। ৫৭ মিনিটে রডরিগোর গোলে জয় নিশ্চিত হয় রিয়ালের।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শমীপর্ণা বোস (তিন্নি) :** বড় মেয়ের শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক আদর, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তুমি জীবনে অনেক বড় ও ভালো মানুষ হও আশীর্বাদ করি। -মেসো, বড়দিনি, বড়দা, ছোড়দা, বাবা, মা, তিথি।

ডার্বি জিতে চ্যাম্পিয়ন সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের আঞ্চলিক পর্যায় চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার ছোটদের এই বড় ম্যাচে লাল-হলুদকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল গঙ্গাপাড়ের ক্লাব। সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করেছেন রূপম মণ্ডল, তনয় বৈরাগী ও সঞ্জু শিকদার। গ্রুপ পর্বে এখনও মোহনবাগানের এক ম্যাচ বাকি। তার আগেই আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের পর্বে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল সবুজ-মেরুনের ছোটরা।

অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় লিগের ম্যাচেও এদিন মুখোমুখি হয় ইস্ট-মোহন। গত সপ্তাহে প্রথম লেগের ম্যাচে লাল-হলুদকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। তবে এদিন নিজেদের মাঠে বাগানকে রুখে দিল ইস্টবেঙ্গল। গোলশূন্য ড্র হল অনূর্ধ্ব-১৭ ডার্বি।

রাজ্যসেরা সানভি

পদক গলায় সানভি সিদ্ধান্ত।

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : ডালখোলার হোলি ক্রস স্কুলে রবিবার অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের কিক বক্সিং 'ট্যালেন্ট হান্ট'-এ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জ সেন্ট জেভিয়ার্সের সানভি সিদ্ধান্ত। প্রতিযোগিতায় সানভি মেয়েদের ৮-১০ বছর বিভাগে নেমেছিল।

জিতল জুবিলি

বীরপাড়া, ২০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন লিগের ম্যাচে সোমবার নিজেদের ঘরের মাঠে জুবিলি ক্লাব ২২ রানে আলিপুরদুয়ারের অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে।

জকোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী অজি সাংবাদিক

কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : বিতর্কে ইতি টানতে নোভাক জকোভিচের কাছে ক্ষমা চাইলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সম্প্রচারকারী সংস্থার সাংবাদিক। রবিবার চতুর্থ রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেওয়ার পরও সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেননি জকোভিচ। পরে একটি ভিডিওবার্তায় সার্বিয়ান তারকা জানান, ওই চ্যানেলের এক অজি সাংবাদিক তাঁকে অপমান করেছেন। সেই কারণেই ম্যাচ শেষে কথা বলেননি। এমনকি সেই সাংবাদিক অথবা সংস্থার তরফে ক্ষমা না চাওয়া হলে ভবিষ্যতেও কথা বলবেন না বলে জানান জোকার।

আসলে রবিবার ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে সাংবাদিক টনি জোন্স ধারাভাষ্যে বেশ কড়া ভাষাতেই আক্রমণ করেন। বলেছেন, 'নোভাক ওভাররেটেড খেলোয়াড়। ওকে বের করে দেওয়া উচিত।'

প্রচণ্ড গরমের মাঝেও জয় পেয়ে স্বস্তিতে জানিক সিনার। -এএফপি

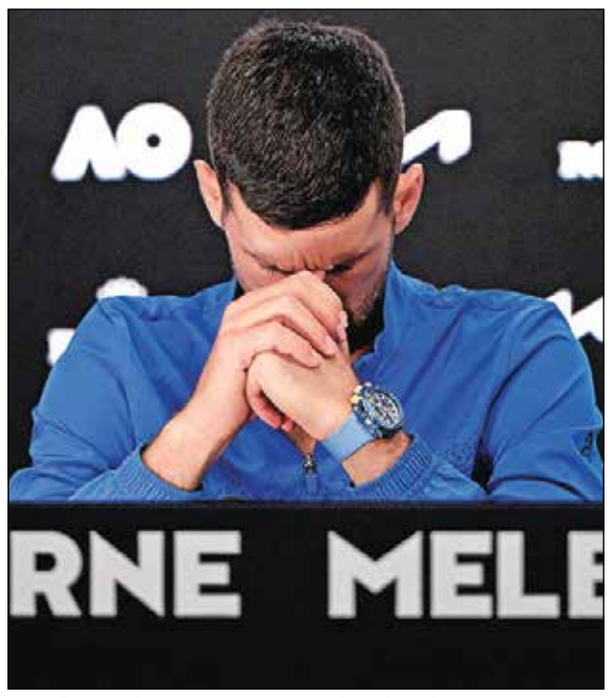

অজি সাংবাদিকের অপমানের জবাব দিতে গিয়ে নিজেকে সংবরণের চেষ্টায় নোভাক জকোভিচ। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে।

এরপর সোমবারই ক্ষমা চেয়ে ওই অজি সাংবাদিক বলেছেন, 'আমি মজার ছলেই কথাগুলো বলেছিলাম। নোভাক বা তাঁর সমর্থকদের আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি জকোভিচ শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষমা চেয়েছি। এবার প্রকাশ্যেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

এদিকে, সোমবার ডেনমার্কের হোলগার রুনেকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেন জানিক সিনার। ড্যানিশ প্রতিপক্ষকে তিনি হারান ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে। এদিন রড লেভার এরিনায় ম্যাচের মাঝে গরমের জন্য অসুস্থও বোধ করছিলেন সিনার। বোঝা যাচ্ছিল তিনি ক্লান্ত। সেজন্য চিকিৎসক ও ফিজিওর সাহায্যও নিতে হয়। ১০ মিনিট বন্ধ ছিল খেলা। এদিকে আবার সার্ভিস করতে গিয়ে নেটের একটি স্ক্রু ভেঙে ফেলেন সিনার। সেটি বদলানোর জন্যও মিনিট কুড়ি খেলা বন্ধ রাখতে হয়।

সুপার সিক্স আশা কার্যত শেষ, মানছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : গোয়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সুখের মুহূর্ত তৈরি করে দিলেও শেষপর্যন্ত এদেশে অস্কার ব্রুজোঁর কোচিংয়ের দ্বিতীয় ইনিংসকে সুখকর হতে দিল না। একইসঙ্গে রবি-রাতে গোয়ার সমুদ্রেই সম্ভবত সলিলসমাধি হল সুপার সিক্সে যাওয়ার যাবতীয় আশার।

টানা চার ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল। যার মধ্যে রয়েছে পরপর তিন ম্যাচে হার। দল খারাপ খেলছে না। কিন্তু গোল খাওয়াও থামে না, স্ট্রাইকাররাও গোল করতে পারেন না। দুইয়ের যুগলবন্দিতে কার্যত সুপার সিক্সের আশা যে শেষ সেটা স্বীকার করেই নেন লাল-হলুদ কোচ, 'খুব কঠিন হয়ে গেল। ম্যাচের আগেই বলেছিলাম, টানা তিন ম্যাচ না জিতলে সম্ভব নয়। তাই এখন সুপার সিক্সে যাওয়ার আশাকে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলা যায়।' একইসঙ্গে তিনি অবশ্য বলেছেন, 'আমার দল যেভাবে খেলছে তাতে ব্যাপারটা কঠিন নয়। কিন্তু আরও কার্যকরী হতে হবে। একটা সেট পিসে প্রতিপক্ষের সব থেকে কম উচ্চতার ফুটবলার এসে আমাদের গোলরক্ষক আর সেন্টার ব্যাকের মাঝখান দিয়ে গোল করে চলে গেল, এটা ঠিক না। সারা ম্যাচে আমরা ২৮টা ক্রস করে একটাও গোল পাইনি। ম্যাচ পরিসংখ্যান বলছে, আমরা ১৫টা সুযোগ তৈরি করেছি। তা সত্ত্বেও আমাদের স্ট্রাইকাররা গোল করতে পারেনি। কারণ ওদের ডিফেন্স নিজেদের বক্সে অনেক বেশি জমাট ছিল।' এফসি গোয়া যে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে নিজেদের সবথেকে খারাপ পারফরমেন্স করেছে একথা নিজেই জানান তাদের কোচ মানোলো

যখন চোট সারিয়ে সবাই ফিরবে, তখন আমরা নিশ্চয় ভালো খেলব। কীভাবে দল নামিয়েছিলাম সেটা সবাই দেখেছে। তাও গোয়াকে ভালোই আটকেছি আমরা। কিন্তু গোলটা হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

অস্কার ব্রুজোঁ

মার্কুয়েজ। তা সত্ত্বেও ১৩ মিনিটে খাওয়া গোলের জবাব দিতে পারেননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা। ব্রুজোঁও তাঁর দলের স্ট্রাইকিং লাইনের ব্যর্থতার কথাই বলছেন, 'এফসি গোয়া জিতেছে ওদের অভিনন্দন। কিন্তু গত দুই সপ্তাহ ধরে বারবার আমরা খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েও গোল করতে পারিনি। ম্যাচের ফয়সালা হয় বক্সের মধ্যে। এদিনও সেটাই হল।'

ডিফেন্সে একাধিক চোট-আঘাত সমস্যা বাড়াচ্ছে। আনোয়ার আলির পায়ের পাতায় চিড় ধরেছে। প্রভাত লাকড়া-মহম্মদ রাকিপ ছাড়াও হঠাৎই রহস্যজনক চোটের কবলে হেক্টর ইউস্তেও। ফলে অনভ্যস্ত জায়গায় খেলছেন অনেকেই। সবার চোট সারানোর অপেক্ষায় এখন ব্রুজোঁ। বলছেন, 'যখন চোট সারিয়ে সবাই ফিরবে, তখন আমরা নিশ্চয় ভালো খেলব। কীভাবে দল নামিয়েছিলাম সেটা সবাই দেখেছে। তাও গোয়াকে ভালোই আটকেছি আমরা। কিন্তু গোলটা হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তারপর এতটা সময় ধরে আমরা গোল করতে পারিনি।' এত খারাপের মধ্যেও ইতিবাচক দিক হল, প্রথম ম্যাচে রিচার্ড সেলিস যথেষ্ট ভালো খেলেন গোয়ার বিরুদ্ধে। ম্যাচে তাঁর এবং নাওরেম মহেশ সিংয়ের পায়ের পেশিতে টান ধরলেও গুরুতর নয় বলে জানা গেছে। ব্রুজোঁর আশা, 'সব ফুটবলার ফিট হয়ে গেলে আশা করা যায় আমরা আবার ভালো ফুটবল খেলতে পারব।' কোচ-ফুটবলাররা আশাবাদী হলেও অবশ্য সমর্থকদের ক্রমশ হতাশাই গ্রাস করছে। আর কবে দল জিতবে, এটাই এখন তাঁদের প্রশ্ন।

মোহনবাগানের ঋষি প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার ঋষি কাপুর প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী ও এক সন্তানকে। তাঁর স্ত্রী বাঙালি। দীর্ঘদিন মোহনবাগানে খেলার সূত্রে তিনি কলকাতায় থাকার সময়েই বাঙালি বিয়ে করেন। মোহনবাগানে যোগ দেন ২০০১ সালে। সবুজ-মেরুনের হয়ে তিনি ফেডারেশন কাপ ও জাতীয় লিগ জেতেন। দিল্লির হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেন। চাকরি করতেন এজি দিল্লিতে। কিছুদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর এদিন দিল্লির হাসপাতালে প্রয়াত হন এই সুদর্শন ফুটবলার। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মোহনবাগান ক্লাব।

ফাইনালে গুয়াহাটি

জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : আন্তঃসাই মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল গুয়াহাটি। তারা ৪-০ গোলে কলকাতা 'এ' দলকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন কোকোলি গগৈ ও মল্লিকা রাজকুমার।

পাঁচ ফুটবলার নিয়ে প্রস্তুতি মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : কোচ-সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মাঠে উপস্থিত জনা পনেরো। ফুটবলারের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। সোমবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলনের ছবিটা এরকমই।

১৫ তারিখের চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের পর চারদিন ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। ছুটি কাটিয়ে এদিনই সব ফুটবলারকে প্রস্তুতিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, দুই-একজন বাদে বিদেশি সহ সাদা-কালোর অধিকাংশ ফুটবলার কলকাতাতেই রয়েছেন। তবুও অনুশীলনে তাঁরা গরহাজির। এদিন পাঁচ নতুন ফুটবলার কেবল অনুশীলনে এসেছিলেন। ছিলেন রবি হাঁসদা, ইস্রাফিল দেওয়ান, মহিতোষ রায়, মনবীর সিং ও শচীন শিব্যি। বাকিরা অনুশীলন বয়কট করেন বলেই খবর। শুধু তাই নয়, বেতন ইস্যুতে আলোচনার

বেতন ইস্যুতে চাপ বাড়াচ্ছেন ফুটবলাররা

জন্য ক্লাব কর্তারা সোমবার দুপুরে ফুটবলারদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে টিম ম্যানেজার দীপেন্দু বিশ্বাস, কোচ চেরনিশভ ও কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ কেবল হাজির ছিলেন।

মহমেডান কর্তা মহম্মদ কামারুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারে বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচীই ভালো বলতে পারবে। আর বিনিয়োগকারী সংস্থা যখন রয়েছে আমরা কোনও অর্থ খরচ করব না।' এদিকে আইএসএলে শেষ চার ম্যাচ অপরাজিত মহমেডান। তারমধ্যে একটা জয়ও রয়েছে। ২৬ জানুয়ারি তাদের পরের ম্যাচ মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। এখন বেতন সমস্যা না মিটলে পরিস্থিতি কোন পথে গড়াবে তা বোঝা বেশ কঠিন। এমনিতে বিনা অনুমতিতে অনুশীলনে অনুপস্থিত থাকলে ম্যানেজমেন্ট ফুটবলারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তুলতেই পারে। কিন্তু মহমেডানে এখন যা পরিস্থিতি তাতে সেই জায়গাও নেই। ফলে বেতন ইস্যুতে সাদা-কালো শিবিরের পরিস্থিতি যে ক্রমশ জটিল হচ্ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ওলমোর চোটে দলে ফাতি

সাতে সাত করতে মরিয়া লিভারপুল

লিভারপুল ও লিসবন, ২০ জানুয়ারি : বছরের প্রথম 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাইট'-এ ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা পূরণের সমস্ত রসদ তৈরি। মঙ্গলবার রাতে নামতে চলেছে পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বর লিভারপুল ও দ্বিতীয় বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে আর্নে স্লটের দলের প্রতিপক্ষ লিলে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পয়েন্ট তালিকায় যারা ৮ নম্বরে রয়েছে। অন্যদিকে, কাতালান জায়েন্টদের সামনে বেনফিকা। পর্তুগালের ক্লাব তালিকায় রয়েছে ১৫ নম্বরে।

চলতি মরশুমে স্লটের লিভারপুল অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো এগিয়ে চলেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। প্রিমিয়ার লিগের আগুনে ফর্ম অব্যাহত চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুল একমাত্র ক্লাব যারা ৬টি ম্যাচের প্রতিটিই জিতেছে এবং গোল খেয়েছে মাত্র ১টি। যা চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যুগ্ম সর্বনিম্ন। গত সপ্তাহটা যদিও খুব ভালো যায়নি লিভারপুলের। শেষ ৫ ম্যাচে মহম্মদ সালাহরা জিতেছেন ২টি, ড্র করেছেন ২টি এবং ১টি ম্যাচ হেরেছেন। যদিও প্রতিপক্ষ লিলেকে হালকাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই। কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাত্র ১টি ম্যাচে হেরেছে ফ্রান্সের ক্লাবটি। তাই ঘরের মাঠে ১০০ শতাংশ জয়ের রেকর্ড ধরে রাখতে লিভারপুলের প্রধান কাঁটা লিলের নাছোড় মনোভাব।

ইউরোপিয়ান ফুটবলে চলতি মরশুমে লিভারপুলের পরেই ধারাবাহিক পারফরমেন্স উপহার দিয়েছে বার্সেলোনা। তবে ভালো শুরু করলেও লা লিগায় তাদের অবস্থা বেশ করুণ। হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা শেষ ৮ ম্যাচে মাত্র ১টি ম্যাচ জিতেছে। লা লিগায় শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে ৭ পয়েন্ট পেছনে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন লামিনে ইয়ামালরা। তবে কাতালান ক্লাবটি গত কয়েক সপ্তাহে স্প্যানিশ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবং কোপা ডেল রে-র কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই অবস্থায় বার্সার প্রতিপক্ষ বেনফিকা শেষ ৪ ম্যাচে সবকয়টিই জিতেছে। বর্তমানে পর্তুগিজ লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তবে বেনফিকার আশঙ্কার জায়গা তাদের আর্জেন্টাইন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার চোট নিয়ে অনিশ্চয়তা। তিনি চলতি মরশুমে ১৩টি গোল ও ৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন। ফলে ডি মারিয়ার না থাকলে নিশ্চিতভাবেই সুবিধা পাবেন পাউ কুবারসিরা। এদিকে ড্যানি ওলমোর চোটের কারণে একসময়ের বিস্ময় বালক আনসু ফাতি দলের সঙ্গে লিসবন যাচ্ছেন।

ব্যালেন্সের খেলায় লিভারপুলের লুইস দিয়াজ। সোমবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

মোনাকো বনাম অ্যাস্টন ভিলা
আটালান্টা বনাম এসকে স্টাম গ্রাজ
ম্যাচ শুরু : রাত ১১.১৫ মিনিটে
বেনফিকা বনাম বার্সেলোনা
লিভারপুল বনাম লিলে
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
রেড স্টার বেলগ্রেড বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
ক্লাব ব্রাগ বনাম জুভেন্তাস
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা বনাম স্টুটগার্ট
বোলগনা বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

স্বস্তি না থাকলেও আশাবাদী বাগান

জেসন কামিংসদের সুযোগ নষ্ট ভাবাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মেলিনাকে।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে এফসি গোয়া জেতায় এক এবং দুইয়ের ব্যবধান কমে দাঁড়াল ছয়ে। স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা চিন্তা যে বেড়েছে তার প্রমাণ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার স্বাভাবিক হাসিখুশি আচরণের বাইরে গিয়ে হঠাৎই বিরক্তি প্রকাশে।

ডার্বিতে অত্যন্ত সাদামাঠা খেলে মাত্র এক গোলে জয়। তারপরেই জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে ড্র। সম্ভবত পরপর দুই ম্যাচে অ্যাটাকারদের ক্রমাগত গোল নষ্টে বিরক্তির থেকেই সম্ভবত তাঁর দল ক্লান্ত কি না বা চেন্নাইয়ের গরমে খেলতে সমস্যা হবে কি না প্রশ্ন করলে চরিত্রবিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেললেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ। বিরক্তির সুরে তাঁর মন্তব্য, 'আপনারা সবসময় এত নেগেটিভ প্রশ্ন করেন কেন? কে বলেছে আমার ফুটবলাররা ক্লান্ত? ওদের খেলায় কোথাও ক্লান্তি দেখেছেন? আর লম্বা লিগে শুধু আমরা কেন, শেষদিকে সবার জন্যই তো এটা প্রযোজ্য, তাই না? জামশেদপুরের বিপক্ষে আমরা জিততে না পারলেও আমার ছেলেরা সেদিন অন্যতম সেরা ম্যাচ খেলেছে। ভুলে যাবেন না, আমরা কিন্তু এখনও এক নম্বরেই আছি।'

তিনি এত কথা বলে গেলেও কিন্তু ফুটবলারদের বেশিরভাগই ক্লান্তির জন্যই এদিনটা বাদ দিলে প্রায় কোনওরকম অনুশীলন ছাড়াই চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে খেলতে সোমবার রওনা দিলেন। গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসের চোট সমস্যার পর থেকেই মোহনবাগানের আক্রমণভাগের খেলার মান পড়তির দিকে। জেমি ম্যাকলারেন বা জেসন কামিংস গোল পেলেও সুযোগ নষ্ট হচ্ছে প্রচুর। সঙ্গে অফ ফর্ম অব্যাহত মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোরও। এত সুযোগ নষ্টের জন্যই শেষপর্যন্ত চাপ পড়ছে ডিফেন্সের উপর। তাছাড়া মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপার চোটের ফলে ব্লকিং ঠিকঠাক হচ্ছে না। জামশেদপুর ম্যাচে চোটের জন্য না খেললেও সাহাল আবদুল সামাদ এদিন দলের সঙ্গে যান। তাঁর ১৮ জনের দলে থাকার সম্ভাবনা আছে। যাওয়ার আগে একটি ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যান গোটা দলকে এবং বিশাল কেইথ ও জেমি ম্যাকলারেনকে বিশেষ উপহারও দেন।

মোহনবাগানের বিপক্ষে ডাগআউটে থাকবেন না ওয়েন কোয়েল। বিষয়টিকে অবশ্য খুব পাত্তা দিচ্ছেন না মোলিনা। তাঁর মন্তব্য, 'একজন কোচ থাকলে অবশ্যই সুবিধা হয়। কিন্তু তিনি না থাকলেও তাঁর সহকারী এবং অন্যান্যরা তাঁর পরিকল্পনা ঠিকই কার্যকর করতে পারে।' চেন্নাইয়ান শিবিরে সদ্যই রবিবার যোগ দিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী প্রীতম কোটাল। তাঁর যোগদানে সমস্যা বাড়ল কি না প্রশ্ন করলে মোলিনা মজা করে বলেন, 'প্রীতম আমার কোচিংয়ে খেলেছে। চাইব ও আরও ভালো খেলুক। তবে আমাদের বিরুদ্ধে নয়।' কোয়েলের দলের পারফরমেন্সে এবার ধারাবাহিকতার অভাব। তবু তাদের হালকাভাবে নিচ্ছেন না মোলিনা, 'ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল।' তিনি এই কথা বললেও শেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটা জয় চেন্নাইয়ানের। নিজেদের ঘরের মাঠে তাদের বিরুদ্ধে শেষদিকে নেমে খেলার মোড় ঘোরান স্টুয়ার্ট। তেমনই কিছু আবারও হবে কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে মোহনবাগান শিবির।

গঙ্গারামপুর পৌর উৎসবে ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের দল। ছবি : জয়ন্ত সরকার

সেরা খেলার দুনিয়া

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : প্রগতি সংঘ ক্লাবের প্রগতি চ্যাম্পিয়ন কাপ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল খেলার দুনিয়া গঙ্গারামপুর। রবিবার রাত্রে ক্লাবের পার্শ্ববর্তী মাঠে ফাইনালে তারা ২৫-১৮, ২৫-১৮ পয়েন্টে তপন বারোয়ারি সংস্কৃত সংস্থাকে হারিয়েছে।

জোড়া খেতাব নিরঞ্জনের

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর পৌর উৎসব উপলক্ষ্যে গঙ্গারামপুর হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত ভলিবলে জোড়া খেতাব জিতল নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে তারা ১২-১৫, ১৫-১৩, ২৮-২৬ পয়েন্টে গঙ্গারামপুর হাইস্কুলকে হারিয়েছে। মেয়েদের বিভাগে নিরঞ্জন ঘোষ ফাইনালে ১৫-২, ১৫-০ পয়েন্টে চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। কলেজ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় গঙ্গারামপুর কলেজ। ফাইনালে তারা ১৫-৭, ১৫-৯ পয়েন্টে গঙ্গারামপুর গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজকে হারিয়েছে।

রোড রেস ২৩ শে

তুফানগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া ২৬ জানুয়ারি হবে। তারই অঙ্গ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ২০ কিলোমিটার রোড রেস। ভাটিবাড়ি থেকে শুরু হয়ে রেসটি ক্রীড়া সংস্থার মাঠে শেষ হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি রাত ৮টা পর্যন্ত রেসে নাম জমা দেওয়া যাবে। প্রথম স্থানাধিকারী ১৪ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ৯ ও ৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

ক্রিকেট লিগ স্থগিত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ স্থগিত রাখা হল। জেলা প্রশাসনের তরফে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের জন্য মাঠ নেওয়া হয়েছে। ফলে সোমবার থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত খেলা বন্ধ থাকবে। ২৮ জানুয়ারি থেকে ফের খেলা শুরু হবে।

চ্যাম্পিয়ন আমরা কজন

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : চৌষা আমরা কজন ভলিবল ক্লাবের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল গঙ্গারামপুর আমরা কজন ভলিবল ক্লাব। রবিবার রাত্রে চৌষা মাসনাতলা মাঠে ফাইনালে তারা ২৫- ২১, ২৫-২০ পয়েন্টে হেমতাবাদ যুব সংঘ ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা আমরা কজনের অভিজিৎ তরফদার ও আশিস সরকার। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৭ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৫ হাজার টাকা।

ট্রফি নিয়ে আমরা কজনের ভলিবলাররা। ছবি : জয়ন্ত সরকার

সেরা দরাজপুর

কুমারগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : বাদকানাই সবুজ সংঘ ক্লাবের আট দলীয় টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল দারাজপুর। রানার্স এনাতুল্লাপুর।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রুকসানা খাতুন - কে 23.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 44K 54064 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি মাঝে মাঝেই ডিয়ার লটারি কিনতাম আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য। আমি একজন কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম এবং লটারির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডিয়ার লটারির বিজয়ীদের তথ্য দেখতাম। জীবনে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাওয়া সকলের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় সম্পদ। পুরস্কারের টাকা আমার জীবনের সহায়ক হয়ে উঠেছে, যদিও এতে আমার খুব সামান্য কিছু টাকা খরচ হয়েছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।